মেরাল ওকায়-এর কাহিনি অবলম্বনে

সুলতান সুলেমান

রূপান্তর ◆ ডিউক জন

অনুবাদ

সুলতান সুলেমান

মেরাল ওকায়-এর কাহিনি অবলম্বনে

রূপান্তর: ডিউক জন

অটোমান সাম্রাজ্যের দশম ও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সুলতান ছিলেন সুলেমান খান। বিচিত্র তাঁর জীবন। পূর্বসুরিদের চাইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক— সব দিক থেকে ষোলো শতকের ইউরোপে হয়ে ওঠেন তিনি অপ্রতিরোধ্য। এ ছাড়া সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয় তাঁর শাসনামলে। হেরেমের দাসী আলেক্সান্দ্রাকে সুলতানার মর্যাদা দেয়ার মাধ্যমে অনন্য নজির সৃষ্টি করেন সুলেমান। এর ফলে ভেঙে যায় দুই শতাব্দীর অটোমান ঐতিহ্য। উপপত্নী থেকে বৈধ স্ত্রীর সম্মান পেয়ে অন্দরমহলের অবগুণ্ঠন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আলেক্সান্দ্রা... পরিণত হন সাম্রাজ্যের অন্যতম চালিকা শক্তিতে...

রক্ত, প্রেম, রাজনীতি আর প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের অসামান্য এ আখ্যান গায়ে কাঁটা দেয়ার মতোই রোমাঞ্চকর!

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

পুনর্মুদ্রণ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিউক জন

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

SULTAN SULEIMAN
By: Meral Okay
Trans. by: Duke John

সেবা প্রকাশনী

একশ' নয় টাকা

মেরাল ওকায়-এর

সুলতান সুলেমান

রূপান্তর ■ ডিউক জন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3268-3

উৎসর্গ

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলা পেপারব্যাক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

অটোমান সাম্রাজ্যের দশম ও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সুলতান ছিলেন সুলেমান খান।

বিচিত্র তাঁর জীবন। পূর্বসুরিদের চাইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থনৈতিক, সামরিক; রাজনৈতিক— সব দিক থেকে ষোলো শতকের ইউরোপে হয়ে ওঠেন তিনি অপ্রতিরোধ্য। এ ছাড়া সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয় তাঁর শাসনামলে।

হেরেমের দাসী আলেক্সান্দ্রাকে সুলতানার মর্যাদা দেয়ার মাধ্যমে অনন্য নজির সৃষ্টি করেন সুলেমান। এর ফলে ভেঙে যায় দুই শতাব্দীর অটোমান ঐতিহ্য। উপপত্নী থেকে বৈধ স্ত্রীর সম্মান পেয়ে অন্দরমহলের অবগুণ্ঠন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আলেক্সান্দ্রা... পরিণত হন সাম্রাজ্যের অন্যতম চালিকা শক্তিতে...

মেরাল ওকায়-এর জন্ম তুরস্কের আঙ্কারায়।

বাবার চাকরির সুবাদে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি ছোট বেলায়।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ করেই সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়েন

মেরাল। উনিশ শ' আশির দশকের তুর্কি রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর।

য়ামান ওকায় নামে এক অভিনেতাকে বিয়ে করবার সুবাদে রুপালি জগতের দরজা খুলে যায় মেরালের সামনে। অভিনয়ের পাশাপাশি লেখালেখিতেও মনোনিবেশ করেন তিনি।

হিস্টোরিকাল ফিকশন 'মুহতেশাম ইউজিয়েল' লেখিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ। সেটিরই রূপান্তর 'সুলতান সুলেমান'।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

মানিসা। তুরস্কের একটি প্রদেশ।

সময়টা পনেরো শ' বিশ।

বি-শা-ল সব উঁচু-উঁচু গাছের কাণ্ডের ভিড়ে মিহি কুয়াশার আনাগোনা। জীর্ণ চেহারার বাকল-ওঠা গাছগুলোকে দেখাচ্ছে কুষ্ঠ রোগীর মতো। এক মাথা হলদে-সবুজ নতুন পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে। আলসে ভঙ্গিতে মিঠে রোদ পোহাচ্ছে নতুন অতিথিরা। ফুরফুরে হাওয়াটাও বুঝি উপভোগ করছে।

হাড্ডিসার মানুষের হাতের মতো সরু-সরু ডালপালাগুলো এমন ভাবে ঝুঁকে রয়েছে রাস্তাটার উপর, সদা জাগ্রত প্রহরী যেন। পাহারা দিচ্ছে ঠিকই, তবে সুদে-আসলে পাওনা বুঝে নিতে ছাড়ছে না। স্বার্থপর। নিজেরা গায়ে রোদ মাখলেও খুব একটা ভাগ দিচ্ছে না তার নিচের জমিনকে। দু'পাশের গাছগুলোর মাথা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক খিলানের, যার কারণে রোদের পরশ পায় না পায়ে-চলা পথটা। সেই দুঃখেই কি না, ছ্যাতলা ধরা রাস্তার উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে শুকনো পাতা।

ছুটন্ত জানোয়ারের পায়ের শব্দে ভরে আছে নিস্তরঙ্গ অরণ্য। কালো, ভয়ালদর্শন দুটো শিকারি কুকুর সমান্তরালে ছুটে চলেছে একটুও আওয়াজ না করে। পাক্কা সবক পাওয়া। ভারী শরীর নিয়েও এগিয়ে চলেছে তীরের মতো। ব্যাদান' মুখে মারাত্মক

চোখা দাঁতের সারি।

ওগুলোর পিছন-পিছন আসছে এক ঘোড়সওয়ার। এক হাতে ঘোড়ার রাশ সামলাচ্ছে, আরেক হাতে দীর্ঘ এক ঝাণ্ডার-ডাণ্ডা। ওটা আসলে বল্লম। আগায় লাগানো লাল নিশান তুমুল গতির কারণে উড়ছে পতপত করে, কিনারা জুড়ে সোনালি ঝালর। পতাকাটার মধ্যে সাদা কাপড়ে সেলাই করা অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতীক— তিনটে চাঁদ।

বাদামি ঘোড়াটাকে অনুসরণ করছে আরও পনেরো-ষোলোটা ঘোড়া। একটা একটু এগিয়ে। কুচকুচে কালো সেটা। কেবল কপালটা সাদা। আর ওটার পিছনেরগুলো সব ক'টাই ধূসর রঙের।

কালো ঘোড়ায় চেপে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন যুবরাজ সুলেমান খান। এ কারণেই এত আয়োজন।

চলতে-চলতে চারপাশে সতর্ক নজর রাখছে অশ্বারোহীরা, এমন কী সুলেমান নিজেও। কেবল ঝাণ্ডাধারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে। গাছপালার ফাঁকফোকরে লক্ষ তো রাখছেই, ঝোপঝাড়ও বাদ পড়ছে না। কোন্‌টার পিছনে ওত পেতে আছে গুপ্তঘাতক, কে বলতে পারে! ভবিষ্যৎ সুলতানের নিরাপত্তা বলে কথা!

বেশ কিছু দূর পর-পর বাঁক নিচ্ছে রাস্তাটা। অগভীর একটা নালা পড়ল পথে। গতি মন্থর করে কাদাটে পানি ভেঙে পেরিয়ে গেল দলটা। জলের ছল-ছলাত আওয়াজে নালার পারে শব্দ উঠল হুটোপুটির। অজানা আশঙ্কায় ঘাস-পাতার মধ্যে মুখ লুকাল ভীত গিরগিটি। উত্তেজনায় রং বদলে গেছে ওটার।

এক জায়গায় পাতলা হয়ে এল বৃক্ষের বসতি। আকাশ চোখে পড়ে। একটু-একটু করে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে গিয়ে ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে রোদ, ঝিকোচ্ছে এখন সূর্যটা। ভিজে-ভিজে আবহাওয়ার কারণে ধুলো উড়তে পারছে না তেমন, কিন্তু ধাবমান

BanglaBook.org

জানোয়ারগুলোর তুফান-গতি শুকনো পাতার দঙ্গলে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে।

তেজি ঘোড়া প্রত্যেকটাই। ক্লান্তির লক্ষণ নেই এক বিন্দু। একই ভাবে অক্লান্ত দায়িত্ব পালন করে চলেছে একটা বাজ পাখি। উঁচু বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে অনেক উপরে। নিচের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বাতাস কাটছে নিঃশব্দে।

এতগুলো পায়ের দাপটে ভূমিকম্প টের পেয়ে দুদ্দাড় ছুটে পালাল এক হরিণ ছানা। মায়ের বারণ অমান্য করে কাছছাড়া হওয়ায় পস্তাচ্ছে ওটা। কসম কাটল, ভালোয়-ভালোয় ফিরতে পারে যদি, কখনওই আর এ-রকম ভুল করবে না।

আবারও ঘন অরণ্যে প্রবেশ করল রাজকীয় দলটা। গাছগাছালি এখানে আরও নিবিড়। বড়-বড় গাছের কাণ্ড জড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করছে আগ্রাসী লতা। কোনও রকমে খেয়ে-পরে টিকে আছে পরবাসী গুল্ম। নির্বিবাদী ফার্নের ভিড়ে কীসের যেন কানাকানি। ধরিত্রী-মাতার সজীব গায়ের-গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

ইতোমধ্যে একদম সামনে চলে এসেছেন শাহজাদা। বাদামি ঘোড়াটা দৌড়ে পারেনি তাঁরটার সঙ্গে। অন্তত বিশ গজ পিছনে পড়েছে ওটা। আগে বাড়বার চেষ্টায় রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছে পতাকাবাহী অশ্বারোহীকে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো আরও একজন এগিয়ে গেল তাকে ফেলে।

প্রমাদ গুনল ঝাণ্ডাঅলা। চাকরিটা থাকলেই হয় এখন!

আচমকা রাশ টেনে ধরলেন সুলেমান। গতির তাড়নায় আরও খানিকটা এগিয়ে গেল কালো ঘোড়া দুলকি চালে। তারপর থামল চিঁহি রব তুলে। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে দৌড়াবার ফলে নাকের পাটা ফুলে-ফুলে উঠছে ওটার।

একটা হাত তুলে পিছনের লোকদের থামতে ইঙ্গিত করলেন

BanglaBook.org

সুলেমান। কিছু একটা অস্বাভাবিকতা টের পেয়েছেন তিনি। তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে, অদূরে যেখানটাতে মোড় নিয়েছে পথ। ঘাড় সামান্য কাত সুলতান-পুত্রের। চোখ সামান্য সরু। বনপথের ডান পাশে এখন চড়াইমতো, আর রাস্তাটা বাঁকও নিয়েছে ডান দিকে। বাঁক পেরিয়ে চলে যাওয়া ঢালের গায়ে গজিয়েছে গুচ্ছের গাছ। সে-জন্য বাঁকের ও-পাশে কী আছে, দেখা যায় না একটুও।

কিছু আছে ওই আড়ালে। সুলেমানের তীক্ষ্ণ কানকে ফাঁকি দিতে পারেনি অস্পষ্ট আওয়াজটা— ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ। এক মুহূর্ত পর বুঝতে পারলেন, ঘোড়া একটা নয়, একাধিক। অনুমান করবার চেষ্টা করছেন, ঠিক ক'টা হতে পারে। কাজটা কঠিন।

সুলতানজাদার পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে বাদ বাকি ঘোড়সওয়ারেরা। কুকুরগুলোও আগে বাড়ছে না আর। ন্যাড়া একটা গাছের ডালে গিয়ে বসেছে পোষা বাজ।

হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেছে যেন সমস্ত বন। বাতাসে অদ্ভুত একটা শিরশিরানি। না, ভুল হলো... আগন্তুক ঘোড়াগুলোর পায়ের আওয়াজ জোরাল হচ্ছে। এ-দিকেই আসছে অশ্বারোহীরা।

কারা? শত্রু নয় তো?

স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলেন সুলেমান। কাছাকাছি হয়ে এসেছে মোটা দুই ভুরু। হঠাৎ ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ইব্রাহিম পারগালির দিকে।

তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে ইব্রাহিম। দু'জনের চোখেই প্রশ্ন।

নির্জন পথটায় এখনও দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কিন্তু পদধ্বনি কাছিয়ে আসছে ক্রমশ।

আর অপেক্ষা করা যায় না। হাত-ইশারায় নিজেদের লোকদের নির্দেশ দিল ইব্রাহিম।

কী করতে হবে, জানে ওরা। অর্ধেক লোক নেমে পড়ল

BanglaBook.org

ঘোড়ার পিঠ থেকে। দৌড়ে গাছের আড়ালে সতর্ক অবস্থান নিল ওদের কয়েক জন। ঝটপট এক হাঁটু রাস্তার উপর ঠেকিয়ে তিনজন বসল এক সারিতে, যার-যার তীর-ধনুক তাক করল অচেনা আগন্তুকদের উদ্দেশে। এক তীরন্দাজ শুধু ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে। সবার কোমরে তূণ ভর্তি তীর।

ইব্রাহিম পারগালিও নেমে এসেছে ঘোড়া থেকে। পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াল যুবরাজ সুলেমানের ঘোড়াটার পাশে। উদ্বেগ ভরা দৃষ্টিতে তাকাল ওটার সওয়ারির দিকে।

নিথর পাথর সুলেমান। চোখ জোড়া সেঁটে আছে সামনে।

চোখ তুলে আকাশের দিকে চাইল ইব্রাহিম। চোখে পড়ল গাছের ডালে বসা বাজ পাখিটাকে। ওকে তাকাতে দেখেই কি না, উড়াল দিল ফের শিকারি বাজ। মাথা নিচু করে নেমে এল নিচের দিকে। সোজা এসে বসল ইব্রাহিম পারগালির শক্ত চামড়ার-দস্তানা পরা হাতে। ঝটপট শব্দে ডানা ঝাপটাল বার কয়েক। আঁকশির মতো আঙুলগুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছে মুনিবের বাঁ হাতের পাঞ্জা। উৎসুক চোখে চাইছে এ-দিক ও-দিক।

এবং আবারও উড়াল দিল পাখি। বলা ভালো, উড়িয়ে দেয়া হলো ওটাকে।

তীরন্দাজেরা ছাড়া আরও যে-সব সৈন্য বা দেহরক্ষী রয়েছে, কোমরে ঝোলানো তরবারি আর ছোরার বাঁটে হাত রেখে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এদের দু'-চারজন ঘোড়া থেকে নামেনি, একজন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গেছে সুলেমানের আরেক পাশে। চোখে প্রত্যয়। যে-কোনও মূল্যে রক্ষা করবে রাজপুত্রকে।

অবশেষে অবসান হলো উৎকণ্ঠার। বিলীয়মান কুয়াশা ভেদ করে দেখা দিল ওরা।

ওই তিনজনকে দেখে ঢিল পড়ল টান-টান হয়ে থাকা রক্ষীদের মাঝে। আগন্তুকদের লাল-কালো পোশাক আর মাথার

BanglaBook.org

অদ্ভুত খয়েরি টুপিই বলে দিচ্ছে, কারা ওরা।

সুলেমানের কপালের ভাঁজগুলো কাছাকাছি হলো। ইব্রাহিমেরও তা-ই। হঠাৎ কী হলো আবার, ভাবছে।

অশ্বারোহীত্রয় কাছে না আসা তক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল ওরা। যে যার অবস্থানে রয়ে গেছে এখনও— তেমনি অস্ত্রে হাত রেখে... লক্ষ্যভেদের ভঙ্গিমায়।

কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ঘোড়া থামাল রহস্যময় তিন আগন্তুক। তিনজনেই নেমে দাঁড়াল ঘোড়া থেকে। নেতা গোছের লোকটা এগিয়ে আসছে যুবরাজের বাহিনীর দিকে। বাম হাতে মুঠি করে ধরা কী যেন। তিন হাত তফাতে এসে এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল। হাতের জিনিসটা উঁচু করে ধরে রেখেছে।

ওটা একটা স্ক্রোল।

'মহানুভব,' বলল লোকটা মাথা নুইয়ে। 'ইকবাল আগা আমার নাম। সুলতানের অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধায়ক আমি। একটা পয়গাম এনেছি আপনার জন্যে। জনাব পিরি মাহমেদ পাশা পাঠিয়েছেন এটা।'

কথাগুলো বলবার সময় একটি বারের জন্যও চোখ তুলে তাকাল না আগন্তুক।

উজির সাহেব? ব্যাপারখানা কী! ব্যস্ত ভাবে ঘোড়ার জিন থেকে নেমে এলেন সুলেমান। দু'কদম আগে বাড়লেন।

তলোয়ারের হাতল থেকে হাত সরিয়ে ঘোড়ার ভার নিয়েছে যুবরাজের পাশে দাঁড়ানো লোকটা।

রক্ষীদের একজন দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল স্ক্রোলটা দূতের হাত থেকে। তারপর রাজকুমারের সামনে এসে নতজানু হলো সে-ও। মাথাটা নুইয়ে রেখে সামনের দিকে বাড়িয়ে আছে হাত জোড়া।

তার হাত থেকে স্ক্রোলটা নিলেন সুলেমান। একটা মুহূর্ত

BanglaBook.org

ভাবলেন কী যেন ওটার দিকে তাকিয়ে। তারপর সরে এলেন এক পাশে।

ইব্রাহিম পারগালির দৃষ্টি অনুসরণ করল তাঁকে।

ঢাকনা খুলে খোপ থেকে বের করলেন সুলেমান ভিতরের জিনিসটা। গোটানো কাগজটা খুলে পড়বার আগে আবারও এক মুহূর্ত কালক্ষেপণ।

পড়তে-পড়তে মেঘ জমল সুলেমানের ফরসা চেহারায়। ধূসর-সবুজ চোখে ঘনাল ছায়া। হঠাৎই খালি-খালি লাগছে বুকের ভিতরটা। ঈগলের চঞ্চুর মতো বাঁকা, সরু নাকটা কেঁপে-কেঁপে উঠল।

চেপে রাখা শ্বাস ফেললেন তিনি। উজ্জ্বল হতে থাকা সকালটা নিমেষে রং হারিয়েছে যেন।

উজির সাহেব লিখেছেন:

> অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি: আমাদের সকলের প্রিয়, মহান সুলতান সেলিম খান সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ সন্ধ্যায় সবাইকে ছেড়ে পরলোকগমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। করলু সেনা ছাউনিতে মাগরিবের নামাজ আদায়কালে ইন্তেকাল করেন তিনি। পরম করুণাময় তাঁর আত্মাকে জান্নাতবাসী করুন।
>
> এ অবস্থায় মহামান্য যুবরাজ সুলেমান খানের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রাজধানীতে ফিরে আসা...

ইব্রাহিম পারগালির দিকে ঘুরে চাইলেন সুলেমান।

BanglaBook.org

ধনুক-ভুরু তুলে নীরবে জিজ্ঞেস করল পারগালি: খারাপ কিছু?

জবাবে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শুধু সেলিমের পুত্র।

যা বুঝবার, বুঝে নিল অভিজ্ঞ পারগালি।

চেহারাটা করুণ হয়ে উঠল ওর। অকারণ কাঠিন্য ভর করল চোয়ালে। চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে যুবরাজের দিক থেকে।

একটা ভাবনা এই সময় ঘাই দিল তার মগজে। আপাদমস্তক কালো পোশাক রাজকুমার সুলেমানের পরনে। শোকের রং। কী আশ্চর্য ভাবে মিলে গেছে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে!

পরিস্থিতি!

হ্যাঁ! হঠাৎই সচেতন হলো ইব্রাহিম পরিস্থিতি সম্পর্কে। যুবরাজ তো আর যুবরাজ নেই!

ঘোড়ার জিনের সঙ্গে আটকানো সুলেমানের তরবারি। সড়াত করে খাপমুক্ত করল ও সেটা। দু'হাতের তালুর উপর রেখে হেঁটে গেল পিতৃহারা সুলেমানের কাছে। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ধুলোর মধ্যে। অবনত মস্তকে বাড়িয়ে ধরে আছে তলোয়ারটা।

'মহান সুলতান সুলেমান খান!' বিনম্র স্বরে অভিবাদন জানাল ও নতুন সুলতানকে। 'গোটা অটোমান সাম্রাজ্য আপনার অপেক্ষায়।'

তলোয়ারটার দিকে চাইলেন সুলেমান, ইব্রাহিমের দিকে। বাঁ হাতে পিতার মৃত্যু-সংবাদ। চট করে ডান হাতে উঠে এল ওঁর একান্ত প্রিয় অস্ত্রটা। শোক ছাপিয়ে আত্মগর্ব ভর করল বুকে।

উপস্থিত সবাই যে যার জায়গা থেকে ঘুরে গেছে সুলেমানের দিকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় ইব্রাহিম পারগালিকে অনুকরণ করল ওরাও।

বনভূমিও যেন নত হলো সুলতান সুলেমানের সম্মানে।

নিজের লোকদের দেখলেন সুলেমান। ওদেরকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে গেল দূরে।

BanglaBook.org

নিশ্চুপ সকালটায় আশ্চর্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছে মৃদু হাওয়া আর গাছের পাতার ঝিরিঝিরি।

আকাশের দিকে তাকালেন সুলেমান।

ভবিষ্যতের দিকে।

দুই

কৃষ্ণ সাগরে ভাসছে একটা জাহাজ।

রাতটাও ঘনঘোর, মেঘে ঢাকা।

জাহাজের খোলের মধ্যে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে কয়েকটা মেয়ে। অকাতরে ঘুমাচ্ছে।

গ্রাম্য পোশাক ওদের পরনে। সহজ-সরল, নিষ্পাপ এক ধরনের সৌন্দর্য প্রত্যেকের চেহারায়।

ঢেউয়ের দোলায় দুলছে ঘুমন্ত মেয়েগুলো।

জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। পরিবেশটা অসুস্থ। কিন্তু এমন গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে ওরা, বোঝাই যায়, ক্লান্ত ছিল খুব। গাদা করে রাখা মুরগির খাঁচা কিংবা গন্ধঅলা কাপড়চোপড়; মদের পিপে, তেলাপোকা কিংবা বাসন-কোসনের ঝন-ঝনাত— কোনওটাই ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না ঘুমে।

শেকল, ঝুড়ি, দড়িদড়া আর বাতিল জিনিসের স্তূপ এখানে, পর্যাপ্ত জায়গার অভাব।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল জাহাজের পাচকের

BanglaBook.org

সহকারী। মাথায় রুমাল বাঁধা। গলাতেও জড়িয়েছে লাল একটা রুমাল।

সঙ্গে করে একটা ডেকচি নিয়ে এসেছে সে। ইচ্ছা করেই মেঝেতে জোরে-জোরে জুতো পরা পা ফেলে হাঁটছে, শব্দে যাতে জেগে যায় মেয়েরা।

'খানা তৈরি!' হাঁক ছাড়ল সে বাজখাঁই গলায়। 'ওঠ! উঠে পড় সবাই! লাইন দিয়ে দাঁড়া!'

একটা তাকের উপর নামিয়ে রাখল পাতিলটা।

মাথায় কালো পাগড়ি জড়ানো আরেক লোক নেমে এসেছে খাবার 'পরিবেশনকারী'-র পিছু নিয়ে। বড়-বড় তিনটে বনরুটি এনেছে সঙ্গে। লোকটা আসলে পাহারাদার। মেয়েগুলোর মাঝে যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেটা নিশ্চিত করাই তার কাজ।

একজন-দু'জন করে উঠে বসছে মেয়েরা। চোখ কচলাচ্ছে। হাই তুলছে। ঘুম জড়ানো চোখে চাইছে এ-দিক ও-দিক।

পেল্লায় এক চামচ দিয়ে সুপের পাতিলে ঘুঁটা দিল খানসামা পাচক।

তাড়াতাড়ি করে যার-যার বাটি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হলো মেয়ের দল। দেরি করলে ভাগে কম পড়বে খাবার। মৃদু একটা শোরগোল উঠল ওদের মাঝে। অবশ্য অল্পক্ষণেই তৈরি করে ফেলল সারি।

কিছুক্ষণের জন্য টুং-টাং শব্দে ভরে উঠল জাহাজের নিচটা।

প্রতিটা রুটি অর্ধেক করে এক-এক টুকরো মেয়েগুলোর হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে পাহারাদার। হিসাবমতো সবগুলোই বিলি হয়ে যাবার কথা। তা হলে একটা রয়ে গেল কেন?

রুটি বিতরণকারীর বিরক্ত চোখ খুঁজে নিল বাদ পড়া মেয়েটাকে।

ঘুম থেকে উঠলেও খাবার নিতে যোগ দেয়নি সে। দুই হাঁটু

BanglaBook.org

বুকের সঙ্গে ভাঁজ করে দু'হাতে বেড় দিয়ে বসে আছে শোবার জায়গাটায়। মুখ গোঁজ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। ময়লা একখানা কম্বল জড়ানো গায়ে।

ঝামেলার গন্ধ পেয়ে ওর কাছে এল এক মেয়ে— মারিয়া। পাহারাদার লোকটা যে-রকম রগচটা, হয়তো না খাইয়েই রাখবে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারিণীকে।

'আলেক্সান্দ্রা!' মিনতির সুরে বলল মেয়েটা। 'ওঠ, ছুঁড়ি! খেয়ে নে! দেরি করিস না আর!'

লালচে-সোনালি চুলের আলেক্সান্দ্রা কথাটা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

'আলেক্সান্দ্রা!' আবারও ডাকল মারিয়া। এ-বারে আগের চাইতে জোরে। আলেক্সান্দ্রা মুখ তুলে চাইতে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে পড়ল ওর সামনে। কাঁধের উপরে রাখল একটা হাত। স্বর নরম করে বলল, 'উঠে পড়, সোনা, উঠে পড়!' মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে এখন। 'নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ আছে কোনও? অসুখ করবে তো! ...আয়, খেয়ে নিই।'

'হ্যাঁ।' আরেক মেয়ে এসেছে আলেক্সান্দ্রাকে মনাতে। 'দেরি করলে আবার...'

'ঘেন্না করি তোদের!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ফুঁসে উঠল আলেক্সান্দ্রা। 'লজ্জা করে না, অপমানদের নোংরা সুপ গিলছিস?'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে।

'মরে গেলেও ওই জিনিস মুখে তুলব না আমি!' সাফ জানিয়ে দিল বিদ্রোহী মেয়েটা।

'শ্‌শ্‌শ্‌...!' ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে মিনতি করল ওকে মারিয়া।

'অ্যাই, কী হয়েছে, রে!' গোলমাল শুনে ধমক দিল পাচকের

BanglaBook.org

সহকারী।

উত্তরোত্তর বিরক্তি বাড়ছিল পাহারাদারের। এ-বারে ছিটকে এগোল ও আলেক্সান্দ্রাকে শায়েস্তা করবে বলে। বড্ড বাড় বেড়েছে মেয়েটার।

ধাক্কা দিয়ে মারিয়াকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল পাহারাদার। খপ করে পাকড়াল আলেক্সান্দ্রার বাহু। 'বেয়াদপ' মেয়েটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে-হিঁচড়ে খাড়া করিয়ে দিল পায়ের উপর। দাঁতে দাঁত চেপে হুমকি দিল: 'ওঠ, শালী! ...খাবি না, না? খাবার তোর গলা দিয়ে ভরব!'

'কুত্তা!' গালি দিল আলেক্সান্দ্রা। 'ছাড়, বলছি! কত্ত বড় সাহস, গায়ে হাত দেয়! খুন করে ফেলব আমি তোকে!'

কিন্তু ধস্তাধস্তিই সার। এক চুল শিথিল হলো না পাহারাদারের বজ্রমুষ্টি।

'কী বললি!' চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে লোকটার। 'কী করবি তুই?'

'খুন! খুন! জানে মেরে ফেলব, নোংরা আবর্জনা!'

থোক করে এক দলা থুতু ছুঁড়ে দিল আলেক্সান্দ্রা সামনে দাঁড়ানো লোকটার মুখে।

সভয়ে কেঁপে উঠল অন্য মেয়েরা। কী করল ও এটা! নির্ঘাত খুন করবে ওকে পাহারাদার।

করবে কী, কিংকর্তব্যই ভুলে গেছে লোকটা। এমন কিছু যে ঘটতে পারে, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি ও। এত স্পর্ধা!

সংবিৎ ফিরে আসতেই চড় কষাল সপাটে মেয়েটার গালে।

থাপ্পড় খেয়ে তাকের উপরে গিয়ে আছড়ে পড়ল দুর্বল আলেক্সান্দ্রা।

উচিত শাস্তি দেয়া হয়েছে, ভাবল পাহারাদার। ক্রূর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে। পরক্ষণেই মুছে গেল

BanglaBook.org

হাসিটা।

নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আলেক্সান্দ্রা। ফরসা গালে চার আঙুলের দাগ স্পষ্ট। কিন্তু চড় খেয়েও তেজ এতটুকু কমেনি মেয়েটার। ফুঁসছে সে সাপের মতো। হাতে রুটি কাটবার ছুরিটা।

চাকু মারবার ভয় দেখাল আলেক্সান্দ্রা।

এক পা পিছাতে বাধ্য হলো পাহারাদার। ভড়কে গেছে ও মেয়েটার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে।

অন্য মেয়েরা শঙ্কায় জড়সড়।

লোকটার দিকে তেড়ে যাবার ভঙ্গি নিল আলেক্সান্দ্রা। 'আয়, দেখি! মোরব্বা বানিয়ে ফেলব, নেড়ী কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!'

আবারও বাতাসের গায়ে ছুরি চালাল সে।

ঠিক তখুনি বাতাসে শিস কাটল একটা চাবুক। হ্যাঁচকা টান পড়ল চাকু ধরা হাতে।

তাল সামলাতে পারল না আলেক্সান্দ্রা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও মেঝেতে পিঠ দিয়ে। চাকুটা ছুটে গেল হাত থেকে।

মওকা পেয়ে মেয়েটার উপরে চড়াও হলো পাহারাদার।

পাচক আর সে— দু'জনে মিলে ধরে দাঁড় করাল ওকে। আর যাতে সুযোগ না পায়, সে ব্যাপারে সতর্ক। মুখ দিয়ে সমানে গালির তুবড়ি ছুটছে পাহারাদারের।

'বেঁধে ফেলো ওকে!' কঠোর গলায় হুকুম দিল আলেক্সান্দ্রার অলক্ষে উদয় হওয়া তৃতীয় লোকটা। সে-ই চাবুক চালিয়েছে। 'কিচ্ছু খেতে দেবে না... এমন কী পানিও!'

জাহাজের একটা খাম্বার সঙ্গে ঠেসে ধরা হলো আলেক্সান্দ্রাকে। জোরাজুরি করে লাভ হলো না, শক্তিশালী বাঁধন থেকে নিজেকে ছোটাতে ব্যর্থ হলো মেয়েটা। পিছনে নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলা হলো ওর হাত জোড়া।

BanglaBook.org

আলেক্সান্দ্রার হয়ে কাকুতি-মিনতি করছে মারিয়া, দয়া ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু ওতে মন গলল না লোকগুলোর।

'মেরে ফেল আমাকে! ছুঁড়ে ফেলে দে সাগরে! বাঁচতে চাই না আমি আর!' কান্নায় ভেঙে পড়ল আলেক্সান্দ্রা।

ওর কথায় কর্ণপাত করল না কেউ।

'খোদার গজব পড়বে তোদের উপরে!' কাঁদতে-কাঁদতে অভিশাপ দিল মেয়েটা।

তিন

যথা সময়ে অভিষেক হলো নতুন সুলতানের। ইস্তাম্বুলের নীল আকাশে সে-দিন ঝকঝকে রোদ।

অনুষ্ঠানে মায়ের বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করানো কাফ্‌তান[১] গায়ে চড়ালেন সুলেমান।

হাফসা সুলতানের গর্ভে জন্ম তাঁর চৌদ্দ শ' চুরানব্বুই সালের শরৎ কালে।

ষোলো বছর বয়সে মানিসা প্রদেশের দেখভাল করবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সুলেমানের উপর। আর আজ... দশম সুলতান তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের।

'অসংখ্য শুকরিয়া খোদার কাছে,' সুলতানের অনুপস্থিতিতে

[১] কটিবন্ধনযুক্ত প্রশস্ত পরিচ্ছদ বিশেষ।

BanglaBook.org

বলল এক সভাসদ। 'নিরাপদেই ফিরে এসেছেন তিনি রাজধানীতে। পথে যদি কোনও বিপদ হতো?'

'এমন চিন্তা মনে আনাও পাপ,' মন্তব্য প্রধান উজিরের।

'তেমন খারাপ কিছু ঘটলে কী আর হতো!' বলল নৌ-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জাফর আগা। 'সুলতান সেলিমের তো আরেক পুত্র আছে। ইরেশের কথা মনে নেই আপনাদের, যাকে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে? বলা যায়, অনেকটা নির্বাসিত জীবন যাপন করছে সে পুবের প্রদেশগুলোতে।'

'স্থান-কাল বুঝে কথা বলবেন দয়া করে,' বলল প্রবীণ এক সভাসদ। 'জিভ কিন্তু মারাত্মক অস্ত্র। জিভের সঠিক প্রয়োগে যুদ্ধ যেমন থামিয়ে দেয়া যায়, তেমনি আবার বেফাঁস মন্তব্যের জন্যে গর্দান খোয়ানোরও ঝুঁকি থাকে।'

জোঁকের মুখে লবণ পড়ল যেন। কালো হয়ে গেল জাফর আগার মুখের চেহারা।

ভ্যাটিকান প্রাসাদেও পৌঁছে গেল খবরটা।

সেলিমের মৃত্যু এবং সুলেমানের সিংহাসনে আরোহণকে তুলনা করলেন পোপ সিংহের বিদায় আর ভেড়ার আগমনের সঙ্গে।

BanglaBook.org

চার

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে কখন যে চোখ দুটো লেগে এসেছে, বলতে পারবে না আলেক্সান্দ্রা।

অতীতে ফিরে গেছে ও। অভিশপ্ত সেই দিনটাতে। অথচ দিনটা ছিল আর-দশটা রোববারের মতোই স্বাভাবিক।

চার্চরুমে জড়ো হয়েছিল ওরা। বেঞ্চিতে বসে শুনছিল সাপ্তাহিক অধিবেশন।

দুই প্রেমিক-প্রেমিকার অবশ্য মন ছিল না ওতে। আলেক্সান্দ্রা আর লিয়ো। ভরা হাটের মধ্যে গুজগুজ-ফুসফুস ওদের চলছিলই।

টের পেয়ে গিয়ে কয়েক বার সতর্ক করেন আলেক্সান্দ্রার মা।

কিন্তু তাঁর বিরক্তিকে থোড়াই কেয়ার রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর কপোত-কপোতীর। উলটো ভদ্রমহিলাকে আরও রাগিয়ে দিতে হেসে ফেলছিল ওরা ক্ষণে-ক্ষণে। আশপাশের লোকজনের ভ্রুকুটির সামনে সেটাকে সামাল দিতে গিয়ে আবার কেলেঙ্কারি অবস্থা।

স্বয়ং যিশুও যেন প্রশ্রয়ের হাসি হাসছিলেন তেলরঙে আঁকা বিশাল পোর্ট্রেটটি থেকে।

সুখ সইল না। অকস্মাৎ গির্জা আক্রমণ করল তাতার দস্যুরা। হা-রে-রে-রে করতে-করতে বানের পানির মতো ঢুকতে লাগল হল-ঘরে।

BanglaBook.org

মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। ভয়ে, আতঙ্কে কে যে কোন্ দিকে পালাচ্ছে, নিজেরাও জানে না। জানে শুধু: সাক্ষাৎ যম হিংস্র চেহারার ওই ডাকাতগুলো। ওদের হাতে পড়লে...

বেশির ভাগই পালাতে পারেনি। শান্ত, সমাহিত উপাসনালয় চোখের পলকে পরিণত হলো বধ্যভূমিতে।

পাইকারি হারে মারা পড়ছিল গ্রামবাসীরা, নির্বিচারে। চিৎকার, কান্না আর আর্তনাদে নরক তখন গুলজার।

'জানোয়ার!' ঘুমের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সান্দ্রা। সঙ্গে-সঙ্গে এক বালতি পানির ঝাপটায় জেগে উঠল ধড়মড় করে।

নাকে-মুখে পানি যাওয়ায় বেদম কাশছে মেয়েটা। খাবি খাওয়ার মতো করে দম নিচ্ছে। চোখ পিটপিট করে দেখল সামনে দাঁড়ানো মূর্তিমান দুই বিভীষিকাকে।

ঠকাস করে বালতি নামিয়ে রাখল পাহারাদার। খপ করে চেপে ধরল আলেক্সান্দ্রার চুলের মুঠি। রাগে গরগর করছে।

'কী বললি!' চুল ধরা হাত ঝাঁকি দিল লোকটা। 'কাকে জানোয়ার বলছিস তুই, হারামজাদী! আমাদেরকে? মাফ চা... জলদি মাফ চা, বলছি!' ফের ঝাঁকি দিল সে চুল ধরা হাতে।

ব্যথায় ককিয়ে উঠল আলেক্সান্দ্রা।

'দোহাই লাগে!' সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে মারিয়া। হাঁটু গেড়ে বসে জোড়হাতে বলল, 'আপনাদেরকে জানোয়ার বলেনি ও। বিশ্বাস করুন! তাতারদের কথা বলছে। তার পরও ওর হয়ে মাফ চাইছি আমি।' তাকাল হাত-বাঁধা মেয়েটার দিকে। 'আলেক্সান্দ্রা! বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! মরণ ডেকে আনতে চাস নাকি আমাদের?' শাসনের সুর ওর গলায়।

'মরণ!' কথাটা ধরল আলেক্সান্দ্রা। 'মরণের আর আছেটা কী!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'বাপ-মা-ছোট্ট বোনটাকে মরতে দেখলাম চোখের সামনে... আর লিয়ো... ওর কী হয়েছে, কে জানে...

BanglaBook.org

বেঁচে আছে, না মরে গেছে... জিন্দেগিতে আর কোনও দিন দেখতে পাব কি না... এই জীবনটাকে তুই বেঁচে থাকা বলিস?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই পাহারাদার। চুল ছেড়ে দিয়েছে প্রথম জন। নরম হয়ে এসেছে লোকটার দৃষ্টি।

'হতভাগিনী আমি... মরলাম না কেন সে-দিন?' শেষ হয়নি এখনও আলেক্সান্দ্রার বক্তব্য। 'মরলে তো বেঁচে যেতাম। ক্রিমিয়ার বাজারে বিক্রি হতে হতো না...'

কাঁদতে আরম্ভ করল মেয়েটা। 'দুনিয়ায় প্রিয় আর আপন বলতে কেউ রইল না আমার!' কাতর চোখে তাকাল ও কঠিন দুই পুরুষের দিকে। 'দোহাই তোমাদের! মেরে ফেলো আমাকে! বাঁচতে চাই না আমি আর!'

গভীর বিষাদ মেয়েদের চোখে। আলেক্সান্দ্রার মতোই জলে ভাসা পদ্ম ওরা। কিন্তু কী করবে... মেনে নিয়েছে নিয়তিকে।

বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে চাবুক-হাতে লোকটা। নরম গলায় বলল, 'কাঁদিস না। ...অ্যাই, বাঁধন খুলে দাও এর। গন্তব্য এসে গেছে।'

ছাড়া পেয়েই কবজি ডলতে লাগল আলেক্সান্দ্রা।

'কোথায় এসেছি, হুজুর?' বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইল মারিয়া।

জবাব পেল না।

পোর্টহোলের কাছে ভিড় করেছে মেয়েগুলো। পায়ে-পায়ে এগোল আলেক্সান্দ্রাও।

চাঁদনি রাতের পটভূমিতে একাধিক জাহাজ ভাসছে সাগরে। কোনও-কোনওটা নোঙর করে আছে বন্দরে। দিগন্ত জুড়ে বন্দরনগরীর কালো, আধা-স্পষ্ট অবয়ব। মিটমিটে আলো জ্বলছে কোথাও।

কিন্তু ও-সব দেখছে না আলেক্সান্দ্রা। ওর দৃষ্টি দূর-আকাশে।

BanglaBook.org

আকাশ আলো করে দিয়েছে রং-বেরঙের আতশবাজির ফোয়ারা।

ঠিক সেই সময়ই নিজের প্রাসাদের ঝুলবারান্দায় বসে আতশবাজির ফুলঝুরি উপভোগ করছিলেন সুলেমান।

আয়েশ করে গদি-আঁটা লম্বা কেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছেন সুলতান। বারান্দায় কেবল তিনি আর ইব্রাহিম।

নানান আকারের বেশ কয়েকটা মোম জ্বলছে কোনায়-কোনায়। নরম আলো বিলাচ্ছে। তেলের প্রদীপ আর মশালও রয়েছে বারান্দায়।

'ইব্রাহিম,' বললেন তৃপ্ত সুলতান। 'আজকের এই দিনটার জন্যেই এত দিনের অপেক্ষা, তা-ই না? এত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রক্তপাতের পরেও যে টিকে আছি, এই তো ঢের।'

মৃদু হেসে সায় দিল ইব্রাহিম। 'সামনের দিনগুলো হবে আরও তাৎপর্যপূর্ণ... আরও জাঁকাল, জাঁহাপনা। মহামতি আলেকজাণ্ডারের চেয়েও বড় সম্রাট হয়ে উঠবেন আপনি... ঠিক যেমনটা আপনার স্বপ্ন। আপনি হলেন আমাদের সময়ের আলেকজাণ্ডার।'

'স্বপ্নটা তো তুমিই ঢুকিয়েছ আমার মাথায়,' হেসে বললেন সম্রাট। থোকা থেকে একটা আঙুর ছিঁড়ে মুখে পুরলেন। ফলমূল, ইত্যাদি আর সুরার পাত্র তাঁর সামনে। বড় একটা শ্বাস ফেললেন রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে। 'দেখা যাক, ভাগ্য কী লিখে রেখেছে আমাদের জন্যে।'

এই সময় এক ভৃত্য এসে খবর দিল, বিরক্ত না হলে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন প্রধান উজির।

'আসতে বলো,' মৃদু হেসে অনুমতি দিলেন সুলেমান। ঠোঁটের কোনা মুছলেন বাহারি রুমালে।

BanglaBook.org

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল ইব্রাহিম। চলে যেতে নিচ্ছিল, ইশারায় থাকতে বললেন ওকে সুলেমান।

সুলতানের সামনে হাজির হয়ে বিনীত সম্মান দেখালেন বৃদ্ধ পিরি পাশা। তারপর শ্বেত পাথরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'জনাব সুলতান, প্রাচীন রেওয়াজ অনুযায়ী রাজকীয় সিলমোহর ফিরিয়ে দিতে এসেছি আপনাকে।' মাথাটা নুইয়ে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি জিনিসটা। 'গ্রহণ করে আমাকে আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয়।'

ভক্তি ভরে উজির সাহেবের হাতটা ধরলেন সুলেমান। 'কিন্তু আমিও যে উজির হিসাবে পাশে চাই আপনাকে!'

মাথা তুললেন বৃদ্ধ।

'আব্বার প্রতি আপনার আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত,' বলে চলেছেন সুলেমান। 'দারুণ সফলতার সাথে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ আপনার কাছে ঋণী, উজির চাচা। আমার ইচ্ছা, আপনি আপনার পদেই বহাল থাকুন।'

চোখ জোড়া চিকচিক করছে পক্বকেশ বৃদ্ধের। 'আপনার ইচ্ছাই শিরোধার্য, জাঁহাপনা। যে সম্মান আপনি আমাকে দিলেন...' গলাটা ধরে এল তাঁর। 'অশেষ কৃতজ্ঞ আমি আপনার কাছে।'

পেল্লায় সফেদ গোঁফের নিচে হাসি ফুটল এক চিলতে। সুলতানের জোব্বার ঝুলে চুমু খেলেন উজির পাশা। কাপড়টা ছোঁয়ালেন চোখে।

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সুলেমানের মহানুভবতার সাক্ষী হলো ইব্রাহিম।

উঠে দাঁড়িয়েছেন উজির।

'আরেকটা কথা, পাশা সাহেব। ...ইব্রাহিমকে তো আপনি চেনেন...'

BanglaBook.org

সুলতানের পাশে দাঁড়ানো যুবককে দেখলেন পাশা।

মাথা নেড়ে কুর্নিশ করল তাঁকে যুবক।

'এখন থেকে ও হবে আমার একান্ত সচিব।'

সাদা ভুরুর জঙ্গল ঘন হলো উজিরের।

এ-দিকে অযাচিত এই সম্মান পেয়ে মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে ইব্রাহিমের। ঘোরের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসল ও, একই কায়দায় চুমু খেল সুলতানের জোব্বায়।

হেসে ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন সুলেমান। তাকালেন উজির সাহেবের দিকে।

পিরি মাহমেদ পাশার মুখখানা গম্ভীর।

স্পষ্ট বুঝতে পারলেন সুলেমান, বিষয়টা পছন্দ হয়নি ওঁর।

BanglaBook.org

পাঁচ

সুলতানের হেরেমখানা।

নতুন আসা মেয়েদের দেখছে মক্ষিরানি দায়া।

ছোট-ছোট দলে ভিড় করেছে পুরানো মেয়েরাও। কৌতূহল নিয়ে দেখছে নতুনদের।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিচ্ছে হেরেম পরিচালিকার সহকারী নিগার। 'কাতার ভাঙবে না।'

সারিটার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল মেয়েটা। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল দু'-একজন। থুতনি ধরে উঁচু করে দিল ওদের

মুখটা। এ-দিক ও-দিক তাকানোর কারণে হালকা চাপড় খেল আলেক্সান্দ্রা।

হাসাহাসির শব্দে বিরক্ত হয়ে উপরে তাকাল দায়া।

উপরের ব্যালকনিতেও জড়ো হয়েছে মেয়েদের একটা দঙ্গল। উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছে ওরা হেরেমের নতুন সদস্যদের।

'সেরেফ ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে আনা হয়েছে বোধ হয় এগুলোকে,' বারান্দা থেকে মন্তব্য করল একজন। 'আমাদের সুলতানের মনোরঞ্জন করার সৌভাগ্য কি এদের হবে? মনে তো হচ্ছে না।'

কথাটা কানে গেছে দায়ার। তির্যক দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে আছে সে উপর দিকে। পাশে দাঁড়ানো সুমবুল আগাকে বলল, 'ওদের চুপ করতে বলো, আগা।'

'মেয়েরা!' দু'কদম আগে বাড়ল মেয়েলি স্বভাবের যুবক। 'উপরে আসতে হবে আমাকে? যাও, নিজেদের ঘরে যাও!'

কপট এই শাসানিতে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েগুলো। তাতে সুমবুল গেল রেগে। নিচে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল সে ভাঁড়ের মতো।

এক-এক করে প্রত্যেকটি মেয়ের কাছে গেল দায়া। প্রত্যেকের চেহারা দেখল ভালো করে। যাকে মনে ধরছে, কাতার থেকে আলাদা করে ফেলছে তাকে।

আলেক্সান্দ্রার কাছে এসে সূক্ষ্ম তারিফের দৃষ্টি ফুটল মহিলার চোখে।

রাগী চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

ওকেও ঠেলে দিল দায়া বাছাই করা মেয়েদের দলে।

'গোসলে পাঠাও এদের,' নিগারকে নির্দেশ দিল দায়া। 'হেকিম সাহেবাকে খবর দাও।'

সাহায্য করতে এগিয়ে এল আগা। হাত ধরল সে

BanglaBook.org

আলেক্সান্দ্রার।

কিন্তু গোঁয়ার মেয়েটা যাবে না।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

জঘন্য কয়েকটা গালি দিল আলেক্সান্দ্রা ওর মাতৃভাষায়।

ওই সময় কামরার বাইরে দিয়ে যাচ্ছিলেন রাজমাতা হাফসা সুলতান ও তাঁর মেয়ে হাফিজা। ভিনদেশি ভাষা কানে যেতে থেমে নিচে তাকালেন তিনি দোতলার ঝুল-করিডোর থেকে। স্বাভাবিক কৌতূহলে জানতে চাইলেন, 'কী হচ্ছে ওখানে? এত গোলমাল কীসের?' নিচের কামরার ঘুলঘুলি দিয়ে আবছা দেখতে পাচ্ছেন তিনি ভিতরের দৃশ্য।

'নতুন কয়েকটা মেয়ে এসেছে, বেগম সাহেবা, আমাদের সুলতানের জন্যে,' বলল এক বাঁদি। 'ক্রিমিয়া থেকে... একজন এমন ঘাড়ত্যাড়া!'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন হাফসা। 'যা তো! ওকে আমার কাছে পাঠাতে বল।'

রাজমাতার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে আলেক্সান্দ্রাকে। সঙ্গে এসেছে দায়া।

অবাধ্য মেয়েটাকে দু'পাশ থেকে শক্ত করে ধরে আছে দুই প্রহরী। ছাড়লেই ছুটে পালাবে যেন।

'ছেড়ে দে আমাকে! যেতে দে এখান থেকে!' বলে তড়পাচ্ছে আলেক্সান্দ্রা।

প্রহরী দু'জন ওর কাঁধ চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল সুদৃশ্য গালিচার উপরে।

'অ্যাই, চেঁচাবি না! একদম বন্ধ মুখ!'

কথাটা শুনে ছটফটানি বন্ধ হয়ে এল আলেক্সান্দ্রার। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে হাফসা সুলতানের দিকে। কারণ, কথাটা

BanglaBook.org

মহিলা বলেছে রাশান ভাষায়।

'শান্ত হ, বেটি,' শান্ত গলায় বললেন হাফসা। এক দৃষ্টিতে দেখছেন মেয়েটাকে, ওর রূপ দেখে অভিভূত।

'জোর করে এই নরকে নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে!' কাতর কণ্ঠে বলল আলেক্সান্দ্রা। 'দয়া করুন, জনাবা! বাঁচান আমাকে এদের হাত থেকে! আপনার ক্ষমতা আছে... ধনী... আপনিই পারেন আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে। ওদেরকে বলুন, যেন ছেড়ে দেয় আমাকে। নয় তো আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় থাকবে না।'

মন দিয়ে কথাগুলো শুনলেন হাফসা। তারপর শাণিত গলায় বললেন, 'শুনে রাখ, মেয়ে, সুলতান সুলেমানের সম্পত্তি এখন তুই। এক মাত্র তার উপরেই নির্ভর করছে তোর বাঁচামরা। ...অ্যাই, নিয়ে যা একে!'

মুহূর্তে স্বরূপে ফিরে এল আলেক্সান্দ্রা। গলা ফাটিয়ে বলতে লাগল, 'আমি কারও সম্পত্তি নই! ...সাবধান করে দিচ্ছি! কেউ আমার দিকে নোংরা হাত বাড়ালে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেব সব কিছু! ...ছেড়ে দে, শয়তান! ছেড়ে দে! যেতে দে আমাকে এখান থেকে!'

টেনে-হিঁচড়ে ওকে দরজার দিকে নিয়ে যেতে লাগল প্রহরীরা।

রাজমাতার দিকে ফিরে চাইল দায়া। দুঃখিত গলায় বলল, 'মার্জনা করুন, বেগম সাহেবা! একটু সময় দিন। ঠিক সিধে করে ফেলব হারামজাদীকে!'

'কথা যদি না শোনে,' নির্দয়ের মতো বললেন হাফসা। 'শাস্তি দিতে একটুও কার্পণ্য করবে না, দায়া!'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, বেগম সাহেবা।'

দরজার দিকে পিছিয়ে বেরিয়ে গেল দায়া।

BanglaBook.org

ছয়

ইব্রাহিমের পিছু-পিছু নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলেন সুলেমান। সঙ্গে-সঙ্গে কামরায় যে যেখানে ছিল, জায়গায় জমে গিয়ে নিচু করল মাথা।

সুলতানের মুগ্ধ দৃষ্টি ঘুরে এল সারাটা ঘরে।

মিষ্টি স্বপ্ন নেমে এসেছে যেন বিরাট কামরাটায়। মখমলের গালিচা, ফিনফিনে পরদা, মোমদানিতে মোম আর লণ্ঠনের কোমল আলো, মাথার উপরে ঝুলছে ঝাড়বাতি, দেয়ালে উদর-নৃত্যের ভঙ্গিমায় লাস্যময়ী নর্তকী, লাল চাদর বিছানো সোনার পালঙ্ক আর পালকের বালিশ... আরব্য রজনির কোনও দৃশ্য যেন।

টালি বসানো দেয়ালগুলোয় উষ্ণ আলোর আল্পনা। ফুল-লতাপাতার ছবি আঁকা টালিগুলোর কিনারা বরাবর, বাগানের চেহারা দিয়েছে ঘরটাকে।

খিদে পায় যদি, সে-জন্য হালকা খাবারের ব্যবস্থা বিছানার পাশে। আর মদিরা তো রয়েছেই।

ইব্রাহিমের ইঙ্গিতে ধীর পায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল নিগার। পিছু নিল ওর সঙ্গে ঘর গোছাতে আসা দুই হেরেম-নন্দিনীর একজন।

ভীরু চোখে ওদের বেরিয়ে যেতে দেখল অন্য মেয়েটা। আজকেই প্রথম এসেছে সে সুলতানের শোবার ঘরে। চকিতে

BanglaBook.org

চাইল একবার মালিকের দিকে। তারপর মাথা নিচু করে দরজার দিকে রওনা হলো সে-ও।

'দাঁড়াও,' আদেশ নয়, অনেকটা অনুরোধের সুরে বললেন সুলেমান। ধীরে সুস্থে কাছে এলেন মেয়েটির।

কাঁপছে ও ভীত হরিণীর মতো। ঘন-ঘন ঢোক গিলছে।

ইব্রাহিমের দিকে তাকালেন সুলেমান।

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে কুর্নিশ করে কামরা ত্যাগ করল সে-ও।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল দ্বাররক্ষীরা।

মুখের কাছে এসে পড়া মেয়েটির অবাধ্য চুলগুলো দু'হাতে পিছনে সরিয়ে দিলেন সুলেমান।

অপূর্ব সুন্দরী।

'নাম কী তোমার?' মদির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আ-আয়েশা, জাঁহাপনা!' বলেই ভাবাবেগের ঠেলায় সুলতানের পায়ে পড়ল মেয়েটা।

দরাজ হাসি দেখা দিল সুলেমানের মুখে।

চিবুক ধরে তুললেন তিনি আয়েশাকে। চোখ রাখলেন চোখে।

পাতলা ঠোঁট জোড়া কাঁপছে থরথর করে। ভারী হয়ে এসেছে শ্বাস-প্রশ্বাস। সমস্ত অঙ্গ বিবশ। পা জোড়া যেন আর ভার বইতে পারছে না শরীরের। এ অবস্থায় ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল আয়েশার ঠোঁট আর আধবোজা চোখে।

গা-খোলা পোশাক পরা মেয়েটা যেন আগুন, চুম্বকের মতো টানছে সুলেমানকে। ওর গায়ের শুকনো জুঁই ফুলের সুরভী যেন আকর্ষণ করছে তাঁকে মধুলোভী পতঙ্গের মতো।

নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে এসেছে সুলেমানের। রক্তে আদিম বান।

আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈরি হলেন তিনি।

BanglaBook.org

সাত

হেরেমের হাম্মামে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন মেয়েদের। গায়ে শুধুমাত্র তোয়ালে জড়ানো।

একজন-একজন করে প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছে 'হেকিম সাহেবা', অর্থাৎ মেয়ে-মহলের চিকিৎসক। চোখ, চুল, দাঁত, নখ, এমন কী তোয়ালে খুলে বুক, পেট, নাভি পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখছে।

আলেক্সান্দ্রার পালা যখন এল, দেখতে দিল ও টুঁ-শব্দটি না করে। কিন্তু যৌনাঙ্গ পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের সহকারী মেয়েটা ওর গায়ে হাত ছোঁয়াতেই বিস্ফোরিত হলো আগের মতো।

হেকিম সাহেবা আর সহকারী দু'পাশ থেকে জাপটে ধরল ওকে। এর বেলায় যে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, ইতোমধ্যে অবগত হয়েছে ওরা।

শুরু হলো টানা-হেঁচড়া। কিছুতেই ওর গোপন স্থানে হাত দিতে দেবে না আলেক্সান্দ্রা।

'আমরা কি জানোয়ার?' চেঁচিয়ে বলছে ও। 'ছাড়ো! ছাড়ো, বলছি! হাত সরাও গা থেকে! নইলে কিন্তু...' শাসাল ও তর্জনি তুলে। কিন্তু কী করবে, সেটা আর বলল না।

কাছেপিঠেই ছিল নিগার। চেঁচামেচি শুরু হতে দেখতে এল।

'আচ্ছা বেয়াড়া তো!' মন্তব্য করল হেরেম পরিচালিকার

BanglaBook.org

সহকারী। পাশের এক তোয়ালে জড়ানো মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'নাম কী ওর?'

'আলেক্সান্দ্রা... রুথেনিয়ান।'

কেন যেন বিচিত্র এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল নিগারের ঠোঁটের কোণে।

ঘুম আসছে না ইব্রাহিমের। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারের দিকে। অনেক স্মৃতি জাগিয়ে তোলা উথাল-পাথাল জোলো হাওয়ায় হু-হু করছে ওর বুকটা।

আদতে গ্রিক ও। ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে।

পারগার এক দরিদ্র জেলে পরিবারে জন্ম। মা ছিল ভেনিসীয়।

দশ বছর বয়সে বাপ-মা-ভাই-বন্ধুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয় ওকে। তারপর আর দেখেনি ওদের জিন্দেগিতে। ফেরা আর হবেও না ওদের কাছে কোনও দিন।

পুরানো ক্ষতের মতো পরানের গহীন কোণে জেগে আছে আজও পিতার আকুতি, মায়ের বুক ফাটা কান্না, এক মাত্র ভাইটার অবোধ চিৎকার। চির-বিদায়ের মুহূর্তে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ওরা ওকে। কিছুতেই ছাড়বে না যেন। বিচ্ছিন্ন হবার আগমুহূর্তে কপোলে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়েছিল মা...

দীর্ঘশ্বাস।

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল ইব্রাহিমের। গলার কাছে দম আটকানো অনুভূতি।

নিজের আসল নাম ভুলে গেছে ইব্রাহিম। কিন্তু না... অশ্রুর দাগ এখনও শুকায়নি।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুলেমান। লক্ষ করেননি তিনি ইব্রাহিমকে।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ইব্রাহিমের। কিছুটা তটস্থ দেখাচ্ছে

BanglaBook.org

ওকে।

'জাঁহাপনা...' নিচু স্বরে ডাকল ও।

ঘাড় ফেরালেন সুলতান। দু'চোখে তাঁর ক্লান্তির ছাপ।

'আপনি জেগে আছেন এখনও!' কথা শেষ করল ইব্রাহিম।

ম্লান হাসলেন সুলেমান। 'বসফরাসের তাজা বাতাসের লোভে এলাম। যাচ্ছি একটু পরেই...'

সাগরের দিকে তাকাল ইব্রাহিম। তাকিয়েই রইল। ওখানে, ঢেউয়ের গায়ে ফসফরাসের ঝিলিমিলি।

'তোমার কি মন খারাপ?' জানতে চাইলেন সুলেমান। 'কোনও কিছু চাওয়ার থাকলে বলো।'

'কী আর চাইব, জাঁহাপনা!' হেসে বলল ইব্রাহিম। 'আজ যে সম্মান আমাকে দিলেন...'

'হুম। আচ্ছা, ইব্রাহিম, বিয়েশাদির কথা কিছু ভেবেছ? নিজের একটা পরিবার গড়ার ইচ্ছা হয় না?'

জবাব দিতে দু'মুহূর্ত সময় নিল ইব্রাহিম। 'আমার... আমার তো পরিবার আছে, জাঁহাপনা।'

'আচ্ছা?' অবাক হলেন সুলেমান। 'পরিবার আছে তোমার, আর আমি জানি না?'

'আসলে,' ইতস্তত করে বলল ইব্রাহিম। 'আপনি একদিন বলেছিলেন, আমি আপনার ভাইয়ের মতো। ...মানে, আপনিই আমার পরিবার, জাঁহাপনা।'

আন্তরিক খুশি হলেন এ কথায় সুলেমান।

'শুভ রাত্রি, ইব্রাহিম।'

'শুভ রাত্রি, জাঁহাপনা।'

গোসল শেষ।

মেয়েদেরকে ওদের শোবার জায়গায় নিয়ে এসেছে নিগার।

BanglaBook.org

যার-যার রাতপোশাক পেল ওরা বিছানায়। ওগুলো পরে নিয়ে বলা হলো বিছানায় যেতে।

যথারীতি এ-বারও গোয়ার্তুমি করল আলেক্সান্দ্রা। রাগ দেখাবার জন্য বিছানা থেকে তুলে মেঝেতে আছড়ে ফেলল ওর পোশাকটা।

কাছেই ছিল দায়া। ব্যাপারটা সহ্য করল না মাঝবয়সী মহিলা। একগুঁয়ে মেয়েটার কাছে এসে চিবিয়ে বলল, 'আলেক্স, না আলেক্সান্দ্রা— কী যেন নাম... মেরে তোর হাড্ডি একদম গুঁড়ো করে দেব!'

রাগে থমথম করছে মক্ষিরানির মুখ। হাতের ছড়িটার হাতল দিয়ে ঠেলা মারল আলেক্সান্দ্রার কাঁধে। 'তোল কাপড়টা!'

কানেই তুলল না আলেক্সান্দ্রা। পাথরের মূর্তির মতো স্থির নিষ্কম্প দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হেরেম পরিচালিকার দিকে।

হার মানতে বাধ্য হলো দায়া। কী যেন রয়েছে এই মেয়েটার মধ্যে। চোখের আগুন শীতল হয়ে আসছে মহিলার।

এ-বারে তৎপর হলো নিগার। ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল আলেক্সান্দ্রাকে।

চোখে ভীতি নিয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে মেয়েরা।

সন্তুষ্টি ফুটল মক্ষিরানির চোখে।

'সবাইকে বলছি,' বলল ও। 'কান খুলে শুনে রাখো। বাড়াবাড়ির জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আমাদের এখানে। নতুন বলে মাফ পাবে না কেউ। কাজেই, সাবধান!'

'এটা তোপকাপি প্রাসাদ,' যোগ করল নিগার। 'অটোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। সবাই তোমরা সুলতান সুলেমানের সম্পত্তি। বুঝেছ?'

বাহু ধরে টেনে তুলল ও আলেক্সান্দ্রাকে। নিজের দিকে ফেরাল। 'রাশান ভাষায় যিনি কথা বলেছেন তোমার সাথে, জানো

BanglaBook.org

তিনি কে? বেগম সুলতানা। আমাদের সুলতানের আম্মা তিনি।'

'উনি আমাদের ভাষা জানেন!' ভয়ে-ভয়ে কথা বলল মারিয়া। 'কীভাবে?'

'ক্রিমিয়ার গিরাই খানের মেয়ে উনি,' জবাবটা দিল দায়া। 'তবে তোমাদের মতন দাসী হিসাবে আসেননি তিনি এখানে। আমাদের আগের সুলতানের সাথে বিয়ে হয়েছিল ওঁর।'

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না মহিলা। চলে গেল সেখান থেকে।

দ্রুত কয়েক বার হাততালি দিল নিগার। 'জলদি-জলদি পরে নাও কাপড়টা। আগামী কাল সবাই নতুন পোশাক পাবে।'

চকিতে চারপাশে তাকিয়ে এক ধারে টেনে নিয়ে এল ও আলেক্সান্দ্রাকে। চাপা গলায় বলল, 'খামোখাই ত্যাড়ামি করছ। আমরা সবাই-ই এখানে সুলতানের সম্পত্তি। কিন্তু ঠিক মতন চললে সারা জীবন বাঁদি হয়ে থাকতে হবে না। ...যা বলি, করো। আর বন্ধ রাখো মুখটা। ফল পাবে তা হলে। ...সুলতানের জন্যে বাছাই করা হয়েছে তোমাদের সবাইকে। কখনও যদি ডাক পড়ে তোমার, আর দাগ কাটতে পারো সুলতানের মনে, হয়তো ওঁর পুত্রসন্তানের মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে তুমি। তখন তুমি হবে তাঁর প্রিয় রক্ষিতাদের একজন। এ-ভাবে এক সময় দুনিয়ার উপরে ছড়ি ঘোরাতে পারবে। ...বোকা মেয়ে কোথাকার!'

চলে গেল নিগার।

ভাবনায় ডুবে গেছে আলেক্সান্দ্রা।

'কী হলো?' ডাক দিল ওকে মারিয়া। 'শুবি না?'

আলেক্সান্দ্রা কাছে এলে জানতে চাইল, 'ফুসুর-ফুসুর করে কী বলল রে মেয়ে-লোকটা?'

'কিছু না,' জবাব দিল অন্যমনস্ক আলেক্সান্দ্রা।

বাকি সবাই যখন ঘুমিয়ে কাদা, অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ

BanglaBook.org

করবার পর সে-রাতে চোখ বুজল মেয়েটা।

দুঃস্বপ্ন দেখল।

স্বপ্নে মৃত বাপ-মা আর বোনের দেখা পেল ও।

বদলা নেবার কথা বলছে ওরা বার-বার...

আট

পরদিন সকাল।

এ-দিন প্রথম বারের মতো দরবার পরিচালনা করবেন সুলেমান। অবশ্য মূল দরবার নয়, ব্যক্তিগত। সভাসদদের কাছ থেকে শুনে ওয়াকিবহাল হবেন রাজ্যের হাল হকিকত সম্পর্কে।

কাজে যোগ দেবার আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন সুলতান দোয়া নিতে।

ছেলের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন হাফসা। মনটা ভরে গেল ওঁর সুলেমানকে দেখে।

স্বর্ণ-খচিত নতুন শেরওয়ানি সুলতানের পরনে। কালো আলখেল্লা চাপিয়েছেন তার উপরে। পান্না বসানো বড়সড় ব্রোচটা থেকে জেল্লা বেরোচ্ছে রীতিমতো। লাল সারসের লম্বা এক জোড়া পালক পদ্মরাগমণি দিয়ে কায়দা করে আটকানো উঁচু পাগড়িতে।

মায়ের ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে গভীর চুম্বন করলেন সুলেমান হাতের পিঠে। কপালে ছোঁয়ালেন হাতটা।

'সুলেমান! বাছা আমার!' বলে ছেলেকে আলিঙ্গন করলেন

BanglaBook.org

রাজমাতা। 'আল্লাহ তোর সাথেই আছেন।' ভরসার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন নতুন সুলতানের পিঠে।

'মাহিদেভরান আর মুস্তফা কবে আসছে?' আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে জানতে চাইলেন হাফসা। 'ঘর গোছাতে বলেছি ওদের জন্যে।'

'চলে আসবে, আম্মা। মানিসা থেকে রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

আজ অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে আলেক্সান্দ্রা। গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠেছে প্রিয় বান্ধবী মারিয়ার সঙ্গে।

অন্যরাও খুশি। দু'-একজন তো কুশন-বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি করছে।

নতুন কাপড় দেয়া হয়েছে ওদের। দামি এবং আরামদায়ক।

'খামোশ!' নারী-মহলে ঢুকেই হুঙ্কার ছাড়ল সুমবুল আগা।

যে যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে গেল কাতার দিয়ে। একদম চুপ।

'মেয়েরা,' মুখ খুলল দায়া। 'আজ থেকে শুরু হচ্ছে তোমাদের সবক,' ঘোষণা দিল। 'প্রতি দিনই কিছু-না-কিছু শিখবে তোমরা। একজন রক্ষিতার যে-সমস্ত গুণাবলি থাকে, সবই ধারণ করবে নিজের মধ্যে। যা তোমাদের শেখানো হবে, সে-সব যদি অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলো, এই প্রাসাদ বেহেশ্‌ত হয়ে উঠবে তোমাদের জন্যে।'

'নয় তো দোযখ,' লেজ জুড়ল আগা। অর্থপূর্ণ হাসি লোকটার মুখে।

'কথাটা মাথায় রেখো,' বলল মহিলা। প্রচ্ছন্ন হুমকি তার বক্তব্যে। পরক্ষণে পালটে ফেলল সুর। 'ঠিক আছে। এ-বার কাজের কথায় আসি। নিগার...'

'কুর্নিশ করো,' সঙ্কেত পেয়ে প্রথম সবক দিল সহকারী।

আগ্রহ নিয়ে শুনছিল মেয়েরা। নির্দেশ শুনে মাথা নিচু করল

BanglaBook.org

সবাই।

একজন বাদে। বুঝতেই পারছেন, কে।

এমন কিছুর জন্য মনে-মনে প্রস্তুতই ছিল দায়া। রাগল না। বা রাগলেও মুখের ভাবে ফুটতে দিল না সেটা। বাঘিনীর নাটকীয় পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল ও আলেক্সান্দ্রার সামনে।

তাকাবে না, তাকাবে না করেও হেরেম পরিচালিকার সঙ্গে চোখাচোখি হলো মেয়েটার।

'কী বলা হয়েছে, কানে গেছে নিশ্চয়ই?' শান্ত, কিন্তু বিষাক্ত স্বর দায়ার।

'পরিষ্কার,' কারোরই তোয়াক্কা করে না যেন, এমনি ভঙ্গিতে বলল আলেক্সান্দ্রা। চোখের একটা পাপড়িও কাঁপল না ওর।

অদূরে দাঁড়ানো নিগারের ঠোঁটে কৌতুকের হাসি।

সহসা ভাষা হারাল দায়া। এমন এক চাউনি হেনে সরে এল মেয়েটার সামনে থেকে, যার মানে করলে দাঁড়ায়: পরে দেখে নেব তোমাকে!

ঠোঁট টিপে হাসল আলেক্সান্দ্রা।

সে-দিন অনেক কিছুই শিখল ওরা।

প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে মেয়েদের নিয়ে বেরোল দায়া অন্দরমহলের কোথায় কী রয়েছে, চেনাবে বলে।

এমন সময় শোনা গেল উর্দি পরা পাহারাদারের হাঁক। এ পথ ধরেই আসছেন সুলতান সুলেমান।

পলকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল সুমবুল আর দায়া। মেয়েদের নিয়ে চটপট এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল মক্ষিরানি।

'মাথা নিচে! মাথা নিচে!' তাড়া লাগাল সুমবুল আগা। নিজেও পেটের কাছে দুই হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে গেল আরেক পাশে। ঘাড়টা নিচু।

BanglaBook.org

'খবরদার, মাথা তুলবে না কেউ,' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল দায়া। 'যতক্ষণ না চলে যাচ্ছেন সুলতান। ঘাড় না তুলেই সালাম দেবে ওনাকে যাওয়ার সময়...'

বলতে-না-বলতে ইব্রাহিম আর দু'জন রক্ষীকে পিছনে নিয়ে এসে পড়লেন সুলতান। জোর কদমে চলেছেন। সোজা সামনের দিকে চোখ। আশপাশে তাকাচ্ছেন না একটুও।

মেয়েদের জড়সড় সারিটা পেরোনো মাত্র অকাজটা করে বসল আলেক্সান্দ্রা। মাথা উঁচু করে চেঁচিয়ে উঠল: 'সুলতান!'

সময় যেন থমকে গেল।

দাঁড়িয়ে পড়েছেন সুলেমান। এ-রকম কোনও কিছুর আশা করেননি তিনি। ঘুরে তাকাবেন, নাকি এড়িয়ে যাবেন, সিদ্ধান্ত নিতে-নিতে পেরিয়ে গেল অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত। শেষে তাকানোই মনস্থির করলেন।

ও-দিকে ঝোঁকের মাথায় সুলতানকে ডাক দিয়ে থতমত খেয়ে গেছে আলেক্সান্দ্রাও। বুকের মাঝে দামামা পিটছে যেন কেউ।

ঢোক গিলল দায়া। চোখ জোড়া রসগোল্লা হয়ে উঠেছে মহিলার। যেন যে-কোনও মুহূর্তে টপ-টপ করে ঝরে পড়বে কোটর থেকে। দুঃস্বপ্ন দেখছে, মনে হলো।

আরও কুঁকড়ে গেছে মেয়েরা। গলা শুকিয়ে কাঠ। ঘন-ঘন উঠছে-নামছে কণ্ঠার হাড়। অনুমানও করতে পারছে না কেউ, ঘটনা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে।

'কেয়ামত! কেয়ামত!' বলে বিড়বিড় করছে সুমবুল আগা।

ধীর, নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন সুলেমান। ভীষণ কুঞ্চিত হয়ে আছে ভুরু। কার এত বড় ঔদ্ধত্য, সহজেই পারলেন শনাক্ত করতে।

ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছে মেয়েটা ড্যাবড্যাব করে। ...আশ্চর্য, এত আস্পর্ধা!

BanglaBook.org

আজরাইলের মতো দাঁড়ালেন এসে বেতমিজ মেয়েটার সামনে। দেখলেন ওকে আপাদমস্তক।

মানতেই হবে, সুন্দরী মেয়েটা। প্রাচ্য দেশীয় বলে মনে হচ্ছে না।

আগুনের মতো সোনালি চুল।

বাঁকা ভ্রুর নিচে ডাগর চোখ দুটো যেন নীলকান্তমণি এক জোড়া।

নাকটা টিকালো।

সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ওষ্ঠাধর গোলাপের পাপড়ির মতো—পেলব, কোমল। তুষার-ধবল দাঁতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

যৌবন থই-থই করছে মেয়েটার শরীরে।

দক্ষ ভাস্করের নিপুণ হাতে খোদাই করা মুখটা।

ত্বকের শুভ্র উজ্জ্বলতায় লজ্জা পাবে চাঁদ।

আলেক্সান্দ্রাও দেখছে তাঁকে অপলক। ভয় কেটে গিয়ে মুগ্ধতা ফুটে উঠছে নীল চোখ জোড়াতে...

আচমকা ঢলে পড়তে শুরু করল সুলতানের গায়ের উপর।

চট করে ধরে ফেললেন ওকে সুলেমান।

অস্ফুট আওয়াজ করে মুখে হাত-চাপা দিল সুমবুল আগা। বিড়বিড়ানি বন্ধ হয়ে গেছে ওর।

দায়াকে দেখে মনে হচ্ছে, চোখ উল্টে পড়ে যাবে সে-ও। পা জোড়ায় জোর পাচ্ছে না একদম।

আড়চোখে সুলতানকে লক্ষ করছে ইব্রাহিম।

চোখে-চোখে চেয়ে রয়েছেন সুলেমান আর মেয়েটা। বিমূঢ় দেখাচ্ছে সুলতানকে।

সত্যিই, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন অটোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। মানবীর চোখের নীলে অপার রহস্য।

অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল রহস্যময়ীর ঠোঁটের

BanglaBook.org

কোণে। তাতেই কেঁপে উঠল যেন ধরণী।

সুলতানের বাহুতে নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারাল আলেক্সান্দ্রা।

কী করা উচিত, বুঝতে পারছেন না সুলেমান...

সংবিৎ ফিরে পেলেন আচমকা।

'দায়া! সুমবুল!' হাঁক ছাড়লেন তিনি।

'জ্-জি-জি, জাঁহাপনা...'

'দেখো তো, কী হয়েছে ওর!'

ওদের হাওলায় ছেড়ে দিলেন সুলতান মেয়েটিকে।

ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে চলল ওরা আলেক্সান্দ্রাকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফের রওনা হলেন সুলেমান ব্যক্তিগত দরবারের দিকে।

গলা খাঁকারি দিল ইব্রাহিম।

ঝট করে ফিরে চাইলেন সুলেমান। 'তোমার আবার কী হলো?'

হাত দিয়ে অন্য একটা রাস্তা দেখাচ্ছে সুলতানের একান্ত সচিব। 'ইয়ে, জাঁহাপনা... আমরা বোধ হয় এ-দিকে যাচ্ছিলাম...'

মুহূর্তের জন্য বোকা দেখাল সুলেমানকে। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তিনি অতঃপর।

সব ওই মেয়েটার দোষ!

BanglaBook.org

ছোট-ছোট হালকা চাপড় দিচ্ছে নিগার আলেক্সান্দ্রার গালে। তবে মেয়েটার জ্ঞান ফিরছে না বলে উদ্বিগ্নও মনে হচ্ছে না ওকে। আসলে কী হয়েছে, আন্দাজ করতে পারছে।

অর্থপূর্ণ চাউনি দিল ও হেরেম পরিচালিকার দিকে তাকিয়ে।

সবই বুঝতে পারল দায়া। মৃদু একটু হাসি তার মুখে ফুটল কি ফুটল না।

'চলে এসো, নিগার,' বলল মহিলা। 'আগের কাজ আগে। তারপরে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব বেহায়া মেয়েটার। ...মারিয়া, তুমি থাকো।'

ওরা চলে গেলে সন্তর্পণে চোখ মেলল আলেক্সান্দ্রা। চোখ টিপল ও বান্ধবীর দিকে চেয়ে। 'কী, কেমন বুঝলি?'

চোখ কপালে উঠল মারিয়ার। 'তার মানে... তার মানে... তুই আসলে অজ্ঞান হোসনি! অভিনয় করছিলি?'

ফিচলে হাসি আলেক্সান্দ্রার মুখে। 'সুলতানকে দেখলি? দারুণ সুপুরুষ না?'

ঠাস করে কপাল চাপড়াল মারিয়া। 'হায়, খোদা! পাগল হয়ে গেছিস তুই!'

দরবার-কক্ষে পৌঁছে দেখলেন সুলেমান, সভাসদরা অপেক্ষা করছে কামরার বাইরে।

উপস্থিত সবাই ওঁকে কুর্নিশ করল।

বয়োবৃদ্ধ হাসান জানের কাঁধে একটা হাত রাখলেন সুলতান।

সসম্ভ্রমে তাঁর দিকে চাইল চারকোনা মুখের বিরলকেশ মানুষটা। কিছুটা শঙ্কাও যেন খেলা করছে বেঁটেখাটো লোকটার ভাঁজ খাওয়া মুখ আর চোখের দৃষ্টিতে।

'আসুন,' অভয়ের হাসি হেসে আহ্বান করলেন সুলেমান। 'আগে আপনার সাথে একান্তে কিছু আলাপ সারতে চাই।'

দরবার-কক্ষের দ্বার খুলে গিয়ে রুদ্ধ হলো ফের। ও-পাশে অদৃশ্য হয়েছেন সুলতান আর হাসান জান।

লাল দরজাটা ওদের আড়াল করতে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ইব্রাহিমের মুখোমুখি হলো আহমেদ পাশা। তাচ্ছিল্য ভরা হাসি হেসে বলল, 'তুমি দেখছি তোমার বাজ পাখির চাইতেও উঁচুতে উড়ছ।'

BanglaBook.org

বৈবাহিক সূত্রে একজন ও অটোমান সাম্রাজ্যের। কিন্তু কোথাকার এক গ্রিক যুবক রাজকীয় চার আংটির একটি আঙুলে ধারণ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে বলে হিংসায় জ্বলছে।

'মহামান্য সুলতানের নির্দেশ,' চেহারা স্বাভাবিক রেখে বলল সুলেমানের ব্যক্তিগত সচিব। 'আর আপনি তো জানেন, তাঁর নির্দেশই আইন। আইন অমান্য করি, এটা নিশ্চয়ই চান না আপনি?'

রাগে চোখ জোড়া ঝলসে উঠল শ্মশ্রুমণ্ডিত পাশার। এই গ্রিক বেজন্মাটার যোগ্যতা আছে-কি-নেই, পরের প্রশ্ন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, জিভে খুব ধার।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের জায়গায় ফিরে গেল আহমেদ পাশা।

'শেষ সময়ে আব্বুর পাশে ছিলেন আপনি। উনি... খুব কি কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন উনি?'

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুলেমান। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাইরে।

পট-পট আওয়াজে সুগন্ধী কাঠ পুড়ছে গরম রাখবার অগ্নিকুণ্ডে, তার পরও একটু শীত-শীত লাগছে তাঁর। বাইরে রোদটাও কেমন মরে আসছে।

দুঃখের ছাপ পড়ল হাসান জাদের চেহারায়। মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, জাঁহাপনা... কষ্ট পেয়েছেন।'

বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা শ্বাসটা ছাড়ল বুড়ো সশব্দে। 'তবে, মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করার ক্ষমতা হারাননি। ...শান্তি পাক তাঁর আত্মা।'

'আমার কথা কি কিছু বলেছিলেন?'

আবার মাথা নাড়ল বৃদ্ধ হাসান। 'প্রতিটা মুহূর্ত, জাঁহাপনা... শেষ বারের মতো আপনাকে দেখার জন্য খেপার মতো হয়ে

BanglaBook.org

ছিলেন তিনি।'

ফাঁকা লেগে উঠল সুলেমানের ভিতরটা। হায়, শেষ দেখা হলো না!

নয়

'আজ তোমরা জানবে, কোন্-কোন্ জিনিস বারণ তোমাদের জন্যে,' বলল গুল আগা, আরেক প্রশিক্ষক। দুই হাত ওর কোমরের পিছনে।

দাঁড়িয়ে শুনছে মেয়েরা।

'এক: গোলমাল করা যাবে না,' বলতে আরম্ভ করল লোকটা। সুমবুলের মতোই মেয়েলি ঢলো-ঢলো ভঙ্গি ওর। 'দুই: রাজপরিবারের কারও মুখের দিকে সরাসরি তাকানো যাবে না। গল্প করা যাবে না। আদেশ অমান্য করা যাবে না। পাঁচ: সুলতান বাদে পরপুরুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে মেয়েরা।

'বোঝা গেছে?'

'জনাব গুল আগা...' কেমন শিখছে মেয়েরা, দেখতে এসেছে সুমবুল।

নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে তার সঙ্গে মিলিত হলো গুল।

'পরপুরুষ নিষিদ্ধ?' নিগারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আলেক্সান্দ্রা গলা নামিয়ে। সুলতানের বদান্যতায় সে-দিন আর শাস্তি-টাস্তি

BanglaBook.org

হয়নি ওর।

'ঠিকই শুনেছ,' ঘাড় কাত করে বলল নিগার।

'তা হলে? গুল, সুমবুল— এরা?'

'এদের বেলায় ঠিক আছে। কারণ, এরা পুরুষ নয়।'

'পুরুষ নয়?' বোকা বনে গেছে আলেক্সান্দ্রা। 'কিন্তু ওরা তো পুরুষ!'

'উঁহুঁ। ওরা হচ্ছে খোজা।' তর্জনি আর মধ্যমা ব্যবহার করে কাঁচি চালাবার ভঙ্গি করল নিগার। 'খোজা বোঝো?'

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েরা।

দৃপ্ত পদক্ষেপে মূল দরবার-ঘরে প্রবেশ করলেন সুলেমান।

দেখে ধক করে উঠল জাফর আগার বুক। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল, যেন মৃত্যুর ওপার থেকে উদয় হয়েছেন সুলতান সেলিম খান। এত মিল বাপ-বেটায়!

আসন গ্রহণ করবার পর চামড়ায় আঁকা এক মানচিত্র বিছানো হলো সুলতানের নির্দেশে। জিনিসটা গালিচার উপরে টান-টান করে মেলে দিয়ে যথাস্থানে ফিরে গেল রক্ষী।

সুলতানের এক পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সভাসদরা।

মানচিত্রটা ভালো করে দেখবার জন্য কিছুটা সময় দিলেন ওদের সুলেমান।

'প্রথমেই কোষাধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইব আমি,' বক্তব্য শুরু করলেন তিনি। 'কোষাগারের হাল অবস্থা সম্বন্ধে। বলুন।'

'কানায়-কানায় পূর্ণ, জাঁহাপনা,' অনুমতি পেয়ে বলল ধনভাণ্ডারের রক্ষক। 'সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, তেষট্টি লক্ষ আট শত পাঁচ হাজার তিরিশটি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে আমাদের ভাণ্ডারে। আর সাম্রাজ্যের বাৎসরিক আয় হচ্ছে এক কোটি দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।' হিসাবের খাতাটা বন্ধ করল কোষাধ্যক্ষ।

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ। তার মানে, সামরিক শক্তি বাড়াতে পারি আমরা। ...ঠিক আছে। তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা বুঝিয়ে দিন পদাতিক বাহিনীকে। বলবেন, নতুন সুলতানের তরফ থেকে এটা শুভেচ্ছা। এবং আরও দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা যোগ করে দিন ওদের বেতনের সাথে।' থামলেন সুলেমান।

'এ-বার...' সটান খাড়া হলেন তিনি। পাশে দাঁড়ানো অপর রক্ষীর হাতে ধরা কোষ থেকে এক টানে মুক্ত করলেন নিজের তরবারি। ধারাল অস্ত্রটার মাথা মানচিত্রের উপর নির্দেশ করে বললেন, 'কী মনে হয়, কেন দেখাচ্ছি এটা আপনাদের?'

কোনও মন্তব্য করল না কেউ।

'কারণ,' চামড়াটার কিনারা পায়ে মাড়ালেন সুলতান। তলোয়ারের ডগা দিয়ে আঁচড় কাটছেন মানচিত্রে। 'ঠিক এ-ভাবেই গোটা পৃথিবীটাকে পদানত করতে চাই আমি। আব্বার স্বপ্নও ছিল তা-ই। বলকান সাম্রাজ্যকে আরও বড় করব আমরা। ছড়িয়ে পড়ব ইউরোপ জুড়ে। বেলগ্রেডে... বুদিনে... ভিয়েনায়... রোমে... সব জায়গায়। এখানেই শেষ নয়। কাস্পিয়ান সাগর পেরিয়ে বিস্তৃত হবে আমাদের সীমানা।'

'আল্লাহ চাহেন তো, নিশ্চয়ই হবে,' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন পিরি পাশা।

'শাহ ইসমাইল আমার দুশমন নয়,' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললেন সুলেমান। 'আমার দুশমন হচ্ছে চার্লস... ফ্রান্সিস... হেনরি টিউডর... ভ্যাটিকান...'

ফের আসনে ফিরে গেলেন তিনি। ছড়ির মতো মেঝেতে ঠেকিয়ে রেখেছেন তলোয়ারটা, আরেক হাতের তালু হাঁটুর উপরে।

'আমাদের প্রথম শিকার হবে রোডস। মামুলি এক অটোমান হ্রদে পরিণত করব আমি ভূমধ্যসাগরকে।' জোরের সঙ্গে মাটিতে

BanglaBook.org

তলোয়ার ঠুকলেন সুলতান।

সন্তুষ্টির হাসি খেলে গেল ইব্রাহিমের চেহারায়। সত্যি-সত্যিই আলেকজাণ্ডার হবার পথে এগোচ্ছেন সুলেমান।

'এ-বার অন্য প্রসঙ্গে আসি,' বললেন সুলতান। 'আমার কানে এসেছে, আমারই কোনও-কোনও কর্মকর্তা অপব্যবহার করছে ক্ষমতার, নিরীহ মানুষের খুনে হাত রাঙাচ্ছে। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কারণে বড় ধরনের অবিচার হচ্ছে মিশরীয় বণিকদের প্রতি... নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রুমেলির গরিব কৃষকেরা। প্রজা প্রতিপালক হিসাবে এখন যদি আমি অন্ধ ও বধির হয়ে থাকি, কী জবাব দেব আল্লাহর কাছে?'

দরবার চুপ।

'যদিও যে ক্ষতি ওদের হয়েছে, তা অপূরণীয়,' বলে চললেন সুলেমান। 'তার পরও যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার। এ ছাড়া, যে ছয় শ' মিশরীয় পরিবারকে জোর করে তুলে আনা হয়েছিল তাদের জন্মভূমি থেকে... বছরের পর বছর নানান দুর্ভোগ সইতে হয়েছে যাদের, তারা আজ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে-কোনও দিন, যে-কোনও মুহূর্তে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে ওরা। আর যদি এখানেই থাকতে চায়, তা হলে আর-সব নাগরিকের সমান মর্যাদা লাভ করবে।'

নড়েচড়ে বসল জাফর আগা। খুশি হতে পারেনি সুলতানের এ সিদ্ধান্তে।

'এ ছাড়াও, পারস্যের এবং তাবরিজি বণিকদের ব্যবসা করার ব্যাপারে যে-সব বিধিনিষেধ জারি ছিল, এই মুহূর্ত থেকে তা তুলে নেয়া হলো।'

পরস্পরের মুখ চাইছে সভাসদরা।

কী যেন বলল আগা বিড়বিড় করে।

'শেষ কথা। যাদের কারণে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে অসংখ্য

BanglaBook.org

মানুষের জীবন, তারা কি এমনি-এমনি ছাড় পেয়ে যাবে? মোটেও না। বিচারের মুখোমুখি হতে হবে তাদের, ভোগ করতে হবে প্রাপ্য শাস্তি। আর বিচারের শুরুটা হবে এখান থেকেই।' থামলেন সুলতান।

গলাটা শুকিয়ে উঠল জাফর আগার। ঢোক গিলতে চাইল, পারল না। জিভ বের করে ভিজিয়ে নিল ঠোঁট।

ভয়ার্ত লোকটির দিকে তীব্র দৃষ্টি হানলেন সুলেমান। সবুজ আগুন জ্বলে উঠল দপ করে।

'অনৈতিক কার্যকলাপের যথেষ্ট প্রমাণ থাকায়,' কঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন তিনি। 'নৌ-বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে অব্যাহতি দেয়া হলো তার পদ থেকে। সেই সাথে আদেশ দিচ্ছি আমি, উক্ত অপরাধে শিরশ্ছেদ করা হোক জাফর আগার!'

একটা বিস্ফোরণ ঘটল যেন।

'সব মিথ্যা! সব মিথ্যা, জাঁহাপনা!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল জাফর আগা। 'ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে আপনাকে!' হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও সুলতানের পায়ের কাছে। মাটিতে লুটাচ্ছে পাগড়ি। অনবরত চুমু খাচ্ছে লোকটা সুলেমানের পাদুকায়।

ঝাড়া দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিলেন সুলেমান। 'নিয়ে যাও একে!'

ছুটে এল রক্ষীরা। টেনে নিয়ে চলল যেতে অনিচ্ছুক সভাসদকে।

'শুনুন, ধর্মাবতার! দয়া করুন... দয়া করুন আমাকে! সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! খোদার কসম, আমি নির্দোষ!' পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে জাফর আগা। কাঁপছে মৃগী রোগীর মতো। গায়ের পোশাক অবিন্যস্ত। নাকের পানি, চোখের পানিতে একাকার। একই সুরে বলে চলল, 'ষড়যন্ত্র! পরিষ্কার ষড়যন্ত্র! আল্লাহ...'

নিস্পৃহতার একটা মুখোশ ভর করেছে এখন সুলেমানের চেহারায়।

BanglaBook.org

অন্য সভাসদরা সব ভয়ে কাঠপুতুল। দম নিতেও ভুলে গেছে যেন।

এক কোনায় বসা নকল-নবিস খাতায় লিখে রাখল গোটা ঘটনাটা।

দশ

'মেয়েটাকে দেখ,' চোখের ইশারায় আয়েশার দিকে ইঙ্গিত করল মারিয়া। 'ওই যে... ওই মেয়েটা... সুলতানের সাথে শুয়েছে ও।'

'অ্যাই, চুপ,' ধমক দিল নিগার। 'খাওয়ার সময় কোনও কথা নয়।'

চুপচাপ খাওয়া সারল ওরা।

পরিবেশনকারীরা থালা-বাটি ফিরিয়ে নিচ্ছে, এই ফাঁকে আয়েশার কাছে ভিড়ে গেল আলেক্সান্দ্রা। অন্তরঙ্গ সখীর মতো স্পর্শ করল মেয়েটার বাহু।

'শুনলাম, সুলতানের সাথে রাত কাটিয়েছ তুমি। তা, কেমন লাগল?'

'স্বপ্নের মতো।' উচ্ছ্বসিত মনে হলো আয়েশাকে।

'তা-ই? বাচ্চা নেবে তুমি?'

'সুলতান যদি চান... তবে বিষয়টা অত সহজ নয়।'

'কেন?'

'মাহিদেভরান। সুলতানের প্রিয় পাত্রী তিনি, যুবরাজ মুস্তফার

BanglaBook.org

আম্মা।'

'আচ্ছা। এখানেই থাকেন তিনি?'

'না। তবে চলে আসবেন।'

'ওই মেয়েটার খবর কী?' জিজ্ঞেস করলেন হাফসা। 'খুব যে চেঁচামেচি করছিল?'

'লাইনে এসে গেছে, বেগম সাহেবা,' জানাল সুমবুল। জাফর আগার প্রাণদণ্ডের কথাটা জানাতে এসেছিল সে সুলেমানের আম্মাকে। শুনে তেমন একটা ভাবান্তর হয়নি রাজমাতার। বরঞ্চ মনে হয়েছে, পুত্রগর্বে গর্বিত।

'ভালো। শোনো, আজ সন্ধ্যায় জলসার ব্যবস্থা করো সুলেমানের জন্যে। বহুত ধকল যাচ্ছে ওর উপর দিয়ে।'

'জি, বেগম সাহেবা।'

'সবচেয়ে সুন্দর মেয়েদের বাছাই করবে, বুঝেছ? চাইলে ইব্রাহিমকে সাথে রাখতে পারো। সুলেমানের পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকার কথা ওর। তবে খেয়াল রেখো, মেয়েগুলোর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ যেন না পায় লোকটা।'

জানালার ফাঁক দিয়ে মেয়েদের লক্ষ করছে ইব্রাহিম।

সুরা কীভাবে পরিবেশন করতে হবে, শেখানো হচ্ছে ভিতরে।

চপলমতি আলেক্সান্দ্রার উপর সহজেই চোখ আটকে গেল যুবকের।

'এটা সেই মেয়েটা না?' সুমবুলকে জিজ্ঞেস করল সুলেমানের সচিব। 'সুলতানের গায়ে যে ঢলে পড়েছিল?'

'জি-জি, সেই পাগলিটা,' গালে হাত দিয়ে বলল সুমবুল আগা। 'বাপ ছিল রুথেনিয়ার এক যাজক। তাতার দস্যুরা গ্রাম

BanglaBook.org

থেকে অপহরণ করে মেয়েটাকে, ক্রিমিয়ার প্রাসাদে এনে বেচে দেয়। সেখান থেকেই এখানে এসেছে।'

মাথা দোলাল ইব্রাহিম। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। 'আজ রাতের জন্য তৈরি করো ওকে। আর বাকিদের তুমিই বেছে নাও।'

'ওরে, আমার দাদুভাই দেখি অনেক বড় হয়ে গেছে!' আদুরে গলায় বললেন রাজমাতা হাফসা। 'আমাকেও ছাড়িয়ে যাবি দেখছি লম্বায়।'

'দাদুমণি,' বলল বাচ্চা ছেলেটা। 'আমার না খুব মনে পড়ত তোমার কথা।'

আদর সূচক শব্দ করলেন হাফসা ঠোঁট দিয়ে। 'আমারও তোর কথা খুব মনে হতো, বাছা।'

এক রত্তি ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি বুকের মাঝে। বাঁধন আলগা করে বড় একটা চুমু দিলেন বাচ্চাটার ফোলা গালে।

'আব্বু কোথায়, দাদু?' ছাড়া পেয়েই জিজ্ঞেস করল মুস্তফা। 'আব্বুর কাছে যাব।'

'পরে যাস, সোনা। তোর আব্বুর হাতে এখন অনেক কাজ—'

'এটা কে?' কথার মাঝখানে প্রশ্ন করল ছোট্ট মুস্তফা।

'এটা? এটা তোর ফুপি হয়... হাফিজা ফুপি...'

'আয় আমার কোলে,' কাছে ডাকল হাফিজা।

'না!' বাচ্চাসুলভ রাগ মুস্তফার গলায়। 'আব্বুর কাছে নিয়ে চলো আমাকে! এক্ষুণি! সুলতান মুস্তফা আমি হুকুম দিচ্ছি তোমাদের!'

হাসি উধাও হলো মা-মেয়ের মুখ থেকে।

হাফসা সুলতানকে দেখে মনে হচ্ছে, ছোবল দেবেন যে-

BanglaBook.org

কোনও মুহূর্তে।

'এসব কী শিখিয়েছ ওকে, মাহি?' কৈফিয়ত তলব করলেন তিনি মাহিদেভরানের কাছে। 'তার উপর একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা মুখের উপর কথা বলছে! সাহস কত!'

চুপসে গেছে মাহিদেভরান। পারলে মিশে যায় যেন মাটিতে। 'গোস্তাকি মাফ করবেন, আম্মা। ও তো একটা বাচ্চা!'

'এ-দিকে আয়, ছোঁড়া!' নাতিকে কাছে টানলেন হাফসা। কড়া গলায় বললেন, 'ভালো করে শুনে রাখ। এখানে সুলতান কেবল একজনই। "মহামান্য সুলতান সুলেমান খান"। কে?'

'মহামান্য সুলতান সুলেমান খান,' ভয়ে-ভয়ে বলল মুস্তফা। দাদির রুদ্র মূর্তি দেখে ভড়কে গেছে ভীষণ।

'হ্যাঁ। কথাটা মনে থাকে যেন। আর কক্ষণো যাতে ও-সব আজেবাজে কথা না শুনি। যা, এখন বাইরে গিয়ে খেল। অ্যাই, নিয়ে যা ওকে,' পরিচারিকাদের উদ্দেশে বললেন হাফসা।

ওরা মুস্তফাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে খানিকটা নরম হলেন রাজমাতা।

'বাচ্চা বলেই বলছি। এই বয়সে যা-ই শেখাবে, তা-ই গেঁথে যাবে মনের মধ্যে। বাচ্চার মা হিসাবে তোমার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এ-দিকে।'

'দুঃখিত, আম্মা। ভুল হয়ে গেছে আমার,' বলল মাহিদেভরান।

সে-রাতে সত্যিই মুগ্ধ করল মেয়েরা সুলেমানকে।

খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গীত আর নৃত্যের মূর্ছনায় তৃপ্ত হলেন সুলতান। দামি আতরের সুবাসে রক্তে ডাকল বান, আর দেহবল্লরীর মদালসা ভঙ্গি নেশা লাগিয়ে দিল দু'নয়নে। বাজনার অপূর্ব আবেশে তাঁর মনে হলো, পৃথিবীটা মায়াবি এক স্বপ্নের

BanglaBook.org

দেশ।

আয়োজনের শেষ মুহূর্তে ঘটল অভূতপূর্ব ঘটনা।

কারপেটের উপরে আছড়ে পড়ে নর্তকীরা যখন সমাপ্তি টেনেছে নাচের, শুরু হলো আলেক্সান্দ্রার ঝলক!

উঠে জাদু দেখাতে আরম্ভ করল মেয়েটা।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিশ্রণে উত্তেজক মুদ্রা তুলেছে সর্পনৃত্যের ভঙ্গিমায়, কায়দা করে মেলে ধরছে স্বর্ণতনুর মারাত্মক সব খাঁজ-ভাঁজ, আর কত বার যে বিলোল কটাক্ষ হানল ডাগর আঁখির, ইয়ত্তা নেই তার। লোভনীয় ঠোঁট জোড়াতে মধুর আহ্বান, পরক্ষণে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরছে অধর অন্তর্জ্বালা বোঝাতে। সঙ্গে গুরুনিতম্বের দোলা।

অল্প যে ক'জন দর্শক ছিল, হাঁ করে গিলতে লাগল রাশান মেয়েটার কাণ্ডকারখানা।

আলেক্সান্দ্রা যেন এক মায়াবিনী, জাদুমন্ত্রে বশ করে ফেলেছে উপস্থিত সবাইকে।

এমন কী ওর নাচের সঙ্গীরাও হয়ে পড়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ-রকম একটা কাণ্ড যে ও করে বসবে, ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারেনি কেউ অনুশীলনের সময়।

অবশ্য তার পুরস্কারও পেল মেয়েটা।

সুলতান প্রথমে চমকিত হলেন, পরে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করলেন একক নৃত্য-প্রদর্শনী। কোমর-বিছার ঝনাত-ঝন তালে মাথাও দোলালেন দু'-একবার।

নাচ শেষ করে যখন হাঁপাচ্ছে আলেক্সান্দ্রা— শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে ওঠানামা করছে ভারী বুক জোড়া; ঠোঁটের উপরে বিন্দু-বিন্দু ঘাম; বেগুনি একটা রুমাল মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিলেন বিমুগ্ধ সুলেমান।

বিশ্ব জয়ের হাসিতে উদ্ভাসিত হলো আলেক্সান্দ্রার মুখের

BanglaBook.org

চেহারা।

বিশেষ এই রংটার তাৎপর্য জানা হয়ে গেছে ওর।

পরদিন বিছানায় চান ওকে সুলতান!

'ডাইনি তুই একটা!' হেরেমে ফিরবার সময়ে আলেক্সান্দ্রার কানে ফিসফিস করল মারিয়া। 'কেমন করে জাদু করলি সুলতানকে!'

'কেন, ঈর্ষা হচ্ছে নাকি তোর?'

'হচ্ছেই তো। তোর তো এখন পোয়া বারো। একটা রাত কাটানোর সুযোগ পেলি সুলতানের সাথে।'

'এক রাত না। দেখিস, এক হাজার এক রাতের জন্যে ডাক পড়বে আমার। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাব আমি সুলতানকে।'

গলা নামিয়ে কথা বলা সত্ত্বেও দায়ার সজাগ কানকে ফাঁকি দিতে পারল না ওরা।

আলেক্সান্দ্রার এই দম্ভোক্তি মোটেই পছন্দ হলো না মহিলার।

সব কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন হাফসা।

'এক হাজার এক রাত, না? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!'

BanglaBook.org

এগারো

রাত যায়, দিন আসে। মাহেন্দ্রক্ষণের সময় ঘনায়।

আজ সারাটা দিন কী এক স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে

আলেক্সান্দ্রার। বার-বার মনে পড়ছিল প্রথম দেখায় সুলতানের সেই রাগী চাউনি, তারপর নাচঘরে প্রেমময় দৃষ্টি।

সুন্দর পুরুষ!

ক্ষণে-ক্ষণে নিঃশব্দ হাসি হাসছিল ও নিজেরই অজান্তে। অনির্বচনীয় পুলকে গা-টা শিরশির করছিল গোসলের সময়।

স্নানের পর সাজাল ওকে পরিচারিকারা। চোখে সুরমা দিল, চোখের পাতায় মাখল মিহি সোনালি গুঁড়ো। রত্ন-খচিত সোনার কাঁটার সাহায্যে বাগে আনা হলো অগ্নিশিখার মতো চুলগুলোকে।

বুকখোলা সাদা গাউন পরেছে আলেক্সান্দ্রা, যার দু'পাশে ঊরু পর্যন্ত চেরা।

আঙুলে আংটি।

কানে ঝুমকো।

গলায় পরেছে মুক্তোর মালা।

পরিপূর্ণ গোলাপ হয়ে উঠেছে গোলাপের রঙে নখ ও ঠোঁট রাঙিয়ে।

শরীরে মেখেছে সেরা সুগন্ধী।

আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেরই চোখ সরে না ওর। অন্য মেয়েদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

ওদের ফুসুর-ফাসুর, চোরা চাউনি, হিংসায় ছোট হয়ে আসা চোখের দৃষ্টি তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছে আলেক্সান্দ্রা।

রওনা হবার প্রাক্কালে গলার ক্রুশটা আঙুলে জড়াল ও।

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সেরে নিয়ে ভক্তি ভরে ঠোঁট স্পর্শ করাল সে ওটায়, আঙুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রেখে দিল আবার বালিশের তলায়। তারপর সুমবুলকে নিয়ে পা রাখল হেরেমের বাইরে। ওকে এগিয়ে দিয়ে আসবে লোকটা।

পিছে রইল এক বাঁদি আর জনা দুই খোজা প্রহরী।

বড় করে দম নিল আলেক্সান্দ্রা। বুকে ঢাকের বাড়ি। লক্ষ

BanglaBook.org

প্রজাপতি উড়ছে পেটের মধ্যে।

ও-দিকে শোবার ঘরে অস্থির পায়চারি করছেন সুলেমান।

পরনে তাঁর রাত্রিবাসের উপযোগী ঢোলা পোশাক। কল্পনায় ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন আলেক্সান্দ্রার নিরাবরণ শরীরটা।

গলাটা শুকিয়ে উঠছে তাঁর বার-বার। চুমুকের পর চুমুক শরবত পানেও মিটছে না তৃষ্ণা।

অদ্ভুত!

কত মেয়েকে এ পর্যন্ত অঙ্কশায়িনী করেছেন— কই, আগে তো এমন লাগেনি কখনও!

পরিষ্কার বুঝতে পারছেন; নারী জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ অচেনা, নতুন কোনও প্রজাতির সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছেন আজ রাতে।

ঘর গোছাতে আসা লোকজন বিদায় নিল দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে।

তর সইছে না সুলেমানের। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে প্রহর গুনছেন প্রতীক্ষার।

এক সময় ভারী দরজার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শুনে বুঝতে পারলেন, সময় উপস্থিত।

কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই কালো হয়ে গেল সুলতানের মুখ।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাহিদেভরান।

BanglaBook.org

বারো

আসলে কী হয়েছিল?

বাঁকের পর বাঁক ঘুরে চলতে-চলতে থমকে দাঁড়াল আচমকা সুমবুল আগা।

কৌতূহল ভরে এ-দিক ও-দিক চাইতে-চাইতে চলছিল, কাজেই, আলেক্সান্দ্রাকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। আবেগের জগাখিচুড়ি একটা দমক বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, এ অবস্থায় চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ও সুমবুলের দিকে। তবে হাসির রেশ মোছেনি মুখ থেকে।

'চলো, মেয়ে, ফিরে যাই,' আলেক্সান্দ্রার দিকে তাকিয়ে বলল লোকটা।

'কী! কেন!' আকাশ থেকে পড়ল মেয়েটা।

'পরে বলব। এখন ফিরে যাই, চলো।' ধৈর্যচ্যুতির আভাস খোজা হেরেম-সহকারীর কণ্ঠে।

'কিন্তু সুলতান তো অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে!'

'আমার তা মনে হয় না,' প্যাসেজের দিকে চেয়ে বলল লোকটা। 'সুলতানের সাথে দেখা হবে না তোমার।'

মানতে পারল না মেয়েটা। 'তিনি নিজে ডেকেছেন আমাকে। আর এখন...' *নিজে* শব্দটার উপর জোর দিল ও। 'ঠিক আছে, একাই যাচ্ছি আমি!'

BanglaBook.org

রাগে, অপমানে গনগন করছে আলেক্সান্দ্রার মুখ। এগোতে উদ্যত হলো। পাতলা ঠোঁট জোড়া চেপে বসেছে পরস্পরের সঙ্গে।

বাহু খামচে ধরে নিজের দিকে ফেরাল ওকে সুমবুল আগা। তর্জনি তুলে হিংস্র স্বরে বলল, 'কথা শোনো, মেয়ে! আমি বলছি, যেতে পারবে না তুমি। সুলতান এখন একা নন, নিশ্চিত... মাহিদেভরানের সান্নিধ্য উপভোগ করছেন...'

'বিশ্বাস করি না আমি!' হিসহিসে স্বরে বলল আলেক্সান্দ্রা।

'করতে হবে। ওই দেখো... ওই যে, মেয়েটা...' হাত দিয়ে সামনে দেখাল সুমবুল। 'ও হচ্ছে গুলশাহ। মাহিদেভরানের খাস বাঁদি।'

দেখল আলেক্সান্দ্রা।

অদূরে চিবুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার চোখ-মুখ থেকে, মনে হচ্ছে, তাচ্ছিল্য ঝরছে। তাকিয়ে রয়েছে এ-দিকেই। অবশ্য চোখের ভুলও হতে পারে... মশালের আলোর কারসাজি। গুলশাহ কেন অবজ্ঞা করবে ওকে?

'সুলতান যদি ডেকেই পাঠান আমাকে, তা হলে ওই মহিলা কীভাবে ওঁর সাথে থাকে?' ঝামটে বলল আলেক্সান্দ্রা। চোখের আগুনে পুড়িয়ে মারবে যেন সুমবুলকে।

'সেটা মহামান্য সুলতানই জানেন,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল সুমবুল আগা। 'সুলতানের ইচ্ছা এটা, বুঝতে হবে।'

'হুঁহ!' ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। উলটো ঘুরে চলল দুপদাপ পা ফেলে।

গুলশাহর দিকে আর-একবার চেয়ে নিয়ে আলেক্সান্দ্রার পিছু নিল সুমবুল। 'দাঁড়াও! যাচ্ছ কোথায়?'

'জাহান্নামে!' ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো গর্জে উঠল অপমানিত হেরেম-নন্দিনী।

BanglaBook.org

আর এগোল না খোজা সহকারী। প্রহরীদের বলল, 'যাও ওর সাথে। ঠিকঠাক পৌঁছে যেন হেরেমে।' সঙ্গে আসা বাঁদিকেও পিছু নিতে বলল চোখের ইশারায়।

ওরা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যেতে নিমের তেতো ঝরল সুমবুলের মুখ থেকে। 'শালার দিনটাই মাটি!'

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন?

বেয়াদবির শাস্তি। বেফাঁস মন্তব্যের কারণে ফেঁসে গেছে আলেক্সান্দ্রা। ছেলের একান্ত চাওয়ায় হস্তক্ষেপ করেছেন রাজমাতা হাফসা।

কী করে যে হেরেমখানায় ফিরে এল, বলতে পারবে না আলেক্সান্দ্রা।

কান দুটো ভোঁ-ভোঁ করছে ওর। বুকের মধ্যে চাপ-চাপ অনুভূতি।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করল অনেকক্ষণ।

মাত্র শুয়েছিল মেয়ের দল। এত তাড়াতাড়ি ওকে ফিরতে দেখে ছেঁকে ধরল স্বাভাবিক কৌতূহলে।

কারও কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিল না আলেক্সান্দ্রা।

কিন্তু ওর মুখ দেখে বুঝতে বাকি রইল না মেয়েদের, কিছু একটা ভজকট অবশ্যই হয়েছে। একটু আগে যারা ঈর্ষায় পুড়ছিল মেয়েটার সৌভাগ্যে, মওকা পেয়ে তারা এ-বার খুলে দিল মুখের লাগাম।

হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জ্বালা ধরে গেল আলেক্সান্দ্রার গায়ে। তবু একটা শব্দ করল না ও। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে গেল সব।

ওকে অস্বস্তি থেকে রক্ষা করল নিগার।

হেরেম-সহকারিণী এসে এক ধমক দিতে সুড়সুড় করে

BanglaBook.org

বিছানায় ফিরে গেল মেয়েরা।

দুটো সান্ত্বনার কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ল মারিয়াও।

ঠায় বসে রইল আলেক্সান্দ্রা।

বাকি রাতটা আর এক করতে পারল না দু'চোখের পাতা। বুকে বইছে প্রবল ঝড়। মুঠোর মধ্যে বেগুনি রুমাল। দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে ভাবছে: এর শোধ যদি না নিচ্ছে তো...

ও তো আর জানে না, আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছেন কে?

ঘুমিয়ে ছিল ইব্রাহিম। ডান হাতটা বালিশের নিচে। গায়ে হাত পড়তেই খপ করে চেপে ধরল সে-হাতটা। তড়াক করে আধশোয়া হয়ে বালিশের নিচে রাখা চাকুটা ঠেসে ধরল ও হাতের মালিকের কণ্ঠনালী থেকে এক চুল দূরে।

একটা মাত্র মোম জ্বলছে ঘরে। কামরা জুড়ে ভৌতিক আলোছায়া। সে-আলোয় দেখা গেল, ভয়ে আধমরা হয়ে আছে এক প্রহরী।

'জ্-জ্-জনাব...' উচ্চারণ করল সে কোনও মতে।

হাতটা ছেড়ে দিল ইব্রাহিম। চাকুটা সরিয়ে আনল পাহারাদারের গলা থেকে।

ঘুমের মাঝেও সতর্ক থাকতে হয় ওকে। নইলে কবে মারা পড়ত বেঘোরে!

কবজি ডলছে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া প্রহরী। মাথা নিচু করে পিছিয়ে এল দু'কদম। সবিনয়ে বলল, 'জাঁহাপনা দেখা করতে চান আপনার সাথে।'

তাড়া খাওয়া অবস্থা হলো সচিবের। এক ঝটকায় গায়ের উপর থেকে সরাল কম্বলটা। তারপর এক লাফে বিছানা থেকে নেমে হাত বাড়াল ভদ্র পোশাকের দিকে।

প্রায় ছোটার গতিতে পা চালিয়ে সুলতানের কামরার উদ্দেশে

BanglaBook.org

শেষ বাঁকটা পেরিয়েছে, এই সময় দেখল, গুলশাহকে নিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসছে মাহিদেভরান। চেহারায় স্বর্গীয় তৃপ্তি।

এক পাশে দাঁড়িয়ে ওঁকে কুর্নিশ করল ইব্রাহিম।

সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল সুলতানের প্রিয় উপপত্নী।

কিচ্ছু বুঝতে পারছে না গ্রিক যুবক।

এতক্ষণ কি সুলতানের ঘরে ছিলেন মুস্তফার আম্মা?

তা হলে আলেক্সান্দ্রা?

হাজারটা দুশ্চিন্তা নিয়ে সুলতানের সামনে পেশ করল ও নিজেকে।

অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুলেমান। ভয়ানক গম্ভীর চেহারা। হাত দুটো কোমরের পিছনে জড়ো করা।

'মালিক...' যতটা সম্ভব, নরম করে বলল ইব্রাহিম।

'তোমাকে আমি ব্যক্তিগত সহকারী বানিয়েছি, ঠিক?' ফিরে, গলায় ঝাঁজ মিশিয়ে বললেন সুলেমান। 'এতটাই বিশ্বাস করি তোমাকে যে, আপন ভাইয়ের মতো দেখি। আর তুমি...'

এখনও নুয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইব্রাহিম। বুঝতে পারছে না, গলদটা কোথায় হলো। 'বেয়াদবি মাফ করুন, মালিক। আমি কি কোনও—'

'আমি কি তোমাকে রাজকীয় সিলমোহর দিইনি?' কথা নয়, যেন চাবুক হাঁকালেন সুলেমান।

'জি-জি, মালিক, তা তো অবশ্যই।'

'তা হলে কেন তুমি তোমার ক্ষমতাকে কাজে লাগাচ্ছ না?' ফেটে পড়লেন সুলতান। 'আমাকে বা তোমাকে না জানিয়ে কীভাবে কেউ আমার ঘরে ঢোকে? বলো, জবাব দাও!'

এতক্ষণে বোধ হয় ঘটনার আঁচ পাচ্ছে ইব্রাহিম। 'দুঃখিত, জাঁহাপনা! আলেক্সান্দ্রা কি—'

'কোথায় সেই মেয়ে?' ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন ওকে

BanglaBook.org

সুলেমান। 'ওর বদলে মাহিদেভরান কেন?'

'আমি... আমি জানি না, মালিক।'

'জানতে হবে!'

ইব্রাহিমের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন সুলতান। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, মেরে বসবেন।

'আমি চাই, আমার ইচ্ছাতেই হবে সব কিছু। আমার উপর দিয়ে কেউ যদি খোদকারি করে, এর জন্যে তুমিই কিন্তু দায়ী থাকবে, ইব্রাহিম! কথাটা মনে রেখো!'

বেত খাওয়া কুকুরের মতো হয়েছে ইব্রাহিমের অবস্থা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে কান দুটো। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

'আর যেন এমনটা না ঘটে। যাও এখন।' হাত দিয়ে মাছি তাড়ালেন যেন সুলেমান।

মেজাজটাই খারাপ করে দিয়েছে এরা!

সকাল বেলা।

ঝড়ের বেগে মায়ের ঘরে প্রবেশ করলেন সুলেমান।

দায়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন হাফসা। উঠে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে।

'বেটা, দেরি হলো যে আজ? রাতে ঘুম হয়নি ভালো?' স্নেহময়ী রাজমাতার স্বরে ব্যাকুলতা।

মাকে শীতল আলিঙ্গন করলেন সুলেমান। মহিলার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'তোমার সাথে একটু একা কথা বলতে চাই, মা।'

ছেলের চোখে কী যেন খুঁজলেন হাফসা।

দায়াকে বললেন সবাইকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে।

উপস্থিত তিন চাকরানি সহ বেরিয়ে গেল মক্ষিরানি।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বল এ-বার।'

'মা, মা, মা,' স্বরেই বুঝিয়ে দিলেন সুলেমান, কুশল বিনিময় করতে আসেননি তিনি। 'আমার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে দিলে ভালো হয় না? কেন মাঝখানে এসে নাক গলাচ্ছ? আমি কিন্তু পছন্দ করছি না।'

'রেগে যাচ্ছিস কেন?' অবাক হাফসা। 'কী করেছি আমি?'

'কী করেছ, তা তুমি ভালো করেই জানো।' গলার স্বর বদলে গেল ছেলের। 'কক্ষণো আর এমনটা কোরো না। নইলে আমিও কিন্তু পালটা জবাব দেব।'

যেমন এসেছিলেন, তেমনি ঝড়ো গতিতে বেরিয়ে গেলেন সুলেমান।

BanglaBook.org

তেরো

'...সিরিয়া-পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেখানে। দামেস্কর প্রশাসক আল-গাজালি পুরানো চুক্তি মোতাবেক কাজ করছেন না। মিশরের মামলুক বে, আগামা আর দুররা-দের সাথে জোট বেঁধেছেন তিনি...'

পাশ থেকে আসা ফিসফিসানি শুনে থেমে গেল ইব্রাহিম।

আগেই খেয়াল করেছে, দরবারে ওর গুরুত্ব বেড়ে যাওয়াটা ভালো চোখে দেখছে না কেউ-কেউ; বিশেষ করে, আহমেদ পাশা।

'ভাবিনি, এমন দিনও দেখতে হবে,' লোকটার চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল ওর। 'একটা চাকরের কাছ থেকে কি না নিতে হচ্ছে বহির্বিশ্বের খবরাখবর।'

সদ্য আসা প্রতিবেদন থেকে মুখ তুলে তাকাল ইব্রাহিম। দেখল, বিষ ঝরছে আহমেদ পাশার কুটিল দৃষ্টি থেকে।

'কী হলো, ইব্রাহিম?' তাগাদা দিলেন সুলতান। 'থেমে গেলে কেন?'

'দুঃখিত, মালিক।' প্রতিবেদনে মন দিল ইব্রাহিম। 'আল-গাজালি একটা বেইমান। পূর্বতন সুলতান সেলিম খানের অগোচরে গোপন আঁতাত করেছিলেন তিনি রোডসের সঙ্গে। প্রচুর সোনাদানা আর অস্ত্র-সাহায্য নিয়েছেন ওদের কাছ থেকে।'

'সুলতান!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন পিরি পাশা। 'আপনার ধারণাই ঠিক। গাদ্দার আল-গাজালি গোপনে হাত মিলিয়েছিল ইরানের শাহ ইসমাইলের সাথে, যখন থেকে আলেপ্পো আর বৈরুতের প্রশাসনিক দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করা হয়। আর এখন, মিশরের সাথে... তাদের টাকা খেয়ে...'

'চিন্তা করবেন না, জনাব পাশা,' শান্তই রয়েছে সুলেমানের স্বর। 'অপকর্মের শাস্তি গাজালি পাবে। আমাকে তো চেনে না! কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে তাকে এ-জন্যে।'

BanglaBook.org

চোদ্দ

আবার সেই প্রস্তুতি...

আবার সেই বাঁধভাঙা, অব্যক্ত অনুভূতির জোয়ার...

এ-বারে কিন্তু ভালো লাগা আর দুরু-দুরু শঙ্কার সঙ্গে মিশে আছে এক রাশ ভয়।

আবার যদি ফিরে আসতে হয়?

দুপুরে নিগার এসে যখন সুসংবাদটা দিল, কোথায় গেল রাগ-ক্ষোভ-অভিমান! সব ধুয়ে-মুছে সাফ।

আবারও তলব করেছেন ওকে সুলতান।

এই একটি কথায় বেদনার কালো মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যের হাসিতে ভরে উঠেছে আলেক্সান্দ্রার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানা। আর গত কাল যারা উপহাসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, তাদের থোঁতা মুখ তো একদম ভোঁতা হয়ে গেছে।

'ভালো, ভদ্র হয়ে থেকো,' সাজ নেয়ার সময় উপদেশ দিল নিগার। 'মনে করো যে, সুলতানের সাথে এটাই তোমার প্রথম ও শেষ রাত। কাজেই, পুরো মনোযোগ দেবে ওঁকে সন্তুষ্ট করতে। যদি খুশি করতে পারো, এত্ত-এত্ত উপহার দিয়ে ভরে দেবেন তিনি তোমাকে। বোঝা গেছে?'

মাথা নাড়ল আলেক্সান্দ্রা।

'মাহিদেভরান ওঁর স্ত্রী। ওঁকে ঈর্ষা করা উচিত নয় তোমার।

BanglaBook.org

প্রতি বিস্যুদ বার ওঁর জন্যে বাঁধা।'

কৌতূহলী হলো আলেক্সান্দ্রা।

'বিস্যুদ বারই কেন?'

'পুরানো অভ্যাস, বুঝলে না? বিস্যুদ আর শুক্কুর বারের মাঝের রাতটা পবিত্র বলে ধরা হয়। এ রাতে নারী-পুরুষের মিলন হলে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

কথাটা দাগ কাটল আলেক্সান্দ্রার মনে।

'আজ কী বার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বুধ।'

খুশির মধ্যে এক পোঁচ কালি পড়ল বুঝি।

অন্দরমহলের নারীদের নিয়ে আসর বসিয়েছেন হাফসা সুলতান।

গল্পগুজবে ভরে উঠেছে রাজমাতার খাস কামরা। হাসি-আনন্দে ভরা সুখী পরিবেশ।

'বাঁ দিকের মহিলাকে তো চিনি,' গুলশাহকে বলল মাহিদেভরান। হাফসার কাছাকাছি বসেছে। তবে ওঁর দিকে মনোযোগ নেই সুলতানের আম্মার। তিনি ওঁর ডানে বসা এক যুবতীর সঙ্গে আলাপ জুড়েছেন হেসে-হেসে। দেখে মনে হচ্ছে, মেয়েটাকে বেশ পছন্দ করেন সুলতানা। খাস বাঁদির কাছে জানতে চাইল মাহি, 'ডান দিকের মেয়েটা কে?'

'সুলতানের প্রথম স্ত্রী উনি, গুলফাম,' জানাল বাঁদি।

'ও, সেই মেয়ে, যার বাচ্চাটা অকালে মরে গেল?' চিন্তা করে আনন্দ লাগছে মাহিদেভরানের। ভাবল, নইলে হয়তো তার জায়গাতেই থাকত আজ গুলফাম।

কানে এল হেরেম পরিচালিকার কথা।

'কী ভাগ্য আপনার, রানি-মা,' বলছে মহিলা। 'সবাই মিলে ভরে রেখেছে আপনার চারপাশ।'

BanglaBook.org

কথাটা অনুমোদন করলেন হাফসা।

'তার থেকেও বড় কথা হলো, সুলেমান এখানেই আছে। ও-ই তো আমার সব।'

'খবর শুনেছেন নাকি?' ষড়যন্ত্রীর মতো করে বলল দায়া। 'আজ রাতেও আলেক্সান্দ্রাকে ডেকেছেন আপনার ছেলে।'

যেন ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয়া হলো মাহিদেভরানের আনন্দে। মুখখানা গোমরা করে ফেলল মেয়েটা।

বিব্রত হয়ে ওর দিকে তাকালেন 'শাশুড়ি'।

সময় যতই কাছিয়ে আসতে লাগল, একটু-একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগল আলেক্সান্দ্রার মুখের হাসি।

কী হয়!

কী হয়!

শেষমেশ আবারও যখন শুরু হলো 'স্বর্ণপথ' নামে কথিত সেই করিডোর ধরে যাত্রা, রীতিমতো দুরমুশ পেটা চলছে তখন বুকের ভিতরে।

বার-বার ঢোক গেলার আওয়াজ পেয়ে আলেক্সান্দ্রার দিকে তাকাল নিগার। গত বারের সেই বাঁদির বদলে সে-ই আজকে সঙ্গ দিচ্ছে মেয়েটাকে।

দেখল, আড়ষ্ট হয়ে আছে সুলতানের আজকের রাত্রিসঙ্গিনী। একটু ঘামছেও।

চিন্তায় পড়ে গেল হেরেম-সহকারিণী। এত খাটনির সাজ না নষ্ট হয়ে যায়!

'ভয় পেয়ো না,' মেয়েটার গায়ে হাত রেখে অভয় দিল ও হাঁটবার ফাঁকেই। 'একদমই না। ভয় পেলেই ভেস্তে যাবে সব।'

'যা-যা বললাম, মনে আছে তো?' শেষ বারের মতো বলল সুমবুল আগা। 'প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাবে সুলতানকে। তিনি যদি

BanglaBook.org

কোনও উপহার দেন, ভক্তির সাথে গ্রহণ করবে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে চুম্বন করবে সুলতানের জামার ঝুলে। খবরদার, চোখ তুলে তাকাবে না! হাসাহাসি কিংবা গলা চড়ানো এক্কেবারে নিষেধ।'

'হয়েছে! হয়েছে! আর বলতে হবে না!' বাধা দিয়ে বলল আলেক্সান্দ্রা। 'এমনিতেই ভয়ে বাঁচি না!'

অবশেষে পৌঁছে গেল ওরা নির্দিষ্ট দরজার সামনে।

না, এ-বারে কোনও বাধা আসেনি।

সুলতানের কাঙ্ক্ষিত রমণীকে ভিতরে পাঠিয়ে দিল নিগার।

আগের বারের মতোই দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুলেমান। উৎকণ্ঠা তাঁরও কিছু কম নয়। আবারও যদি হতাশ হতে হয়!

ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝলেন, আশঙ্কা অমূলক। যাকে কামনা করছিলেন, সে-ই শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছে।

কিন্তু স্বস্তির শ্বাস ফেলতে গিয়েও পারলেন না।

এত রূপ কোনও মেয়ের মধ্যে থাকতে পারে!

দম আটকে আসতে চায় দেখে।

লাল গাউন পরা, দু'হাত এক করে নত মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ওই অপরূপা যেন এই পৃথিবীর কোনও মানবী নয়, অপ্সরা।

মৃদু পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটি। গভীর শ্বাস নিয়ে বুক ভরল। তারপর রীতি অনুযায়ী সম্মান দেখাল তাঁকে। উঠে যখন দাঁড়াল, তখনও নামিয়ে রেখেছে চোখের পাতা।

সুলতান ওর চিবুক স্পর্শ করতে কাঁপা-কাঁপা পলক তুলল।

বিহ্বল সুলেমান।

রূপসীর দুই চোখে যেন বসফরাসের নীল।

কী গভীর!

কী বিশালত্ব বন্দি হয়ে আছে জীবন্ত মর্মর দুটোতে!

BanglaBook.org

আলেক্সান্দ্রাও হারিয়ে গেছে সুলেমানের চোখের অরণ্য-সবুজে।

এই বিশালতা নিতে পারল না ও। জ্ঞান হারাল। এ-বারে সত্যি-সত্যি।

মেয়েটা এলিয়ে পড়তেই বিদ্যুৎ খেলে গেছে সুলেমানের শরীরে।

তাঁর হাতের উপরে অজ্ঞান হয়ে আছে আলেক্সান্দ্রা। মাথাটা হেলে আছে পিছন দিকে। নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে ঝুলছে হাত দুটো।

নিথর শরীরটা মৃদু ঝাঁকুনি দিলেন তিনি। মৃদু স্বরেই ডাকলেন মেয়েটার নাম ধরে।

চেতনার লক্ষণ নেই আলেক্সান্দ্রার মধ্যে।

আরেকটু জোরে ঝাঁকালেন এ-বার। কয়েক পরত চড়ালেন গলার স্বর।

বেকার।

পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানার কাছে নিয়ে গেলেন সুলতান মেয়েটাকে। যত্নের সঙ্গে শুইয়ে দিলেন খাটের উপরে। ব্যাকুল স্বরে ডাকতে লাগলেন, 'চোখ খোলো! চোখ খোলো, আলেক্সান্দ্রা!'

ওর উপরে ঝুঁকে রয়েছেন সুলেমান।

মেয়েটা যেন ঘুমন্ত রাজকন্যা। ওকে জাগাতে হলে জাদুর কাঠির ছোঁয়া চাই!

এই যখন ভাবছেন, ঠিক সে মুহূর্তেই স্বস্তির সুবাতাস বয়ে গেল সুলেমানের অন্তরে।

চোখ মেলেছে আলেক্সান্দ্রা।

এমন ভাবে খুলল চোখের পাতা জোড়া, ঠিক যেন প্রস্ফুটিত হচ্ছে কোনও ফুল।

প্রথমে মনে হলো— বুঝতে পারছে না, কোথায় আছে।

BanglaBook.org

তারপর সংবিৎ ফিরে পেতেই লজ্জা আর অস্বস্তির মেঘ ঘিরে ধরল সুন্দরীকে।

ব্যস্ত ভাব দেখা দিল সুলেমানের মধ্যে। 'ডাক্তার আনাচ্ছি আমি,' বলে উঠতে চাইলেন।

হাত ধরে ফেলে আটকাল ওঁকে আলেক্সান্দ্রা। 'না, জাঁহাপনা। দয়া করে যাবেন না!'

'তুমি অসুস্থ।'

'আসলে, অতিরিক্ত উত্তেজনায় এমন হয়েছে। আমি দুঃখিত, জাঁহাপনা। তা ছাড়া গত রাতটা একটুও ঘুমাতে পারিনি। বরং আপনি আমার কাছে থাকলেই ভালো লাগবে আমার।'

প্রশংসায় কে না খুশি হয়!

সুলতানও হলেন।

নিজের দিকে টানছে ওঁকে আলেক্সান্দ্রা।

মেয়েটার চোখের ভাষা স্পষ্ট পড়তে পারলেন সুলেমান।

পুরুষালি এক জোড়া ঠোঁট নেমে এল কমলা-কোয়া ঠোঁটের উপরে।

সে-রাতে ঘুমাবার ফুরসত হলো না দু'জনের কারও।

আরও একজন পার করল নির্ঘুম রজনি।

মাহিদেভরান।

চোখের পানিতে বুক ভাসাল মেয়েটা।

পরাজিত, বঞ্চিত, বাতিল মাল মনে হচ্ছে ওর নিজেকে।

আর, সব কিছু ছাপিয়ে রইল ভয়।

অনাগত ভবিষ্যতের ভয়।

BanglaBook.org

পনেরো

বহু দিন পর আজ রাতে আবার বেহালার নেশা চাগিয়ে উঠেছে ইব্রাহিমের।

নিজের ঘরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে, আবেশে চোখ বোজা।

যেন ওর বাজনা শুনতেই অনেক দূরের পথ পেরিয়ে ছুটে আসছে মাতাল হাওয়া, হাহাকার তুলেছে চারপাশে— বেহালার দুঃখে দুঃখী।

চার রকমের কষ্ট লুকিয়ে আছে যেন চারটি তারে, আত্মপ্রকাশ করেছে ছড়ের এক-একটি নিপুণ টানে।

বেহালা বাদকের অশান্ত হৃদয়ের অতল থেকে উঠে আসা বেদনায় নীল হাজার বছরের পুরানো এই রাত্রি।

দুলতে থাকা বৃক্ষশাখারাও যেন সহমর্মিতা প্রকাশ করছে ইব্রাহিমের যাতনায়।

সূচিকর্মে মগ্ন ছিল হাফিজা। বিষাদী সে-সুর কানে যেতে আঙুলগুলো থমকে গেল তার।

সেলাই থেকে মুখ তুলে কান পাতল বাতাসে।

কে বাজায় অমন করে হৃদয় নিংড়ানো সুর?

ঠায় বসে থেকে শুনল কিছুক্ষণ সুরেলা সে-বিলাপ। মনে হলো, বাদক মানুষটা খুব নিঃসঙ্গ।

BanglaBook.org

হাতের জিনিসগুলো রেখে উঠে দাঁড়াল হাফিজা। লঘু পায়ে চলে এল খোলা বারান্দায়। কৌতূহলী দৃষ্টি খুঁজছে বাজনার উৎস।

ওই তো লোকটা!

কোমর-সমান উঁচু, পাথরের জাফরি-কাটা ঘেরে হাত দুটো রেখেছে হাফিজা, উপরের দিকে চাইতে আবিষ্কার করল বাদককে।

ডান দিকে বাঁক নেয়া দালানের উপরের বারান্দায়।

চিনতেও পারল ভাইজানের সব সময়ের দোসরকে।

লোকটার যে একটা সঙ্গীতপ্রিয় মন আছে, এটা তো জানত না!

বড় ভালো বাজাচ্ছে।

বড্ড করুণ!

ভেজা চোখের মতো আকাশের গায়ে মিট-মিট করছে দু'-একটা তারা। টিউলিপের মিষ্টি সুবাস ভেসে আসছে বাগান থেকে, গন্ধে উন্মনা হয়ে উঠেছে বাতাস।

কেন জানি কান্না-কান্না লেগে উঠল হাফিজার। কারণ কি এই যে, সে-ও আসলে খুব একা?

পিছনে কারও উপস্থিতি চমকে দিল ওকে।

'হাফিজা!' পাশে এসে দাঁড়াল গুলফাম।

'ও, ভাবী,' হেসে বলল হাফিজা। এক সেকেণ্ডে সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'শুনছ, কে বাজাচ্ছে?'

সুলতানের বোনের দৃষ্টি অনুসরণ করে উপরে তাকাল গুলফাম। 'কে ও? ইব্রাহিম না?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ বাজনা শুনল ওরা।

'দারুণ না?' জানতে চাইল উচ্ছ্বসিত হাফিজা।

'চমৎকার। কিন্তু তুমি কি শুনছ, না দেখছ?' রাজকন্যার

BanglaBook.org

চোখে স্পষ্ট অনুরাগ দেখতে পাচ্ছে গুলফাম। 'পছন্দ নাকি ইব্রাহিমকে?'

'যাও!' যেন লজ্জা পেয়েছে, এমনি ভাবে কথাটা উড়িয়ে দিল হাফিজা।

'কেন,' মস্করা করবার সুযোগ পেয়ে ছাড়ল না মহিলা। 'আমি এসে বিরক্ত করলাম বুঝি?' তেরছা দৃষ্টিতে জরিপ করছে হাফিজাকে।

'কচু!' যার-পর-নাই বিব্রত হলো রাজকুমারী। 'চলো তো, ভিতরে চলো!'

শেষ একবার ইব্রাহিমকে দেখে নিল মেয়েটার তৃষিত নয়ন। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা বাড়াল ঘরের ভিতরে।

নিজেকে উজাড় করে দিল আলেক্সান্দ্রা। নিঃস্ব হয়েও যে এত সুখ, জীবনে প্রথম বারের মতো উপলব্ধি করল।

সকাল হলো।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল রতিক্লান্ত মানবী-মানবী। জাগল অনেক বেলা করে। সুলেমানের ক্ষেত্রে যা সচরাচর হয় না।

খুব ভোরে বিছানা ছাড়বার অভ্যাস তাঁর।

দেরিতে ঘুম ভাঙলেও তাড়া দেখা গেল না সুলতানের মধ্যে। একটা দিনের জন্য ব্যস্ততাকে ছুটি দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের আলসেমি ভর করেছে আজ দেহ-মনে।

পাশে মখমলের নীল চাদরের নিচে অঘোরে ঘুমাচ্ছে আলেক্সান্দ্রা।

কী একটা মেয়ে!

দারুণ সুখ দিতে জানে।

গত রাতটার স্মৃতি রোমন্থন করে মুচকি হাসলেন সুলেমান।

BanglaBook.org

ঘুম ভাঙার পর দেখল মারিয়া, পাশের বিছানা খালি।

একটা গড়ান দিয়ে ভাবল ও, তবে কি রাতে ফেরেনি ওর বান্ধবী?

ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে অনেকে।

হাই তুলে বলল ওদের একজন, 'আরে, আলেক্সান্দ্রা কই?'

মারিয়ার জিগরি দোস্ত আলেক্সান্দ্রা। গর্ব হচ্ছে ওর বন্ধুর জন্য।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল মেয়েটা। ভ্রু নাচিয়ে বলল, 'কোথায় আবার? সুলতান আসতে দিলে তো!'

'আহা, রে!' মুখ ভেংচাল আরেক মেয়ে। 'কী-না-কী গুবলেট পাকিয়েছে; আগে দেখ। হয়তো শূলে চড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন ওকে সুলেমান।'

'চুপ কর, মুখপুড়ী! রেগে উঠে বুক ক্রুশ আঁকল মারিয়া। 'যত সব অলক্ষুণে কথা!'

ওকে ত্যক্ত করতে পেরে বাঁকা হেসে দৃষ্টি বিনিময় করল হিংসুটে মেয়ে দুটো।

নিগার এসে হাততালি দিল এ সময়। 'আই, কথা কম! ঝটপট বিছানা তোলো! গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শেখানো হবে আজকে।'

কম্বল ভাঁজ করবার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল প্রথম মেয়েটা, 'আলেক্সান্দ্রা কোথায়? ও আসবে না?'

'নিজের চরকায় তেল দাও,' বলে চুপসে দিল ওকে নিগার। 'আমি কি আর জানি না, ওর জন্যে কতটুকু দরদ তোমার!'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেছে মারিয়ার। ভাবখানা: কেমন জব্দ!

BanglaBook.org

ষোলো

সে-দিন আর ঘর থেকেই বেরোলেন না সুলেমান।

খাবার এলে খেয়ে নিলেন দু'জনে মিলে।

পুরোপুরি সহজ হয়ে এসেছে আলেক্সান্দ্রা। মাঝে-মাঝেই মুখে তুলে খাইয়ে দিল সুলতানকে।

সুলতান উপভোগ করলেন এই সেবা।

গল্পে-গল্পে কোন্ দিক দিয়ে যে পেরিয়ে গেল সময়, বলতে পারবে না কেউ।

দরবার-কার্যের জন্য ডাকতে এসে ফিরে গেল ইব্রাহিম।

নিজের ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছে আলেক্সান্দ্রা। এত কথা যে জমে ছিল ওর ভাণ্ডারে, নিজেও জানত না। কষ্টের কথা বলতে গিয়ে মুখ ভার করল, হাসির কথায় নিজেই গড়িয়ে পড়ল হাসতে-হাসতে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে-চেয়ে দেখলেন সুলেমান। উপলব্ধি করলেন, এ-মেয়ের মধ্যে কোনও রাখঢাক নেই।

প্রহর যত গড়াল, খোলা বইয়ের মতো পড়া হয়ে গেল ওঁর আলেক্সান্দ্রাকে।

নিজেরও অনেক কথা শোনালেন সুলেমান। ছোটবেলার কথা, প্রিয়-প্রিয় মানুষদের কথা, অধরা সব স্বপ্নের কথা।

মেয়েটার এক-একটা কৌতুকে হাসলেন তিনি প্রাণ খুলে।

BanglaBook.org

খুব সুন্দর করে মানুষের নকল করতে পারে আলেক্সান্দ্রা। সুমবুল, দায়া, নিগার— অভিনয় করে দেখাল এদের আচার-আচরণ, বিশেষ-বিশেষ অঙ্গভঙ্গি।

সঙ্গিনীর হাবভাব দেখে পেটে খিল ধরবার জোগাড় হলো সুলেমানের।

কত দিন পর যে এ-ভাবে হৃদয়ের অর্গল খুলে গেছে তাঁর, সে স্বীকারোক্তি দিলেন সুলতান অকপটে।

সবই-আছে-তার-পরও-একাকী মানুষটার অন্তরের গভীর, গোপন দুঃখবোধের কথাও অজানা রইল না আলেক্সান্দ্রার।

মনের এ-সমস্ত অনুভূতির খবর এর আগে কাউকেই জানতে দেননি সুলেমান। ইব্রাহিমকে তো নয়ই, এমন কী মাহিদেভরানকেও না।

জাদু আছে বোধ হয় রুশ মেয়েটার মধ্যে!

এত দিন ছিল কোথায় এ রত্নটি? নিজেকে প্রশ্ন করেন সুলেমান।

আলগোছে আলেক্সান্দ্রাকে জিজ্ঞেসও করলেন কথাটা।

ঘুরিয়ে জবাব দিল সুলতানের মনোহারিণী। চোখে চোখ রেখে প্রেমপূর্ণ গলায় বলল: 'নিয়তি আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে, জাঁহাপনা! আমার এই দেহ, মন— সবই এখন আপনার।'

আবেগের একটা মহা প্লাবন ঘটে গেল যেন সুলেমানের মধ্যে।

এত ভালোবাসে তাঁকে মেয়েটা!

এত ভালোবাসে!

পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি অদ্বিতীয় মুখটার দিকে।

লজ্জায় রাঙা হলো আলেক্সান্দ্রা। অন্তর্ভেদী ওই দৃষ্টি যেন

BanglaBook.org

ভিতরের সবটুকু দেখে নিচ্ছে তার। কিছুই থাকছে না গোপন বলতে।

'হুররেম!' মন্দ্র স্বরে উচ্চারণ করলেন সুলেমান।

ঠিক বুঝতে পারল না আলেক্সান্দ্রা। অনিশ্চিতের মতো আওড়াল: 'হুরেম...?'

মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন সুলেমান। ফিসফিসিয়ে, কিন্তু স্পষ্ট করে শোনালেন এ-বার শব্দটার প্রতিটি ধ্বনি। ফের মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'বলো এ-বার।'

'হুররেম,' ঠিক-ঠিক বলতে পারল আলেক্সান্দ্রা।

মুখের হাসি চওড়া হলো সুলতানের।

'মানে কী কথাটার?' সাগ্রহে জানতে চাইল রুশ ললনা।

'জীবনসুধা।'

আলেক্সান্দ্রার প্রশস্ত ললাটে চুম্বন এঁকে দিলেন সুলেমান।

'আমার জীবনে তুমি হচ্ছ তা-ই... আমার সুখদায়িনী। আজ থেকে তোমার নাম দিলাম আমি— হুররেম।'

সুলতানের রোমশ বুকে মাথা রাখল আলেক্সান্দ্রা।

মুখ থেকে মুখে এ-দিকে চাউর হয়ে গেছে আচমকা ঘটনাটা।

রাশান হেরেম-কন্যার মায়াজালে বন্দি সুলতান সুলেমান!

সাধারণত যেখানে রাতের মধ্যেই বিদায় করে দেন তিনি শয্যাসঙ্গিনীদের, সেখানে আলেক্সান্দ্রার কপাল দেখো!

মাহিদেভরানের জন্য এ খবর তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।

খেতে বসে লক্ষ করছিলেন ওকে হাফসা সুলতান।

আষাঢ়ের আকাশের মতোই কালো মেয়েটার লম্বাটে মুখটা। কারও কথায় কান নেই একদমই।

এক পর্যায়ে ভাবী পুত্রবধূর উদ্দেশে গলা খাঁকারি দিলেন রাজমাতা।

BanglaBook.org

এখনও ফাঁকা দৃষ্টি মাহিদেভরানের চোখে। তবে বাস্তবে ফিরে এসেছে সে।

'কিছুই দেখি খাচ্ছ না!' উতলা হয়ে বললেন হাফসা। 'জবানও দেখছি বন্ধ হয়ে গেছে। হয়েছেটা কী তোমার, বলো তো!'

'আমার... খিদে নেই, আম্মা,' বুজে আসা কণ্ঠে বলল মাহিদেভরান।

'অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? ডাক্তারকে খবর দেব?'

মলিন হাসল মাহি।

'ডাক্তার এসে কী আর করবেন, আম্মা! তিনি কি আর বুঝবেন, আমার কষ্টটা আসলে কোথায়?'

'এত ভেঙে পড়ার তো কোনও কারণ দেখি না!' দৃঢ় গলায় বললেন সুলতানের আম্মা। 'আজ কী বার?'

'বৃহস্পতি,' অনিশ্চিত স্বরে বলল মাহিদেভরান।

'তার মানে কী? নাকি ভুলেই গেছ, আজকে তোমার পালা?' ভাবী বউয়ের হাতে চাপ দিলেন শাশুড়ি। ভরসা জোগাচ্ছেন। 'যাও, খুশি করে দাও আমার ছেলেকে— কিছুতেই যাতে ছাড়ার কথা মনে না হয় তোমাকে।'

ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা গেল মাহিদেভরানের ঠোঁটে।

ঠিকই তো বলছেন 'শাশুড়ি-আম্মা'। সব আশা শেষ হয়ে যায়নি এখনও।

কিন্তু আশার গুড়ে বালি পড়তে সময় নিল না।

সেই সন্ধ্যায়, নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত মাহি, আপন মনে গুনগুন করছে, এ সময় কোত্থেকে এসে দাখিল হলো গুলশাহ।

'কোন্ চুলোয় ছিলি?' আনন্দ নয়, নিখাদ বিরক্তি ওগরাল মাহিদেভরান। 'এ-দিকে আমি খোঁজ পাঠিয়ে হয়রান!'

BanglaBook.org

জবাব দিচ্ছে না মেয়েটা। আরেক দিকে তাকিয়ে উসখুস করতে লাগল।

মেজাজ আরও খারাপ হলো মাহির। একটু বাদেই মোলাকাত হতে চলেছে প্রিয়তমের সঙ্গে, এখন এ-সব ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় ভালো লাগে নাকি?

'কী হলো? কী হয়েছে তোর?' ত্যক্ত কণ্ঠে বলল সুলতানের সাক্ষাতের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকা মাহিদেভরান। 'হাত-টাত কি লাগাবি, নাকি একলা-একলাই তৈরি হতে হবে আমাকে?'

চকিতে একবার মনিবানীর দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল গুলশাহ। যেন মস্ত কোনও অন্যায় করে ফেলে অনুশোচনায় পুড়ছে এখন। কিন্তু ভয়ের চোটে স্বীকার করতে পারছে না অপরাধ।

'গুলশাহ!' তাড়া দিল মাহি। 'হাতে কিন্তু সময় নেই একদম।'

'বিবি-সাহেবা!' কাঁদো-কাঁদো স্বর চাকরানির। 'শুনলাম...'

অপেক্ষা করছে মাহিদেভরান।

দু'হাত কচলাচ্ছে ওর বাঁদি, কিন্তু ভেঙে বলল না আর কিছু।

'কী শুনলি, তা-ই বল না, হতচ্ছাড়ি!' বকা দিল মনিবানী। 'খামোখা জ্বালাচ্ছিস!'

'শুনলাম,' ঢোক গিলে শব্দটার পুনরাবৃত্তি করল গুলশাহ। 'ওই মেয়েটা নাকি এখনও রয়ে গেছে আমাদের সুলতানের ঘরে!'

এটুকু বলতে গিয়েই ফের শুকিয়ে উঠল ওর গলা। ঠোঁট চাটল জিভ দিয়ে।

যেন বজ্রাঘাত হলো মাহিদেভরানের উপরে।

আতরের শিশিটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবতী। নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ যেন।

BanglaBook.org

'বিবি-সাহেবা...' নরম সুরে বলল খাস বাঁদি। কী করা উচিত, বুঝতে পারছে না।

'দূর হ আমার সামনে থেকে,' নিস্তেজ গলায় বলল মাহিদেভরান।

'বিবি-সাহেবা, আমি—'

'দূর হয়ে যা, বলছি!' এ-বার সশব্দে বিস্ফোরিত হলো মাহি।

পালিয়ে বাঁচল ও-সহ কামরায় উপস্থিত অন্য দুই চাকরানি।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না মাহিদেভরান। ঝপ করে বসে পড়ল গালিচায়। পরক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সতেরো

রাত পেরিয়ে আরেকটি সকাল এল।

আলেক্সান্দ্রাকে ডেরায় ফিরতে দেখে ছুটে এল, যে যেখানে ছিল। শোর তুলল সবাই ওকে ঘিরে ধরে।

'এলি তা হলে! এ-দিকে আমরা তো ভাবছিলাম...'

'ঘটনা কী, আলেক্স? দুটো দিন যে কোনও খবরই নেই!'

'কেমন কাটল ওখানে, বল তো!'

'কী-কী কথা হলো সুলতানের সাথে?'

'দেখি! দেখি! কী উপহার পেলি ওঁর কাছ থেকে?'

'আমরা তো চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম তোর জন্যে!'

'দোহাই, আলেক্সান্দ্রা! ঝেড়ে কাশ না, বাপু!'

BanglaBook.org

'আরে, এত ভাব মারাচ্ছিস কেন?'

'আলেক্সান্দ্রা!'

চুপচাপ মজা নিচ্ছিল সৌভাগ্যবতী। ঘোর থেকে বেরোতে পারেনি এখনও। সারা অঙ্গে লেগে আছে যেন সুলতানের স্পর্শ। বিভোর গলায় বলল, 'উঁহুঁ! ওই নাম বাদ। এখন আর আমি আলেক্সান্দ্রা নই।'

কথাটার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে মুখ তাকাতাকি করল দু'-একজন।

'আচ্ছা, তা-ই?' কপট বিস্ময় দেখাল এক মেয়ে। 'তা, কী বলে ডাকতে হবে মহারানিকে?'

'হুররেম!' সদম্ভে ঘোষণা করল আলেক্সান্দ্রা।

'হুররেম! কোথায় পেলি এ নাম, জান্নাতের হুরী?'

'সুলতানের কাছ থেকে!' চিবুক উঁচিয়ে জানাল আলেক্সান্দ্রা। 'উনি নিজে আমাকে এ নাম দিয়েছেন।' একটু থামল ও। তারপর ভিন্ন এক সুরে বলল, 'আলেক্সান্দ্রা মরে গেছে! এখন থেকে সে হুররেম।'

রাজপ্রাসাদের দেয়ালে-দেয়ালে রয়েছে অজস্র কান।

নাম পরিবর্তনের এ খবর শিগগিরই পৌঁছে গেল মাহিদেভরানের কাছে।

সুলতানের নির্দেশ মোতাবেক হুররেম তথা আলেক্সান্দ্রা এখন দোতলায় থাকবে, এ কথা জেনে ভয় ধরে গেল মুস্তফার মায়ের মনে। তার মানে, রাশান ছুকরি এখন সুলেমানের প্রিয় পাত্রীদের একজন!

কী সব্বোনেশে কথা!

'সাপিনী! সাপিনী!' বিড়বিড় করতে-করতে খেদ ঝাড়ল মাহিদেভরান। অসহ্য রাগে দাঁত পিষছে দাঁতে। 'ছেমরির

BanglaBook.org

চাঁদবদনখানা একটা বার দেখতে চাই আমি। দেখতে চাই, কী আছে ওর মধ্যে, যা আমার নেই!'

কাকতালীয় ভাবে এসেও গেল সে সুযোগ।

খাবার-টেবিলে ঘোষণা দিলেন হাফসা, আজ বিকেলে সবাইকে নিয়ে যাবেন তিনি হেরেম পরিদর্শনে।

আঠারো

শুক্রবার সকালটা এক মাত্র সন্তানের সঙ্গে খেলাধুলো করে কাটাবেন বলে ঠিক করেছেন সুলেমান।

আপাতত প্রাসাদের খোয়া বিছানো চত্বরে মোটাসোটা এক রক্ষীর সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে মুস্তফা, তা-ই দেখছেন তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল চমৎকার দিন।

পাখি ডাকছে গাছে-গাছে।

একটু পর-পরই ছেলেকে উৎসাহ জোগাচ্ছেন সুলতান চিৎকার করে।

কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে হাজির হলো ইব্রাহিম। হাতে কারুকাজ করা এক বাক্স।

সুলতানের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির জবাবে জানাল: চিঠি—জনসাধারণের কাছ থেকে আসা অভিযোগপত্র।

'দেখবেন?' জানতে চাইল পত্রবাহক।

BanglaBook.org

'পরে।' খেলার দিকে চোখ সুলেমানের। কী ভেবে আবার মত পরিবর্তন করলেন। 'আচ্ছা, পড়ো একটা।'

বাক্স খুলে পাকানো একটা কাগজ বের করল ইব্রাহিম। পড়তে আরম্ভ করল বাঁধন খুলে:

'মহামান্য সম্রাটের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ চিঠি শুরু করছি। গালাটা অঞ্চলের বণিক আমরা। তুলার কারবার করি। কিন্তু অত্যধিক খাজনার কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের। জানি, খাজনা পরিশোধ করা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, কিন্তু কোত্থেকে করব, বলুন? খুবই কম পয়সা পাই আমরা ভেনিসীয়দের কাছে জানোয়ার বেচে। অথচ ওরাই আবার অন্যত্র চড়া মূল্যে বিক্রি করে ও-সব, বানায় বিপুল মুনাফা। এমতাবস্থায় মহান শাসকের দরবারে সুবিবেচনা প্রার্থনা করছি আমি ভুক্তভোগীদের পক্ষে...'

'এ অন্যায়,' মতামত জানাতে এক মুহূর্ত সময় নিলেন না সুলেমান। 'খাজনার পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হোক ওদের, আর দ্বিগুণ করে দেয়া হোক ভেনিসীয়দেরটা। কী বলেন, উজির মশাই?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন পিরি পাশা। 'এক্ষুণি এটা ঘোষণা করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি, জাঁহাপনা।'

'সাব্বাস, বেটা!' পুত্রের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন সুলেমান।

ছোট্ট মুস্তফার কাছে হার স্বীকার করে নিয়েছে রক্ষী। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেছে মাটিতে।

লোকটার বুকের উপর একটা পা তুলে দিল শিশুটি। গলায় নকল তলোয়ার ঠেকিয়ে আধো-আধো কণ্ঠে বলল, 'ক্ষমা প্রার্থনা করো, দুশমন! নইলে তোমাকে হত্যা করব আমি!'

'যুবরাজ! দয়া করে মারবেন না আমাকে, যুবরাজ।' মেকি কান্নায় মুখ বিকৃত করল রক্ষী। 'দয়া করুন... দয়া করুন

BanglaBook.org

আমাকে।'

হেসে উঠলেন সুলেমান।

ইব্রাহিম আর পিরি পাশার মুখেও খেলা করছে বাৎসল্যের হাসি।

'আব্বু! আব্বু! জিতে গেছি আমি!' অবোধ মুস্তফার আনন্দ আর ধরে না।

'বটে!' লাফ দিয়ে আগে বাড়লেন সুলেমান। 'নিজের বাপটাকে হারাও দেখি এ-বার!'

তলোয়ার হাতে পিছিয়ে গেল মুস্তফা। আক্রমণ আসবার অপেক্ষায় তৈরি।

ভূপাতিত রক্ষীকে টপকালেন মুস্তফার আব্বু। পরাজিতের কাঠের তলোয়ারটা তুলে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন ছেলের সঙ্গে।

পিরি পাশা আর দাঁড়ালেন না। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রস্থান করলেন।

মুখে হাসি নিয়ে বাপ-বেটার দ্বৈরথ দেখছে ইব্রাহিম। কোন্ সময় সুলতানের বোন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, খেয়ালই করল না।

'ও কি খুব বিরক্ত করছে আপনাদের?'

হাফিজার কথায় ঘাড় ফেরাল যুবক। এবং বুঝতে পারল, ওকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে কথাটা।

'নাহ, একদমই না!' হড়বড় করে বলল পুলকিত ইব্রাহিম। ভাবছে, সূর্য আজ কোন্ দিকে উঠল। রাজকুমারী হাফিজা কথা বলছেন ওর সঙ্গে!

'বলবেন কিন্তু করলে।' পাকা আপেলের রং ধরেছে রাজকুমারীর গালে। 'আচ্ছা করে বকে দেব।'

কথা হাতড়াচ্ছে ইব্রাহিম। আর কী বলা যায়, বুঝে উঠতে পারছে না। মেয়েদের সঙ্গে বাতচিতের তেমন একটা অভিজ্ঞতা নেই ওর ঝুলিতে। কেমন যেন ভেড়া-ভেড়া মনে হচ্ছে ওর নিজেকে।

BanglaBook.org

ভালো লাগা আর অস্বস্তি— দুই-ই ঘিরে ধরেছে হাফিজাকে। 'মুস্তফা!' ডাক দিল রাজকন্যা। 'চলে এসো এখন। গোসলের সময় হয়ে গেছে।'

হেসে বিদায় নিল মুস্তফার ফুপু। যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ভুলল না ইব্রাহিমকে।

উনিশ

রাজমাতা হাফসা সুলতানের সম্মানে আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে হেরেমখানায়।

এক দল মেয়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কসরত করছে; তারই তালে কেউ দেখাচ্ছে নাচ, কেউ বা গাইছে গান।

সঙ্গীত আর নৃত্যের ফাঁকে-ফাঁকে সুললিত কণ্ঠে শায়েরি পরিবেশন গোটা আয়োজনটাকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা।

এর বাইরে আরও রয়েছে সুমবুল আগার একক পরিবেশনা— কৌতুক-নকশা। ভাঁড়ামি করে সবাইকে হাসিয়ে মারছে লোকটা।

দলবল নিয়ে অনুষ্ঠানে মশগুল হয়ে আছেন হাফসা। প্রফুল্ল মনে ভাবছেন: এই না হলে জীবন! দুঃখ নেই, কষ্ট নেই; হাসি-আনন্দে ভরপুর সকলের মন। সত্যি, ভীষণ পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে আজ তাঁর নিজেকে।

সুস্বাদু খাবার আর শরীর চাঙ্গা করা পানীয়ের ফোয়ারা ছুটছে চতুর্দিকে।

BanglaBook.org

দম ফেলবার ফুরসত নেই আপ্যায়নকারীদের। ব্যস্তসমস্ত ভাবে চাহিদা পূরণ করছে ওরা সম্মানিত মেহমানদের।

একজনেরই শুধু মন নেই বিনোদন-বিচিত্রায়।

মাহিদেভরান।

সরু চোখে তাকিয়ে আছে ও দোতলার বারান্দার দিকে।

আর-সব মেয়ে নিচে এসে জড়ো হলেও উপর থেকে নামেনি আলেক্সান্দ্রা। রেইলিং-এ দু'হাত রেখে দেখছে নিচের জমায়েত।

ব্যাপারটা ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে 'সুলতান-পত্নী'-র কাছে। অন্যদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে কী বোঝাতে চাইছে মেয়েটা: সকলের চাইতে সেরা ও?

ঘাড় উঁচু করে তাকাতে হচ্ছে 'ছুঁড়ি'-টার দিকে— এটাও জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে মাহিদেভরানের মনে। ভিড়ের মধ্যে যে একটা মেয়ে অনুপস্থিত, কারও কি চোখে পড়ছে না বিষয়টা?

আজিব!

একটু পর-পর রাশান বন্দিনীর চোখে চোখ পড়ছে ওর।

ভাবল: মেয়েটা কি জানে ওর পরিচয় সম্বন্ধে?

জানে, সুলতান সুলেমানের এক নম্বর পছন্দের নারী ও?

জানে নিশ্চয়ই।

নইলে কেন বিশ্ব জয়ের হাসি লেপটে থাকবে কামিনীটার মুখে?

বিদ্রূপাত্মক ওই চাউনির অর্থ কি এই না, যে: দেখেছ, কেমন কবজা করে নিলাম তোমার একান্ত প্রেমিক পুরুষটিকে!

অসহ্য!

খুন করতে ইচ্ছা করছে ওই ডাকিনীটাকে!

হেরেমে ঢুকেই আলেক্সান্দ্রাকে চিনিয়ে দিয়েছে গুলশাহ।

ফিরোজা-বসনা ভিন দেশি সুন্দরীকে দেখে মুহূর্তের জন্য থ হয়ে গিয়েছিল মাহিদেভরান।

BanglaBook.org

সাক্ষাৎ হুর যেন ওই মেয়ে! মাটির পৃথিবীতে কেমন যেন বেমানান!

ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে গিয়েছিল ওর বিস্ময়ে। নিজের সঙ্গে তুলনাটা এসে যাচ্ছিল আপনা-আপনি, সচকিত হয়ে সামলে নিয়েছে নিজেকে।

রূপই কি একটা মেয়ের সব? ওর এত দিনের প্রেম, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, সমর্পণ... এ-সব কিচ্ছু না?

কিন্তু, যত তিক্তই হোক, সত্যিটা ওর জানা। আগে না মানলেও হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে এখন। এরই নাম বাস্তবতা!

ঈর্ষার বিষ-দংশনে নীল হলো মাহিদেভরান। আল্লাহ কেন যে তাকে আরও সুন্দরী করে তৈরি করলেন না?

কিন্তু সৌন্দর্যের ঘাটতি থাকলেও দুষ্টবুদ্ধির কমতি নেই মাহিদেভরানের মগজে।

শাশুড়ি-মায়ের দিকে চাইল ও।

হাফিজার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছেন মহিলা।

খল নায়িকার হাসি খেলে গেল 'পুত্রবধূ'-র ঠোঁটে।

চোখের আগুনে ভস্ম করল ও আলেক্সান্দ্রাকে।

নাহ, বুদ্ধিটা কাজে না দিয়েই যায় না!

গুলশাহকে বলল, 'নিচে আসতে বলো তো ওকে।'

'কে, আলেক্সান্দ্রা?' বেশ একটা ডাঁট নিয়ে নাচ-গান দেখছিল মাহিদেভরানের চাকরানি, চমকে গেল মনিবানীর কথা শুনে। 'সেটা কি ঠিক হবে, বিবি-সাহেবা? বেগম সাহেবা আছেন এখানে। শুনেছেনই তো, ওই মেয়ের ব্যবহার কত খারাপ। উলটা-পালটা কিছু করে না বসে আবার! এত সুন্দর অনুষ্ঠানটা মাটি হয়ে যাবে তা হলে।'

'মনিবানী আমি, না তুই?' কথাটা হুমকির মতো শোনালেও

BanglaBook.org

মিটিমিটি হাসছে মাহিদেভরান। 'যা বলছি; কর। নিয়ে আয় ওকে।'

আর কথা বাড়াল না গুলশাহ। কে জানে, বিবি-সাহেবার মনে কী চলছে। ওর কাজ তো কেবল হুকুম পালন করা। উঠে দোতলার উদ্দেশে রওনা হলো সে।

তার কিছুক্ষণ পর রাজনন্দিনীর মতো পালিশ করা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আলেক্সান্দ্রা। দেখে কে বলবে, আদতে ও-ও একজন দাসীই।

কীভাবে এগোবে, মনে-মনে গুছিয়ে নিয়েছে মাহি। গলার স্বরে মধু ঢেলে বলল (যদিও চোখের দৃষ্টি বলছে অন্য কথা), 'শুনেছি, ভালো নাচো নাকি তুমি! তো, দেখাও না কেন আমাদের?'

কাছেপিঠে যে-সব মেয়ে ছিল, তারা ভাবল: হয়েছে কাম! সুলতানের প্রিয় রক্ষিতার মনে যদি বেইজ্জত করবার চিন্তা থাকে আলেক্সান্দ্রাকে, সে খায়েশ ওঁর পূরণ হবার নয়।

জানেই তো ওরা: কেবল ভালো নয়, অসাধারণ নাচে ওদের সহচরী।

মাহিদেভরানের সামনে ইতস্তত করছে আলেক্সান্দ্রা। তখন হাফসা সুলতানও আগ্রহ প্রকাশ করতে ঝেড়ে ফেলল সমস্ত দ্বিধা।

মহিলার উদ্দেশে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে পিছিয়ে গেল ও কিছুটা।

কয়েক মুহূর্তের প্রস্তুতি।

এরপর দেখতে লাগল সবাই রাশান নর্তকীর কারিশমা।

আরবি সুরের মাদকতাময় ছন্দে মানুষরূপী নাগিনীতে পরিণত হলো মেয়েটা। আক্ষরিক অর্থেই ইন্দ্রজাল রচনা করল হেরেমের অভ্যন্তরে।

চোরা দৃষ্টিতে শাশুড়ির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল মাহিদেভরান।

BanglaBook.org

দেখল: যা-ও বা একটু সংশয় ছিল ওঁর মনে, সেটা দূর হয়ে গিয়ে মুগ্ধতা ফুটে উঠছে রাজমাতার গৌরবদীপ্ত মুখমণ্ডলে।

মোমের মতো গলতে শুরু করেছেন তিনি।

নড়েচড়ে বসলেন হাফসা। এ-মেয়ে তো ওঁর পূর্বধারণাই বদলে দিচ্ছে। মহা সুন্দরী, সন্দেহ নেই; গুণেরও যে কিছু কমতি নেই, সেটাও তো দেখতে পাচ্ছেন এখন।

আরও অনেক প্রতিভাই হয়তো সুপ্ত রয়ে গেছে বিদেশিনীর মধ্যে, কে বলতে পারে। ঠিক মতো শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারলে...

মাথা দুলিয়ে নিজের সঙ্গে সমঝোতায় এলেন রানি-মাতা—...হ্যাঁ, কেন নয়? কোনও একদিন হয়তো রাজপরিবারের যোগ্য হয়ে উঠবে মেয়েটা, হবে...

মাহিদেভরান দেখল, বিপদ! খেলাটা ছুটে যাচ্ছে ওর হাত থেকে।

মায়ের মতো হাফিজাও, মনে হচ্ছে, মজে গেছে আলেক্সান্দ্রায়।

তৎপর হবার তাগিদ অনুভব করল ও। প্রতিদ্বন্দ্বীর মনোযোগ নষ্ট করবার নিয়তে বলে উঠল, 'দারুণ! দারুণ দেখাচ্ছ, আলেক্সান্দ্রা!'

যা হবার, তা-ই হলো।

নাচে বাধা পড়ায় থেমে যেতে হলো আলেক্সান্দ্রাকে।

জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও রাজমাতার সামনে।

মাহিদেভরানের উপর বিরক্ত হলেও কিছু বললেন না হাফসা। মন থেকে যে প্রশংসা করেনি মাহি, সেটা নাচিয়ে মেয়েটার মতো তিনিও বুঝতে পারছেন ভালো মতো।

'ভালোই দেখিয়েছ,' বিষ মাখা স্বরে বলল মাহিদেভরান। 'তবে তোমার নাচটা কিন্তু আপত্তিকর ছলাকলায় ভরা। কোথায়

BanglaBook.org

শিখলে এই তুকতাক?'

সরল, নিষ্পাপ দু'চোখ মেলে প্রশ্নকারিণীকে দেখল আলেক্সান্দ্রা।

গুলশাহর মনিবানীর মুখ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল, জিত আসলে ওর নিজেরই হয়েছে। যে প্রশ্ন ওকে করা হয়েছে, তার কোনও জবাব হয় না। কাজেই, চুপ করে থাকাটাই শ্রেয়।

মাহিদেভরানও ছাড়বার পাত্রী নয়। 'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি, আলেক্সান্দ্রা।'

আমোদ পেল এ কথায় 'জীবনসুধা'। মুখে শুধু বলল: 'হুররেম।'

যেন বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। আর তার পরই নামল পিন-পতন নীরবতা।

একটা ভ্রু উপরে তুলল মাহি। খনখনে গলায় বলল, 'কী বললে তুমি?'

'আমার নাম, জনাবা।' জড়তার লেশ মাত্র নেই এখন আলেক্সান্দ্রার মধ্যে। 'হুররেম। শোনেননি বোধ হয়, জাঁহাপনা নিজে এ নাম দিয়েছেন আমাকে। অর্থাৎ, আমি আর এখন আলেক্সান্দ্রা নই।'

থমথমে হয়ে উঠল অপমান-জর্জরিত মাহিদেভরানের চেহারা। ঠাণ্ডা গলায় বলল ও, 'সাহস তো তোমার কম নয়, মেয়ে! মুখের উপর দিয়ে কথা বলো!'

'বলতে আপনি বাধ্য করেছেন, তাই,' কাটা-কাটা স্বরে পালটা জবাব দিল আলেক্সান্দ্রা।

মাহিদেভরান নয়, এ-বার প্রতিক্রিয়া দেখালেন ওর শাশুড়ি। বেয়াদবি একদমই সইতে পারেন না তিনি, আর সে আচরণ যদি আসে তুচ্ছ এক হেরেম-বন্দির কাছ থেকে, তবে তো খড়্গহস্ত হওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনও পথ থাকে না। তাঁরই সামনে, তাঁরই

BanglaBook.org

'ছেলের বউ'-এর সঙ্গে গলা তুলে তর্ক করা; সবাই-ই দেখছে এ ঘটনা— এতে তাঁর সম্মানটা থাকল কোথায়? ভাববেটাই কী লোকে?

'চুপ করো!' ভয়ানক রাগে বিকৃত হয়ে উঠল রাজমাতার স্নেহপরায়ণ মুখটা। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। প্রশ্রয়ের যে ভাব জেগে উঠেছিল আলেক্সান্দ্রার প্রতি, সম্পূর্ণ উধাও তা। 'প্রহরী! চোখের সামনে থেকে দূর করো এটাকে! পাতালে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে রাখো!'

শুনে বিচলিত হয়ে উঠল সুমবুল, নিগার, মারিয়া সহ অধিকাংশ মেয়ে।

এক মাত্র মক্ষিরানির মুখটা ভাবলেশহীন। যেমন কর্ম, তেমন ফল: ভাবছে সে।

তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হলো আলেক্সান্দ্রাকে।

প্রখর আত্মসম্মানবোধের কারণেই হয়তো, জোরাজুরি কিংবা একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না মেয়েটা।

অনুষ্ঠানটাই পণ্ড।

ভিতরে-ভিতরে হেসে খুন হয়ে যাচ্ছে মাহিদেভরান।

এটাই তো চেয়েছিল ও। হ্যাঁ, এতক্ষণে ভালো লাগতে শুরু করেছে সব কিছু।

সবই বুঝলেন হাফসা। কিন্তু কিছু করার নেই তাঁর!

BanglaBook.org

বিশ

মাটির নিচের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হলো আলেক্সান্দ্রাকে।

শাস্তিদাত্রী হাফসার চোখের আড়াল হতেই অবশ্য মোচড়ামুচড়ি শুরু করেছিল সে। সেই সঙ্গে চলল ধমকাধমকি, হুমকি।

কিন্তু একটুও হেলদোল হলো না আদেশ পালনকারীদের মধ্যে। টানতে-টানতে অভিযুক্তাকে নিচে নিয়ে চলল 'পাষাণ' লোকগুলো।

পিঠে জোরদার এক ঠেলা খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ল মেয়েটা ধুলো-ময়লার মাঝে।

ঘটাং-ঘট শব্দে লেগে গেল কারার ওই লৌহকপাট।

নাকে-মুখে ধুলো যেতে হাঁচি-কাশিতে জেরবার অবস্থা আলেক্সান্দ্রার; ধাতস্থ হতে শুনতে পেল, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে-হতে মিলিয়ে যাচ্ছে প্রহরীদের পায়ের আওয়াজ।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে খাড়া হয়ে আছড়ে পড়ল ও জেলখানার গরাদের উপরে। ভীষণ আক্রোশে ঝাঁকাতে চাইল দরজাটা। একটুও নড়ল না মোটা লোহার শিক। তখন চাগিয়ে ওঠা ভয়টাকে চাপা দিতে প্রাণ ভরে গালি দিল ওর এই দুর্দশার জন্য দায়ী সব্বাইকে।

BanglaBook.org

বুকের অশান্ত ওঠানামা একটু কমে আসতে নতুন অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হলো আলেক্সান্দ্রা।

ঠাণ্ডা। উরিব্বাবা! মাংস ভেদ করে হাড়ে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে একেবারে।

চারপাশে নজর বোলাল ও।

ফায়ারপ্লেসের আরামদায়ক উষ্ণতা থেকে হিম ঘরে নির্বাসন— মনটাই খারাপ হয়ে গেল। খোদা কিন্তু সাক্ষী; দোষটা আসলে কার?

ধাঁ করে ব্রহ্মতালু স্পর্শ করল মাত্রই থিতিয়ে আসা রাগটা। নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে দুমাদুম কিল মারল মেয়েটা পাশের দেয়ালে। তাতেও ক্ষোভ না কমায় লাথি হাঁকাল সর্বশক্তি দিয়ে।

'উহ!' চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায়।

ফিতে ছিঁড়ে গিয়ে জুতোটা খসে পড়েছে পা থেকে। কিন্তু কিছুই হয়নি অটল পাথরের। হবার কথাও নয়।

যন্ত্রণার চোটে পানি বেরিয়ে গেছে চোখ থেকে, আহত পা-টা চেপে ধরে ইতস্তত খড়কুটো ছড়ানো, স্যাঁতসেঁতে নোংরা মেঝের উপরেই বসে পড়ল আলেক্সান্দ্রা। হাঁপ ধরে থাকা বুকটা থেকে আটকে পড়া ফোঁপানি ছাড়া পেতেই কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

অনেকক্ষণ কাঁদল এক নাগাড়ে।

কেঁদেকেটে কিছুটা হালকা হলে প্রয়াস পেল ভালো করে আশপাশটা দেখবার।

জীবন্ত কী একটা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে পরনের দামি পোশাকটার ছড়ানো প্রান্তে, টান লাগছে কাপড়ে।

সাহস করে ঊরুর উপর উঠে এল ওটা।

চামড়ায় নখের আঁচড় লাগতেই সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়ে হাতের ঝাড়া দিয়ে খেদাল ও

BanglaBook.org

রোমশ জীবটাকে।

খস-খস, কিচ-কিচ আওয়াজ উঠছে চারপাশ থেকে।

আবছা আলোয় ঠিক দৃষ্টিগোচর না হলেও এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না বুঝতে: একটা নয়, ধেড়ে ওই প্রাণী অনেক আছে এ কয়েদখানায়।

পুরুষ্টু একটা মাকড়সা কিলবিল করে হেঁটে গেল আলেক্সান্দ্রার সামনে দিয়ে।

ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেল মেয়েটা।

ফরফর শব্দ করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একটা আরশোলা।

চমকে উপরে চাইল ও।

অনেক উঁচুতে ছাত।

কোথায় একটা টিকটিকি ডেকে উঠল টিক-টিক করে।

এক মাত্র আলোর উৎস এখানে একটি মাত্র মশাল।

বন্দিশালার বাইরে, অনেক দূরের দেয়ালের এক মশালদানিতে গুঁজে রাখা আছে ওটা।

অত দূর থেকে আসা ছায়া-ছায়া, ছানার পানির মতো আলোয় ভয়ের আরেকটা উপকরণ আবিষ্কার করল বন্দিনী।

মাকড়সার ঝুলে আগাগোড়া আবৃত, তারি পরও চেনা যায়— দেয়াল ঘেঁষে লম্বা এক জোড়া শিকল ঝুলছে ছাতের আংটা থেকে। শিকল দুটো যেখানে শেষ হয়েছে, সেই প্রান্তে আটকানো দুটো ধাতব কড়া।

ঢোক গিলল আলেক্সান্দ্রা।

না জানি কত বন্দিকে নির্যাতন করা হয়েছে আঁধার এ কুঠুরিতে!

ভয়ঙ্কর সে অত্যাচার সইতে না পেরে তিলে-তিলে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে কত না অসহায় মানুষ!

BanglaBook.org

গা গোলানো দুর্গন্ধে পেটের ভিতরটা হঠাৎ পাক দিয়ে উঠল ওর।

ইঁদুর-তেলাপোকার বিষ্ঠা নয়, মনে হলো, লাশের গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভিতর ফিসফিস করছে বিদেহী প্রেতাত্মারা।

গুমট পরিবেশটা যেন দম আটকে মারবে!

কখনওই আর মুক্তি পাব না এখান থেকে— এ কথা মনে হতেই আস্ত মরুভূমির অস্তিত্ব টের পেল ও গলার ভিতরে।

সুলতান কি উদ্ধার করবেন না ওঁর 'জীবনদায়িনী'-কে? নাকি তিনিও...

নাহ!

খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল আলেক্সান্দ্রার, ওর উপর অবিচার করা হয়েছে, এ কথা জানতে পারলে সব কিছু ফেলে ছুটে আসবেন সুলেমান।

কিন্তু কখন?

...কবে?

চোখ বন্ধ করে মনে-মনে জপ করতে লাগল বেচারী সুলতানের নাম।

হতভাগিনীর কষ্টে সামিল হতে বাইরেও যেন বদলে গেছে প্রকৃতি।

ভীষণ চেহারার কালো মেঘের বাহিনী দখল করে নিয়েছে ইস্তাম্বুলের আকাশ। বজ্রের বর্শা ছুঁড়ছে থেকে-থেকে। মুহূর্ত পরের বিকট আওয়াজে প্রলয়-সঙ্কেত।

আপাত থমকে যাওয়া বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস।

ক্ষণে-ক্ষণেই ভেটকি মেরে হাসছে মাহিদেভরান।

কী মোক্ষম চালটাই না চালল আজকে! কারসাজি করে

BanglaBook.org

সুলেমানের আম্মাকে খেপিয়ে দিয়েছে রাশান বেশ্যাটার বিরুদ্ধে।

পচে মর এ-বার আলো-বাতাসহীন কারাগারের চারদেয়ালের মধ্যে!

করবি আর সুলতানকে রূপের ঘায়ে ঘায়েল?

তোর মতো চেহারা-সুরত না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে একটা ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। হুঁ, হুঁ, বাবা!

আজ রাতে ভালো ঘুম হবে ওর।

মনিবানীর পিছনে বসা গুলশাহও বেজায় খুশি। না হয়ে উপায় কী! যত দিন কদর আছে ওর মালকিনের, ওরও পোয়া বারো তদ্দিন। সুলতানের কাছে মহিলা গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেই কপাল পুড়বে ওর।

'হয়ে গেছে, বিবি-সাহেবা,' চুল বাঁধা শেষ করে বলল চাকরানি।

গোলাকার হাত-আয়নায় নিজেকে দেখল মাহিদেভরান। খুশির চোটে বেরিয়ে পড়ল সব ক'টা দাঁত।

এ-বার! ফেরাতে পারবেন ওকে সুলতান?

উঁহুঁ! সবাই জানে, কেমন মা-অন্তঃপ্রাণ সুলেমান। যখন জানতে পারবেন, মায়ের হুকুমেই কয়েদ করা হয়েছে ওঁর পেয়ারের বাঁদিকে, কী করবেন তিনি?

দুটো পথই খোলা আছে ওঁর সামনে। হয় মায়ের অবাধ্য হবেন, নয় তো ওর দুটো পায়ে সমর্পণ করবেন নিজেকে।

কোন্‌টা ঘটবে?

প্রথমটা নিশ্চয়ই নয়।

'জায়গাটা খুব খারাপ, না রে?' পিছনের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল মাহি।

'কোন্ জায়গা, মালকিন?'

'ওই... যেখানে আটকে রেখেছে বেবুশ্যেটাকে।'

BanglaBook.org

'হয়, মালকিন। শুনেছি, এক-একটা ইঁদুর যা বড় না, বিড়াল পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে!' কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করতে চোখ দুটো রসগোল্লা বানিয়ে ফেলেছে ভৃত্যা।

'খারাপ কী?' ঠোঁট টিপে বলল মাহিদেভরান। 'ইঁদুরের সাথেই নাচবে না হয়।'

স্থূল এই রসিকতায় দু'জনেই হেসে উঠল খিলখিল করে।

একুশ

গালিচায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে, নিচু টেবিলে ঘাড় গুঁজে কী যেন লিখছিলেন সুলেমান, জানালা দিয়ে আসা এক ঝলক ভেজা বাতাসে মুখ তুলে তাকালেন।

রেশমি পরদাটা নাচছে নোনা বাতাসের ইঙ্গিতে।

কেমন জানি অস্বস্তি লেগে উঠল তাঁর। ধরবার চেষ্টা করলেন, কোথায় এই বোধের উৎস।

ব্যর্থ হলেন।

ঘরেই ছিল সুমবুল আগা। কী একটা কাজে এসেছে।

পালকের কলমটা পার্চমেন্টের উপর রেখে ডাকলেন তিনি লোকটাকে।

'জি, জাঁহাপনা?' বিনীত স্বর খোজার।

'আজ রাতেও হুররেমকে আমার কাছে পাঠিয়ো।'

বোবা হয়ে গেল সুমবুল। এখন উপায়? কী করে জানাবে ও

BanglaBook.org

কথাটা?

তুতলে গিয়ে বলল, 'হুর... রেম?'

'আলেক্সান্দ্রা মেয়েটার কথা বলছি। নতুন নাম দেয়া হয়েছে ওর, জানো না?'

'হুর—' বলতে গিয়েও থেমে পড়ল আগা। আমতা-আমতা করছে।

ভুরু কুঁচকে উঠল সুলতানের।

'কোনও সমস্যা?'

'জ্-জি,' ঢোক গিলে বলল লোকটা। 'প্-পাতালঘরে ব্-বন্দি করে রাখা হয়েছে হ্-হুররেমকে।'

'কী!' সটান উঠে দাঁড়িয়েছেন সুলতান। 'কে বন্দি করেছে? কেন?'

মাছের মতো খাবি খেতে লাগল সুমবুল। 'আ-আপনার...'

'বলো!' গর্জে উঠলেন সুলেমান।

'আপনার আম্মা, জাঁহাপনা!' তড়বড় করে কথাটা বলে হাঁফ ছাড়ল অনন্যোপায় খোজা।

ভাষা হারালেন সুলেমান।

এ কী শুনছেন তিনি! কী করে এ কাজ করতে পারলেন আম্মা! এত ভালো মেয়েটার অপরাধ কী?

অগ্নিগিরির মতো বিস্ফোরিত হলেন তিনি। 'এক্ষুণি বের করো ওকে! এক্ষুণি!'

BanglaBook.org

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সুমবুল আগা।

কত বার যে বাড়ি খেল করিডোরের দেয়ালে! একবার তো বহু কালের চেনা পথ ভুলে চলে যাচ্ছিল আরেক দিকে।

একটা মোড় ঘুরতে ধাক্কা লাগল দায়ার সঙ্গে।

'অ্যাই! অ্যাই! কানার বাচ্চা কানা! মাথা খেয়েছিস নাকি

চোখের? ...আরে, সুমবুল! কাণ্ড দেখো! তুফানের বেগে চললে কোথায়? কুত্তার তাড়া খেয়েছ নাকি?' বলে উঠল বিস্মিত মহিলা।

'তার চেয়েও খারাপ, জনাবা!' মেয়ে-মানুষের মতো ঠোঁটে হাত-চাপা দিল সুমবুল আগা।

'মানে!'

'আলেক— থুড়ি— হুররেমের পরিণতির কথা জেনে গেছেন সুলতান! এমনই রাগা রেগেছেন... উরি, বাবা! আমি এখন যাচ্ছি পাতালে, মেয়েটাকে মুক্ত করে আনতে!'

'কিন্তু বেগম সাহেবা?' বাধা দিল চিন্তিত দায়া। 'উনি খেপবেন না?'

'ওঁকে সামলানোর দায়িত্ব আপনার। বাবা রে, বাবা! আমি চললাম!' বলে নিষ্ক্রান্ত হলো আতঙ্কিত সুমবুল।

তালা খুলবার আওয়াজে চোখ মেলে চাইল ক্লান্ত, অবসন্ন হুররেম।

শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর দাগ ওর গালে। গত কয়েক ঘণ্টায় দানা-পানি পড়েনি পেটে। কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ওর জানার কথা নয়, না খাইয়ে রাখবার সিদ্ধান্তটা কুচক্রী মাহিদেভরানের একার।

এলানো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল মেয়েটা।

উফ!

মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। এত যন্ত্রণা!

শুকিয়ে চড়চড় করছে ঠোঁট। এক ফোঁটা পানি যদি পেত!

ঘোলা চোখে তাকাল ও সেলের কপাটের দিকে।

ও কি মুক্ত?

নাকি নতুন কোনও শাস্তি অপেক্ষা করছে সামনে?

BanglaBook.org

অপরাধীর মতো মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে ইব্রাহিম পারগালি।

'আমি জানতে চাই, তোমার অজান্তে কী করে ঘটল এই ঘটনা?' ওর কাছে কৈফিয়ত দাবি করলেন সুলতান।

'মাফ করবেন, জাঁহাপনা,' নম্র স্বরে বলল ইব্রাহিম। 'আপনি তো জানেনই, হেরেমে পা দেয়া হারাম আমার জন্যে। ওখানে কী হচ্ছে, না হচ্ছে, সেটা জানা একটু মুশকিল।'

কথাটা মিথ্যা নয়। কাজেই, চুপ করে যেতে হলো সুলতানকে।

কোনও দিন যা ঘটেনি, তা-ই ঘটল এ-বার তোপকাপি প্রাসাদে। সশরীরে হেরেমে হাজির হলেন সুলতান!

নিজের ঘরের বিছানায় চোখ বুজে পড়ে ছিল হুররেম।

নিগার, আয়েশা আর সুমবুল মিলে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা নিচ্ছিল ওর।

সুলতান দরজা হাট করে প্রবেশ করতেই ছিটকে এক পাশে সরে দাঁড়াল তিনজনে। যথাসম্ভব নিচু করে রেখেছে মাথা।

হুররেমের হাল দেখে জল বেরিয়ে আসতে চাইল সুলেমানের চোখ ফেটে।

পেট অবধি চাদর টানা দেহটায়, মনে হচ্ছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। ময়লা হয়ে আছে দামি জামাটা। ঝরে যাওয়া, বাসি একটা ফুল পড়ে আছে যেন নিতান্ত অবহেলায়। একটা হাত ঝুলছে বিছানার বাইরে।

সর্বহারার মতো ওর কাছে ছুটে গেলেন তিনি। শিয়রে বসে ডাকলেন প্রেয়সীকে। গলাটা ভেঙে এল ওঁর ডাকতে গিয়ে।

সাড়া নেই।

এ-বার অত্যন্ত সাবধানে অজ্ঞান মাথাটা তুলে নিলেন কোলের উপরে। কালি লেগে থাকা কপোল স্পর্শ করে ফের উচ্চারণ

BanglaBook.org

করলেন নামটা।

হ্যাঁ, এ-বারে কেঁপে-কেঁপে উঠে খুলে গেল বন্ধ চোখের পাতা জোড়া।

কিন্তু হুররেমের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও চোখে।

দুঃখে বিদীর্ণ হবার উপক্রম হলো সুলেমানের বুকটা। দূরদেশবাসিনী এই মেয়ে ঐশ্বর্য হয়ে এসেছিল ওঁর জীবনে, কিন্তু আজ তার নিজের জীবন থেকেই হারিয়ে গেছে সুধা।

'হুররেম!' গালে, চিবুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করছেন সুলতান।

'সুলেমান!' নাম ধরে ডাকল হুররেম, ভাষা ফিরে পেয়েছে চোখে। 'এসেছ তুমি!'

আর কিছু বলতে পারল না।

সুলতানের হাত আঁকড়ে ধরে মুখ গুঁজল ওঁর কোলের মধ্যে। ফোঁপাতে লাগল বাচ্চাদের মতো।

টপ করে তপ্ত এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল মেয়েটার ফ্যাকাসে গালে।

মুখটা নামিয়ে এনে ওর কপালের পাশে চুমু দিলেন সুলেমান।

চোখে জল আর আগুন যুগপৎ নিয়ে তাকালেন হুররেমের শুশ্রূষাকারীদের দিকে।

'মুখ-হাত মুছিয়ে দেয়া হয়নি কেন ওর?' গর্জন ছাড়লেন। 'কাপড় বদলানোর ব্যবস্থা হয়নি কেন? ওষুধ-পথ্য কই? ডাক্তার-কবিরাজ কোথায়? জলদি ব্যবস্থা করো! জলদি করো সব!'

'জি-জি!' করে ছুট লাগাল তিনজন তিন দিকে।

আরও একটা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটল পরদিন সকালে।

বার-বার দরজার দিকে চাইলেন হাফসা।

BanglaBook.org

কিন্তু রোজকার মতো নিয়ম করে মায়ের কাছে এলেন না সুলেমান।

বাইশ

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, গুলশাহ?' জিজ্ঞাসা ছোট্ট মুস্তফার।

'প্রথমে, তোমার দাদিজানের কাছে,' সুলতান-পুত্রের জামার বোতাম লাগাতে-লাগাতে বলল চাকরানি। 'তারপর তোমাকে তোমার মাস্টার সাহেবের কাছে দিয়ে আসব।'

'উফ!' নির্ভেজাল বিরক্তি প্রকাশ করল মুস্তফা। 'পড়া! পড়া! পড়া! খালি পড়া! খেলব কখন তা হলে?'

অনুমোদন প্রত্যাশায় মায়ের দিকে তাকাল ছেলে। 'আম্মু, মানিসায় ফিরে যাই, চলো। সবাই খালি পড়তে বলে এখানে... একটুও খেলতে দেয় না আমাকে।'

'প্রত্যেক দিন এই এক কথা তোর— খেলা, খেলা,' ক্লান্ত স্বরে বলল মাহিদেভরান। 'কত বার বলেছি: পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা। অশিক্ষিত হয়ে থাকতে চাস নাকি সারা জীবন?'

ফুস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল হতাশ মুস্তফা। এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দাদির কামরা কোথায়, জানাই আছে ওর।

মালকিনের দিকে চেয়ে হাসল গুলশাহ। মুখ-চোখ থেকে স্নেহ

BanglaBook.org

উপচে পড়ছে ওর।

প্রত্যুত্তরে কপট হতাশায় মাথা নাড়ল মাহিদেভরান।

ছোট-ছোট পা ফেলে করিডোর দিয়ে ছুটছে চপলমতি মুস্তফা। দু'হাত মাথার উপর তুলে তিড়িং-বিড়িং লাফাচ্ছে; আর আবোল-তাবোল, অর্থহীন আওয়াজ ছাড়ছে মুখ দিয়ে।

একটা বাঁক অতিক্রম করতেই মর্মরের মেঝেতে পা পিছলে গিয়ে সংঘর্ষ হলো ওর হুররেমের সঙ্গে। সে তখন ফিরছিল সুলতানের কামরা থেকে।

ধাক্কা খেয়ে মেয়েটাকে জাপটে ধরেছে মুস্তফা।

আকস্মিক এ ঘটনায় পিলেটা চমকে গেলেও চোখের পলকে সামলে উঠল হুররেম। খপ করে ধরে ফেলল বাচ্চাটার দু'বাহু। আপনা-আপনিই বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে: 'আহ-হা, বাবু! লাগেনি তো?'

'বাবু না আমি,' ফোলা গাল আরও ফুলিয়ে বলল পাকা বুড়ো। 'শাহজাদা মুস্তফা! সরো, যেতে দাও আমাকে। আব্বুর কাছে যাচ্ছি।'

হাঁটু মুড়ে সুলতানের ছেলের চোখের সমান্তরালে চোখ নামিয়ে আনল হুররেম।

এ-ই তা হলে শাহজাদা!

হেসে বলল, 'তা-ই?' মুহূর্তে গম্ভীর বানিয়ে ফেলল চেহারা। 'কিন্তু এ-ভাবে তো যেতে পারবে না তুমি— একা-একা।'

'তুমি কে? নাম কী তোমার?' প্রসঙ্গ বদলে ফেলল বাচ্চা ছেলেটা। খুদে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে তরুণীর ফরসা গাল, আগুন-লাল চুল।

'আমার নাম হুররেম।' প্রশ্রয়ের হাসি মেয়েটার মুখে। 'তোমার আব্বু এই নাম দিয়েছেন আমাকে।'

BanglaBook.org

'আব্বু! আব্বুকে তুমি চেনো?'

'অবশ্যই। ভালো করেই চিনি আমি তোমার আব্বুকে।'

'তা হলে নিয়ে চলো না আমাকে আব্বুর কাছে!' আবদার ধরল শিশুটি।

'মুস্তফা!'

সপাং করে কথার চাবুক পড়ল ওর পিঠের উপরে।

'চলে এসো এ-দিকে! এক্ষুণি! খবরদার, আর কক্ষণো ওর কাছে যাবে না!' কড়া গলায় সতর্ক করল মাহিদেভরান।

বলল বটে আসতে, কিন্তু পুত্রের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল না মা এক দণ্ডও। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে হুররেমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল মুস্তফাকে। 'ছাড়ো ওকে! কী মন্ত্র পড়ছ আমার ছেলের কানে!'

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মালকিনের বেটাকে দূরে সরিয়ে নিল গুলশাহ। যেন ছোঁয়াচে রোগ আছে বিদেশি মেয়েটার।

হুররেমের ডান হাতের আঙুলে চোখ আটকে গেছে মাহিদের।

পান্না আর হীরে বসানো হৃদয়-আকৃতির বড় একটা আংটি শোভা পাচ্ছে রাশান সুন্দরীর অনামিকায়।

চিলের মতো ছোঁ মেরে হাতটা নিজের দু'মুঠোয় পুরল মাহিদেভরান। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জানতে চাইল, 'কোথায় পেলে তুমি এই আংটি! এটা তো আমাকে দেয়ার কথা সুলতানের!' "আমাকে" শব্দটার উপরে অনাবশ্যক জোর দিল ও।

সামান্য কুঁচকে উঠল হুররেমের কপাল।

'কত বড় সাহস! আমার জিনিস হাতে দেয়!' বিদ্বেষের বিষ উগরে দিচ্ছে মাহিদেভরান। 'খোল এটা! খোল, বলছি!' টানাটানি শুরু সে করল আংটিটা।

টান মেরে মহিলার খপ্পর থেকে হাতটা মুক্ত করল হুররেম। অমোঘ সত্যিটা জানিয়ে দিল— গত রাতে সুলতান উপহার

BanglaBook.org

দিয়েছেন ওকে আংটিটা।

নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছেন আঙুলে।

কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না। দ্রুত পা বাড়াল যেখানে যাচ্ছিল সে-দিকে।

'চুন্নি!' চিৎকার করে বলল মাহিদেভরান। 'আমার সব জিনিস একটা-একটা করে কেড়ে নিচ্ছিস তুই! খোদা কিন্তু সইবেন না!'

'চলে আসুন, বিবি-সাহেবা।' পিছনে হতভম্ব মুস্তফাকে রেখে এগিয়ে গিয়ে মালকিনকে ধরল গুলশাহ। স্বরটা কান্নাভেজা ওর।

আসবে কী; গত কয়েক দিনের মানসিক চাপ, তারপর আজকের এই হঠাৎ উত্তেজনার ধকল সামলাতে পারল না মাহিদেভরানের বিধ্বস্ত মনটা।

পড়ে গেল ও জ্ঞান হারিয়ে।

মাহিদেভরানের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে জেনানা-মহলের চিকিৎসক, ইশারায় গুলশাহকে নিয়ে এক পাশে সরে এলেন হাফসা।

'হয়েছিল কী, বল তো! এ অবস্থা কেন মাহির?'

চাকরানি দ্বিধা করছে দেখে মেয়েটার কাঁধে চাপ প্রয়োগ করলেন রাজমাতা।

'...আম্মা... হয়েছে কি... ওই মেয়েটা... আমাদের সামনে পড়ে গেছিল ও...'

'কোন্ মেয়ে?' ধমকের সুরে বললেন হাফসা।

'ওই যে... হুররেম, না কী নাম...'

'আচ্ছা। তারপর?'

'তারপর আর কী। ওকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন বিবি-সাহেবা!'

'এমনি-এমনিই!' বিশ্বাস করলেন না মহিলা। 'কথাবার্তা

BanglaBook.org

হয়েছিল নাকি ওদের মধ্যে?'

'...হ্যাঁ, আম্মা। তবে আমি কিছু শুনতে পাইনি, বিশ্বাস করুন!' ঝামেলা এড়াতে চাইল গুলশাহ।

কিন্তু ওকে রেহাই দিলেন না হাফসা। 'লুকাচ্ছিস, হারামজাদী!' হাতের চাপ বাড়িয়ে ব্যথা দিলেন পুত্রবধূর খাস বাঁদিকে। 'বল, কী কথা হয়েছে?'

ওকে বাঁচিয়ে দিল হেকিম সাহেবা। মাত্র রোগিণীকে দেখা শেষ করেছে মহিলা। মুখে চাপা হাসি নিয়ে দাঁড়াল এসে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রীর সামনে।

হাসিটা খেয়াল করলেন না হাফসা। ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'কী অবস্থা, বলো! হঠাৎ কী হলো ওর?'

'সব ঠিক আছে, বেগম সাহেবা।' দন্ত বিকশিত করল চিকিৎসক। 'চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

'হাসছ কেন তুমি!' অবাক রাজমাতা।

'একটা সুখবর আছে আপনার জন্যে।' এক বিন্দু মলিন হলো না হাসি। 'আবারও দাদি হতে চলেছেন আপনি। মাহিদেভরান অন্তঃসত্ত্বা।'

চমকে ওঠার মতো খবর।

খুশির হিল্লোল বয়ে গেল আশঙ্কায় থাকা মেয়েদের মধ্যে।

ইতোমধ্যে জ্ঞান ফিরেছে মাহির। নতুন অতিথির আগমন-বার্তা শুনে ফোঁপানি মিশ্রিত হাসি বেরিয়ে এল দুঃখিনী মায়ের বুকের কারাগার থেকে।

রোগীর মাথার কাছে বসে থাকা 'ননদিনী' ভাবীর হাতে চাপ দিল মৃদু, আশ্বাস জোগাল ওকে।

'এমন আনন্দের সংবাদ তো খালি-মুখে উদ্‌যাপন করা যায় না!' খুশিতে ঝলমল করছে হাফসা সুলতানের চেহারা। 'দায়া, ব্যবস্থা করো। তুরস্কের সেরা মিষ্টি দিয়ে মিষ্টিমুখ করাও

BanglaBook.org

সবাইকে।'

মেয়ের দিকে ফিরলেন রাজমাতা। 'হাফিজা, বেটি, বৃষ্টির মতো স্বর্ণমুদ্রা বিলা হেরেমের মেয়েদের মধ্যে।'

'যাচ্ছি, আম্মা!' বলেই ছুট দিল রাজকুমারী।

পুত্রবধূর পাশে এসে বসলেন শাশুড়ি-মা।

লাজুক হাসছে মাহিদেভরান।

দুখী মেয়েটির মুখ স্পর্শ করে আবেগী গলায় বললেন তিনি, 'খোদা তোমায় রহম করুন, বাছা! আমি খুশি হয়েছি! খুবই খুশি হয়েছি, বেটি!'

চোখ ভিজে এল মাহিদেভরানের।

BanglaBook.org

তেইশ

'হুররেম! হুররেম!'

বিছানায় বসে গল্প করছিল মারিয়া আর আয়েশা, আলেক্সান্দ্রা ফিরতেই জরুরি ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে।

ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল হুররেম।

'কী হয়েছে, বল তো!' কৌতূহলে টগবগ করে ফুটছে মারিয়া। 'গোলমালের আওয়াজ শুনলাম... আবার কী অঘটন ঘটিয়েছিস তুই?'

দপ করে জ্বলে উঠল হুররেমের চোখ জোড়া।

'আমি কিছুই করিনি,' জোর গলায় অস্বীকার করল সে। ডান

হাতটা ওদের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'এটা দেখে পাগল হয়ে গেছে মেয়ে-লোকটা!'

চট করে একবার আয়েশার দিকে তাকাল মারিয়া। দেখল, আংটিটা দেখে মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে মেয়েটার।

'ওকে বললাম যে, সুলতান এটা আমাকে দিয়েছেন,' নিরীহ গলায় বলল হুররেম। 'ব্যস; কথা নেই, বার্তা নেই, মৃগী রোগীর মতন আচরণ করা শুরু করল মাহিদেভরান।'

'পান্না!' এতক্ষণে কথা ফিরল আয়েশার কণ্ঠে। 'পান্না আর হীরা। যদ্দূর জানি, নিজ হাতে বানিয়েছেন এটা সুলতান।'

গর্বের হাসি ফুটল হুররেমের ঠোঁটের প্রান্তে।

'আমার জন্যে।'

এ কথায় কোনও মন্তব্য করল না আয়েশা।

কিন্তু আবদার করল মারিয়া, বিমোহিত হয়ে হাত বোলাচ্ছে সুন্দর জিনিসটায়। 'দে না একবার, পরে দেখি!'

'না!' সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি জানাল হুররেম। সরিয়ে নিয়েছে হাতটা। 'সেটা ঠিক হবে না। সুলতান নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছেন এটা। খোলাটা উচিত হবে না।'

মুখখানা হাঁড়ি করে ফেলেছে মারিয়া।

দেখেও না দেখবার ভান করল হুররেম। উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

BanglaBook.org

নিচ থেকে আসা কোলাহল শুনে কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল হুররেম।

দেখল, প্রায় সবাই-ই একত্র হয়েছে নিচতলায়।

উপলক্ষটা কী?

জানা গেল বারান্দায় দাঁড়ানো আরেকটি মেয়ের কাছ থেকে।

দেদার মিষ্টি আর শরাবের নহর বইছে সুলতানের আম্মার

তরফ থেকে।

আয়োজনের পিছনের উপলক্ষের ব্যাপারে অবশ্য বলতে পারল না মেয়েটা। জানবার জন্য নিচে চলে গেল ও।

নামল হুররেমও।

ওকে দেখতে পেয়ে সেধে মদিরার গেলাস হাতে তুলে দিল আয়েশা।

'কাহিনি কী, বলো তো!' মদিরার পাত্র ঠোঁটে তুলল হুররেম।

'ও আমাদের যুবরাজের সম্মানে।'

'মুস্তফা?' এক চুমুক গিলে নিয়ে বলল হুররেম।

খোশ মেজাজে রয়েছে আয়েশা। 'না, মুস্তফা নয়। আমাদের নতুন রাজকুমার...'

'মানে?' বোকা বনল হুররেম।

'মানে তো সহজ।' মুহূর্তটা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছে আয়েশা। 'সুলতানের প্রিয় উপপত্নীর পেটে বাচ্চা এসেছে আবার। ইনশা'আল্লাহ, এ-বারও ছেলে হবে।'

যেন সব রক্ত শুষে নেয়া হলো হুররেমের মুখ থেকে। গেলাস ধরা আঙুলগুলো, মনে হচ্ছে, অসাড় হয়ে পড়েছে শক্তি হারিয়ে।

ফ্যালফ্যাল করে আয়েশার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'মাহিদেভরান?'

'জি-হ্যাঁ, জনাবা,' চোখ নামিয়ে বলল আয়েশা। 'মাহিদেভরান!'

এক লহমায় মুখের রুচি নষ্ট হয়ে গেল হুররেমের। মনে হলো, মদ নয়, হেমলকের পেয়ালা ধরে রেখেছে হাতে।

'আরে, খাও-খাও!' ওর স্থবির হয়ে যাওয়াতে চরম আমোদ পাচ্ছে আয়েশা। ও তো জানেই, কেন সাদা হয়ে গেছে হুররেম।

'কী ভাবছ এত?' খোঁচাবার মওকাটা নিতে ছাড়ল না ঈর্ষান্বিত আয়েশা। 'ভবিতব্যকে তো আর রুখতে পারবে না। যা হবার, তা

BanglaBook.org

হবেই।'

বলে সারতে পারল না, হাতের ঝাঁকিতে গেলাসের অবশিষ্ট মদটুকু আয়েশার মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল হুররেম। কিছু বুঝে উঠবার আগেই বিশ্রী লাল দাগ পড়ে নষ্ট হয়ে গেল মেয়েটার সাদা পোশাকটা।

এক মুহূর্তে হতভম্ব অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে হুররেমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আয়েশা। সমানে অশ্রাব্য খিস্তি বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে।

হুররেমও কম যায় না। শুরু হয়ে গেল চুলোচুলি... খামচা-খামচি।

মারিয়া ছাড়া বাকি সব মেয়ের বিনোদনের উৎস হয়ে উঠল ওরা দু'জন।

চিৎকার-চেঁচামেচি করে বারণ-সাবধান করল ওদের মারিয়া। উন্মত্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়াতে গিয়ে নিজেও খেল দু'-একটা কিল-চাপড়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! দু'জন দু'জনকে খুন করবে, এই পণ করেছে যেন।

BanglaBook.org

চব্বিশ

করিডোরে দেখা হয়ে গেল মা আর ছেলের।

ঘণ্টা কয়েক আগেও যে মান-অভিমান পর্ব চলছিল দু'জনের মধ্যে, সে-কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হাফসাকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন সুলেমান।

'পুরো দুটো দিন দেখা নেই তোর,' মৃদু অনুযোগ হাফসার কণ্ঠে। 'বুঝি, সবই বুঝি। সুলতান হয়েছিস, এখন তো মায়ের কথা খেয়াল থাকবে না-ই।'

'আসলে, আম্মা, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ততা যাচ্ছে খুব...' অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা করেন ছেলে।

মনটা আজকে তাঁর দারুণ খুশি। খবর পেয়েছেন, কতল করা হয়েছে দুরাচারী গাজালিকে। অভ্যুত্থানের যে বিষবাষ্প ঘনিয়ে উঠছিল, তিরোহিত হয়েছে সে সম্ভাবনা।

'যাক গে... তোর কাছেই যাচ্ছিলাম... খুশির খবর আছে একটা!'

'বলো কী! আরও খুশির খবর! বলো, বলো, তাড়াতাড়ি বলো...'

'হ্যাঁ...' কিশোরীর মতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন হাফসা। 'আরও একবার বাপ হতে চলেছিস তুই!'

'কী বললে! এ তো দারুণ খবর! আলহামদুলিল্লাহ!' আনন্দের আতিশয্যে বুকটা ভরে উঠল পিতার।

মায়ের হাতের পিঠে চুম্বন করলেন সুলেমান। 'ইব্রাহিম! ফানুস ওড়ানোর ব্যবস্থা করো আজ সন্ধ্যায়। ঝলমল করে হেসে ওঠে যেন ইস্তাম্বুলের আকাশ।'

সানন্দে ঘাড় কাত করল ইব্রাহিম পারগালি।

'আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, জাঁহাপনা!'

'আসুন, আম্মা। মাহির জন্যে উপহার পছন্দ করতে সাহায্য করবেন আমাকে।'

BanglaBook.org

চন্দ্রালোকিত রাত। হালকা মেঘ আছে আকাশে।

ছেলেকে হাঁটুর উপরে বসিয়ে ঝুলবারান্দা থেকে ফানুস-সন্ধ্যা উপভোগ করছেন সুলেমান।

আলোকিত উড়ন্ত বস্তুগুলো রঙের মেলা বসিয়েছে অন্ধকারের পটভূমিতে।

পুরোপুরি উপভোগ করছেন সন্ধ্যাটা, তা বলা যাবে না।

শুরু থেকেই লক্ষ করছেন সুলেমান, খুব একটা কথা বলছে না মুস্তফা তাঁর সঙ্গে। গোঁজ করে আছে ছোট্ট মুখখানা।

কারণটা জানতে সচেষ্ট হলেন তিনি।

'আব্বু কি কোনও কারণে রাগ করেছ আমার উপরে?'

মাথা নেড়ে 'না' করল মুস্তফা। তবে আরও গুটিয়ে গেল নিজের ভিতরে।

বুঝলেন সুলেমান, গোস্বাই করেছে আসলে ছেলে।

'তা হলে কথা বলছ না কেন আমার সাথে? সেই তখন থেকে দেখছি— চুপচাপ!'

ছোট মানুষ। পেটের কথা আর চেপে রাখতে পারল না মুস্তফা। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন রাখল: 'আমার নাকি ভাই হবে, আব্বু!'

'হ্যাঁ তো।'

'ভাই চাই না আমি, আব্বু!' আবদারের সুরে বলল অভিমানী শিশু।

'এ কী বলছে আমার বাবাটা! একটা ভাই কিংবা বোন থাকলে কত ভালো লাগবে তোমার! খেলা করতে পারবে... গল্প করতে পারবে...'

'না-না, আব্বু! চাই না! চাই না আমি!' জেদী গলায় নিজ বক্তব্যে অটল রইল মুস্তফা। সবেগে নাড়ছে মাথাটা।

মধুর সমস্যা।

BanglaBook.org

অসহায় একটা ভঙ্গি নিয়ে ইব্রাহিমের দিকে তাকালেন সুলেমান।

'বাচ্চাদের মন, জাঁহাপনা,' হেসে মুখ খুলল সুলেমানের সঙ্গীটি। 'ভালোবাসার ভাগ দিতে চায় না কাউকে।'

'তোমার তো কোনও ভাই নেই, আব্বু!' যা জানে, তা-ই বলল মুস্তফা। 'তা হলে আমার কেন থাকবে?'

অকাট্য যুক্তি।

জবাবটা ঘুরিয়ে দিলেন সুলেমান। 'কে বলল, ভাই নেই! এই যে— ইব্রাহিম! ও তো ভাই আমার, তোমার চাচা।'

সবজান্তার হাসি হাসল মুস্তফা। 'যাহ্, মিথ্যা কথা! ইব্রাহিম চাচা তো আমাদের চাকর!'

বিপন্ন চোখে ভাইয়ের মর্যাদা দেয়া যুবকের দিকে চাইলেন সুলেমান।

এখনও হাসছে ইব্রাহিম। তবে এক পরত কালি মাখিয়ে দিয়েছে কেউ যেন ওর চেহারায়।

অনেক কষ্টে স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করছে ইব্রাহিম পারগালি।

হঠাৎ করে যেন হাঁসফাঁস লেগে উঠল ওর। চোখের মণি দুটো এমন ভাবে নড়াচড়া করছে, যেন পালাবার পথ খুঁজছে লোকটা।

'অনুমতি দিলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, জাঁহাপনা!' কিছুটা ধরা গলায় বলল সে। 'কোনও দরকার লাগলে বলবেন।'

কিছুক্ষণ পর।

করিডোরে বেরিয়ে এসে প্রিয় সঙ্গীর কাঁধে হাত রাখলেন সুলেমান।

ক্ষমা প্রার্থনার ঢঙে বললেন, 'স্রেফ একটা বাচ্চা ও, ইব্রাহিম। কী বলেছে, বোঝেনি।' শক্ত করে চেপে ধরলেন কাঁধটা। 'আসল

BanglaBook.org

সত্যিটা তুমি জানো। আপন ভাইয়ের চাইতেও বেশি ভালোবাসি আমি তোমাকে।'

ঘুরে দাঁড়াল ইব্রাহিম।

ওর চোখে পানি দেখতে পেলেন সুলেমান।

পঁচিশ

পরের দিন।

ঝকঝকে একটা সকাল। টিউলিপ বাগানের খোলা হাওয়ায় মিষ্টি-মধুর আমেজ।

পারগালির সঙ্গে পাশা খেলায় মগ্ন সুলেমান। তবে আলোচনাতেও মন রয়েছে। আসন্ন যুদ্ধ-পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছেন দু'জনে।

'জাহাজ-কারখানায় ফরমান পৌঁছে গেছে আপনার, জাঁহাপনা,' জানাল ইব্রাহিম। 'পরিকল্পনামতো সরু জাহাজ তৈরি করে দেবে ওরা, যাতে দানিয়ুব দিয়ে ঢোকানো যায়।'

'খুব ভালো,' মন্তব্য করলেন সুলেমান। 'গোলাবারুদের কী অবস্থা?'

'পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে, জাঁহাপনা।'

'চমৎকার। শিগগিরই পরিদর্শনে বেরোব।' খেলার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন জাঁহাপনা, 'কে শত্রু, কে মিত্র— এখনই সময় চিনে নেয়ার। ভালো কথা, আমাদের সমর-প্রস্তুতির বিষয়টা

BanglaBook.org

গোপন থাকছে নিশ্চয়ই?'

'সম্পূর্ণ, জাঁহাপনা। গোয়েন্দারা এ ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছে আপনাকে।'

'তা হলে তো কথাই নেই। ...তোমার পালা এ-বার।'

আলোচনার এ পর্যায়ে ফুপির হাত ধরে বাগানে এসে হাজির হলো মুস্তফা।

হাফিজা সুলতানকে দেখে মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল ইব্রাহিমের।

দু'জনের চোখাচোখি হলো। মৃদু নড করল ওরা পরস্পরকে।

'আব্বু!'

'কী, গো, বেটা! পড়ালেখা শেষ?'

'হ্যাঁ, ভাইজান,' ভাতিজার হয়ে উত্তর দিল হাফিজা। 'আজকে ওর অনেক প্রশংসা করলেন শিক্ষক। খুব নাকি দ্রুত শিখছে ও।'

'সাব্বাস, বেটা! এই তো চাই।'

ছেলেকে কাছে টেনে কপালের পাশে চুমু খেলেন সুলেমান।

বার-বার আড়চোখে সুলতানের বোনের দিকে তাকাচ্ছে ইব্রাহিম। আশ মিটছে না দেখে।

যুবকের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে লজ্জা-লজ্জা লাগছে হাফিজার।

'কী করো, আব্বু?' কৌতূহলী বালকের জিজ্ঞাসা।

'আমি! আমরা খেলছিলাম।'

'আমিও খেলব!'

'কী করে? তুমি তো এই খেলা জানো না, বাবা।'

'তা হলে শেখাও,' সাফ কথা পুত্রের।

'অবশ্যই শিখবে।' উঠে দাঁড়িয়ে মুস্তফাকে শূন্যে তুলে নিজের আসনে বসিয়ে দিল ইব্রাহিম। নিজে দাঁড়াল গিয়ে হাফিজার পাশে, সুলতানের পিছনে।

ছেলেকে খেলা শেখানোয় মনোযোগী হলেন সুলেমান। যুদ্ধ-

BanglaBook.org

টুদ্ধের চিন্তা আপাতত মুছে ফেলেছেন মন থেকে।

ইব্রাহিম আর হাফিজা— পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনেই ভুগছে অস্বস্তিতে।

মিনিট খানেক পর পায়ের কাছে কী একটা পড়তে মুখ নিচু করল ইব্রাহিম।

সুতোয় বাঁধা গোল করে পেঁচানো এক টুকরো কাগজ। আলগোছে ফেলে দিয়েছে মেয়েটা।

ফেলেই আর থাকল না সেখানে। ঘুরে পা বাড়াল বাড়ির উদ্দেশে।

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে; কেউ দেখছে না, নিশ্চিত হয়ে কাগজটা কুড়িয়ে নিল ইব্রাহিম।

একটু অপেক্ষা করে কম্পিত হাতে খুলল সুতোর প্যাঁচ।

মাত্র এক লাইন লেখা চিরকুটটায়:

কাল রাতে বেহালা বাজাননি কেন?

লেখাটা পড়েই অদৃশ্য কোনও বেহালা বাজতে আরম্ভ করল ইব্রাহিম পারগালির বুকের মধ্যে।

না, করুণ কোনও সুর নয়, উচ্ছল আনন্দের। আকাশে, বাতাসে কীসের যেন বারতা।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

'আয়েশা! অ্যাই, আয়েশা!' চাপা স্বরে ডাকল গুলশাহ্।

কোথায় যেন যাচ্ছিল মেয়েটা, ঘুরে দাঁড়াল ডাক শুনে।

অন্ধকার থির হয়ে থাকা সিঁড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি, হাতছানি দিচ্ছে জরুরি ব্যস্ততার ভঙ্গিতে।

কাছে গেল বিস্মিত আয়েশা।

'ও, তুমি! ডাকছ কেন, গুলশাহ্?'

'কথা আছে,' ষড়যন্ত্রীর মতো গলায় বলল মাহিদেভরানের খাস বাঁদি। চকিতে দেখে নিল একবার চারপাশটা।

দু'জনের কেউই টের পেল না, হেরেম-সহকারীর কড়া নজরকে ফাঁকি দিতে পারেনি ওরা।

দূর থেকে লক্ষ করছে ওদের নিগার।

BanglaBook.org

এক-এক করে শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সবাই, তবুও উঠবার নাম নেই হুররেমের।

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে মেয়েটা। আপন মনে হিজিবিজি কাটছে সামনে রাখা কাগজের পৃষ্ঠায়।

ব্যাপারটা লক্ষ করল নিগার।

আর তখুনি নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে এল হুররেম। হেরেম-সহকারিণীর চোখে চোখ পড়তে বিব্রত হলো যার-পর-নাই।

তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ল ও কলমটা রেখে।

'এখনও রেগে আছে মেয়েরা তোমার উপরে।'

নিগারের মুখনিঃসৃত কথাটা থামিয়ে দিল ওকে দরজায়। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল হুররেম।

'সেই প্রথম থেকে লক্ষ করছি, কারও সাথেই ভালো ব্যবহার করছ না তুমি। একটা-না-একটা বিতর্ক লেগেই আছে তোমাকে নিয়ে। এর ফল কিন্তু মোটেই ভালো হবে না, বলে দিচ্ছি, হুররেম,' সতর্ক করল হেরেম-সহকারী।

'আমার কী দোষ!' নিগারকেই সাক্ষী মানল রাশান। 'ইচ্ছা করে লাগি নাকি আমি কারও সাথে?'

'সুলতানের প্রিয় পাত্র তুমি।' মেয়েটার কথা কানেই যায়নি যেন নিগারের। 'কিন্তু হেরেমের সর্বময় কর্তৃত্ব সুলতানের আম্মার হাতে। ওঁকে যদি খেপিয়ে তোলো, তা হলে অনর্থ ঘটে যেতে পারে তোমার। যে-ভাবে এসে উঠেছ এই প্রাসাদে, ঠিক সে-ভাবেই ঠাঁই হবে হয়তো অন্য কোথাও, অন্য কোনও পুরুষের জিম্মায়। রাজমাতা চাইলেই করতে পারেন তা। সে ক্ষমতা ওঁর আছে। কাজেই...'

ভয় ঢুকে গেল হুররেমের অন্তরে।

'আমার আসলে কী করা উচিত, নিগার?' বাধ্যগতের ভাব দেখা দিল ওর মধ্যে।

'প্রথম কথা, সুলতানের নয়নের মণি তুমি। তবে এই অর্জনকে চির-স্থায়ী মনে কোরো না। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার এখানে। ভবিষ্যতে আরও আসবে হয়তো। কাজেই, বুদ্ধি খরচ করে চলতে হবে তোমার। নয় তো মুহূর্তের ভুলে ছিটকে পড়বে প্রতিযোগিতা থেকে।

'মাহিদেভরানকে দেখো। এক সময় তোমার চাইতে বেশি পছন্দ করতেন ওঁকে সুলতান। আর এখন?

BanglaBook.org

'সুতরাং, সাবধানে পা ফেলতে হবে তোমার, বুঝে-শুনে কথাবার্তা বলতে হবে। কথায়-কথায় তর্কে জড়াও তুমি। বাজে অভ্যাস। এটা বদলাও। বরং দেখো, মানুষের মন জয় করতে পারো কি না। অন্য মেয়েরা কিন্তু তক্কে-তক্কে আছে, কখন পান থেকে চুন খসবে তোমার, আর ওরা এর পুরো ফায়দা ওঠাবে। একটা আক্রমণে জেতার মানে কিন্তু এই না যে, গোটা যুদ্ধটা জিতে গেছ তুমি। কথাটা মাথায় রাখবে সব সময়, তা হলে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

'দ্বিতীয় উপদেশ হলো: মাহিদেভরানের দ্বিতীয় সন্তান আসছে, এতে তোমার যতই খারাপ লাগুক, বাইরে তা প্রকাশ করবে না। এমন কী সুলতানও আরেকটি সন্তান প্রত্যাশা করছেন ওঁর কাছ থেকে।'

'আমার কি হেসে-হেসে কথা বলতে হবে মেয়েটার সাথে?' শ্লেষ মিশিয়ে বলল হুররেম।

'বললে কি মারা যাবে তুমি?' পালটা বলল নিগার।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল হুররেমের।

ওর কাছ ঘেঁষে এল নিগার। 'যদি কখনও কোনও সাহায্যের দরকার হয় তোমার, সুমবুল আগাকে বোলো। কাজ হবে। এই প্রাসাদের কোথায় কী হচ্ছে— সমস্ত গোমর ওর জানা। বুঝতে পারলে? সমস্তই।'

BanglaBook.org

সে-রাতেই চোরের মতো সন্তর্পণে সুমবুল আগার ঘরের দরজায় টোকা দিল হুররেম।

কিন্তু দরজা খুলল আরেক খোজা।

'জি?' তার ক্লান্ত চোখে বিস্ময়।

'ঝুলবুল— থুক্কু— ঝুমবুল আগা আছে?' তড়বড় করে বলতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলল হুররেম।

:কী দরকার তাঁকে?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল খোজা।

'বিশেষ দরকার,' জোর দিয়ে বলল হুররেম।

'আমাকে বলতে পারেন।'

'না, পারি না!' জেদি ভাবটা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে দেখে অনুভূতির রাশ টানল হুররেম। মনে পড়ল, কী বলেছিল নিগার—সমঝে চোলো। 'ঝুমবুল আগাকেই দরকার আমার।'

'ঠিক আছে।' কী ভেবে আর দ্বিরুক্তি করল না লোকটা। 'দাঁড়ান এখানে।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল ও ভিতরে।

তার কিছুক্ষণ পরই দর্শন দিল সুমবুল।

সামনে দণ্ডায়মান মেয়েটাকে দেখে আগের জনের চাইতেও বেশি বিস্মিত হলো সে।

'সাহায্য করো, ঝুমবুল!' ও কিছু বলার আগেই কথা বলল হুররেম। দু'চোখে অস্থিরতা খেলা করছে।

দৃষ্টি উপর-নিচ করে মেয়েটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সুমবুল আগা। আন্দাজ করতে পারল না কিছুই। শেষে গম্ভীর গলায় বলল, 'কী হয়েছে? আবার কোনও সমস্যা?'

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে হুররেম। 'জরুরি কিছু কথা ছিল তোমার সাথে।'

ইঙ্গিতটা বুঝল সুমবুল।

দরজাটা টেনে দিল ও। আবছায়া নেমে এল আবার করিডোরে।

'বলো এ-বার। কোন্ সোনার খনির খোঁজ পেয়েছ আমার এখানে?'

কর্তৃত্বের চিহ্ন ফুটে উঠল হুররেমের চোখের দৃষ্টিতে। 'পেতে নয়, দিতে এসেছি!' স্বরেও সেই আভাস।

'মানে! বুঝলাম না।'

BanglaBook.org

'অনেক সোনা আছে আমার কাছে!'

'তাতে আমার কী?'

'না, বলছিলাম, এগুলো তোমার হতে পারে। সুলতানের কাছ থেকে পেয়েছিলাম উপহার হিসাবে। ভাবছি, তোমাকে দিয়ে দেব,' লোভ দেখাল হুররেম।

এত রহস্য পছন্দ হলো না সুমবুলের। হঠাৎই খেপে উঠল লোকটা। হুররেমের বাহু খামচে মুখটা নিয়ে এল রহস্যময়ীর শ্বাসের খুব কাছে। বিষধর সর্পের মতো হিস-হিস করে বলল, 'খ্যাতা পুড়ি তোমার সোনার! বলো, কী উদ্দেশ্যে এসেছ এখানে! কী ঘোঁট পাকাচ্ছ মনে-মনে?'

'ছাড়ো!' কাতরে উঠল হুররেম। 'ব্যথা লাগছে!'

তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিল ওকে সুমবুল। কোমরে দু'হাত রেখে অপেক্ষা করতে লাগল সদুত্তরের।

খোলসা করবার আগে এ-দিক ও-দিক একবার চেয়ে নিল হুররেম।

বড় একটা দম নিয়ে মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করল ও।

'একান্তই নিজের করে পেতে চাই আমি সুলতান সুলেমানকে। তিনি শুধুই আমার। আমিই হব ওর সুলতানা। ...যদি এ ব্যাপারে সাহায্য করো আমাকে, তুমিও উপকৃত হবে, ঝুমবুল। বড় কোনও পদে তোমাকে নিযুক্ত দেব আমি।'

ঝোপের মতো একটা ভুরু কপালে উঠে গেছে সুমবুল আগার। তা-হলে-এই-ব্যাপার গোছের একটা হাসি লটকে আছে ওর পোড় খাওয়া মুখের চেহারায়।

'কাজটা কঠিন,' নিরুৎসাহী গলায় বলল ও। 'খুবই কঠিন। বিশেষ করে—'

'দোহাই, ঝুলবুল! আমার জন্যে কাজটা করো!' ওকে কথা শেষ করতে দিল না হুররেম। মরিয়ার মতো দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

BanglaBook.org

'সম্ভব না,' এক কথায় নাকচ করে দিল আগা। 'তুমি তো একটা নামই উচ্চারণ করতে পারো না ঠিক মতো, সুলতানা হবে কেমন করে?'

'দুঃখিত।' জিভ কাটল হুররেম। 'ঝুমবুল আগা।'

'সুমবুল!'

'সুমবুল?'

'সুমবুল।'

'সুমবুল আগা,' এ-বার ঠিকঠাক আওড়াল হুররেম।

'হয়েছে,' মাথা নেড়ে পাশ মার্ক দিল খোজা।

একটা হাত বাড়িয়ে ধরল হুররেম। মুখ-বন্ধ এক থলি ওর হাতের তেলোয়।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করল আগা।

'তোমার বখশিশ।'

'উম?'

'বখশিশ।'

অস্পষ্ট হাসি লেপটে আছে সুমবুল আগার ঠোঁটের কিনারে। 'লাগবে না। আমি শুধু চাই, আমার প্রতিটা কথা মেনে চলবে তুমি। অক্ষরে-অক্ষরে। কী, চলবে?'

'আমি রাজি।' স্মিত হাসছে হুররেম। 'আর?'

'সুলতানা হবার প্রথম পদক্ষেপই হলো, মুসলমান হতে হবে তোমাকে,' একটা গোমর ভাঙল সুমবুল আগা। 'অমুসলিম কোনও মেয়েকে কখনওই শাদি করবেন না আমাদের সুলতান। ...পারবে তুমি কাজটা করতে?' চ্যালেঞ্জের সুর লোকটার কণ্ঠে।

দোটানায় পড়ে গেছে হুররেম।

এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছোতে? ধর্মান্তরিত?

BanglaBook.org

সাতাশ

পরদিন গোসলের সময়ও চিন্তাটা আচ্ছন্ন করে রাখল হুররেমকে।

সত্যিই কি ধর্ম ত্যাগ করবে ও?

সঙ্গে-সঙ্গে কোনও উত্তর জোগায়নি মুখে গত রাতে।

ভালো করে ভাবতে বলেছে ওকে সুমবুল।

আঙুলের ফাঁকে রগড়াতে গিয়ে আনমনা ভাবটা দূর হয়ে গেল।

পান্নার আংটিটার কারণে ডলতে পারছে না ঠিক মতো।

খুলে পাশের সাবানদানিতে রাখল ওটা, ফেনার বুদ্বুদের মধ্যে।

তারপর আচ্ছা মতো ডলা দিতে লাগল আঙুল সহ সারা শরীর।

পাক্কা বিশ মিনিট লাগল ওর স্নান সারতে।

সময় নিয়েই গা মুছল।

বাষ্পে অন্ধকার হয়ে এসেছে হাম্মামের ভিতরটা। কিছু ঠাহর করা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে হাত বাড়াল ও সাবান রাখবার তাকটার দিকে।

যথাস্থানেই পৌঁছোল হাত। কিন্তু তাকের উপরটা হাতড়াতেই ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড।

BanglaBook.org

নেই!

আংটিটা নেই!

হুররেমের চিল-চিৎকারে কেঁপে উঠল গোসলখানার অন্য মেয়েরা।

পাগলের মতো করছে হুররেম। গায়ে পানি ঢালবার মগের ভিতরে দেখছে; তোলপাড় করে তুলছে চৌবাচ্চার পানি; স্নানঘরের মেঝে, কোনা-কাঞ্চি— সবখানেই খুঁজল আতিপাতি করে। ওর ঝোড়ো হাতের তাণ্ডবে তছনছ হলো রূপচর্চার শিশি-বোতলগুলো।

না, কোথাও নেই!

বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেছে যেন সুলতানের দেয়া উপহারটা!

নালায় পড়ে গেছে?

উঁহুঁ! অত বড় জিনিসটার জলস্রোতে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়।

'কী ব্যাপার! হয়েছে কী?' গায়ে তোয়ালে জড়াতে-জড়াতে জানতে চাইল একটা মেয়ে। ভীষণ বিরক্তিতে ভাঁজ ফেলেছে কপালে।

'আংটি! আমার আংটি!' কোনও রকমে বলতে পারল হুররেম।

তখনই খেয়াল করল মেয়েরা, যখের মতো আগলে রাখা সবে ধন সবুজ মণিটা নেই ওর আঙুলে।

'আরে! কোথায় গেল ওটা!' সম্পূর্ণ নগ্ন একজন এগিয়ে এসে নিখাদ বিস্ময় প্রকাশ করল।

'তুই নিয়েছিস!'

আংটি হারিয়ে মাথা-টাথা নষ্ট হবার জোগাড় হুররেমের। ধুপুড়-ধাপ ঢেঁকির পাড় পড়ছে ওর বুকের মধ্যে। সোজা ন্যাংটো মেয়েটাকেই দোষারোপ করে বসল।

বলা মাত্র দেরি নয়, বেহুদা হাতড়াতে শুরু করেছে বেচারীর

BanglaBook.org

নিসুতো শরীরটা। সঙ্গে মুখ চলছে: 'কোথায় রেখেছিস ওটা! দে! এক্ষুণি ফিরিয়ে দে, বলছি!'

'কী যা-তা বলছিস!' পাগলির খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচাতে হাতাহাতি শুরু করল মেয়েটা। 'দেখিইনি তোর আংটি!'

ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বেহাই দিল ওকে হুররেম। বুনো দৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল আশপাশে ভিড় করা অন্যদের।

এবং আচমকা একই ভাবে আরেক জনকে পাকড়াও করল ও।

'তুই! আমি জানি, তুই-ই নিয়েছিস আংটিটা! একটু আগেই না আমার পাশে ছিলি!'

'মারব এক থাপ্পড়!' চড় তুলল মেয়েটা। 'নিজে হারিয়ে দোষ দিচ্ছিস অন্যকে!'

'তা হলে কোথায় গেল! কোথায় গেল ওটা!' কেঁদে ফেলবার উপক্রম হলো হুররেমের।

'অ্যাই, কী হচ্ছে ওখানে!' গোলমাল শুনে উঁকি দিয়েছে হেরেম-সহকারিণী।

'দেখো না, নিগার,' বাচ্চা মেয়ের ভঙ্গিতে কাঁদো-কাঁদো স্বরে নালিশ জানাল হুররেম। 'কে জানি চুরি করেছে আমার আংটিটা!'

'বলে কী ছেঁড়ি!' প্রতিবাদী হলো এক মেয়ে। 'চোর বলছে আমাদের!'

'চোরই তো!' নিগারের দেয়া শিক্ষা ভুলে সমান তেজে বলে উঠল হুররেম। 'যে-ভাবে বদনজর দিচ্ছিলি আংটিটার উপরে! ...ওরে, আমার কী সর্বনাশ হলো, রে!' ডুকরে উঠল ও।

'ঠিক হয়েছে!' ফোড়ন কাটল প্রতিবাদকারী মেয়েটা। 'এ-রকম সর্বনাশই হওয়া উচিত তোর মতন মেয়ের!'

'নিজেই লুকায়নি তো?' অন্য একজন সন্দেহ প্রকাশ করল।

বৃথাই চেষ্টা করল হুররেম দৃষ্টির আগুনে ওকে পুড়িয়ে

BanglaBook.org

মারবার।

অবস্থা গুরুতর, বুঝল নিগার।

'থামো!' অ্যায়সা এক ধমক লাগাল ও। তারপর হুররেমকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঠিক জানো, চুরি হয়েছে?'

'আলবত!'

'কচু জানে!' ভেসে এল ভিড় থেকে।

কথাটা কে বলেছে, খুঁজে বেড়াতে লাগল হুররেমের খুনি হয়ে ওঠা চোখ জোড়া।

প্রত্যেককেই দায়ী মনে হলো ওর।

তক্ষুণি ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারল না নিগার। নিরুপায় হয়ে তখনকার মতো সামাল দেবার চেষ্টা করল পরিস্থিতি।

'আর একটা কথাও না!' বলল ও হুকুমের সুরে। 'এক্ষুণি খালি করো হাম্মামখানা! প্রত্যেকে!'

'খবদ্দার!' তীব্র আপত্তি এল হুররেমের দিক থেকে। 'একজনও বেরোবি না এখান থেকে!'

মনে ভয়, চোর যদি একবার গোসলখানার বাইরে নিয়ে যেতে পারে ও-জিনিস, তবে চির-তরে হারাতে হবে অমূল্য উপহারটা।

না, শরীর-তল্লাশি ছাড়া যেতে দেয়া যাবে না একজনকেও।

পাওয়া গেল না।

কেউ যদি খেয়াল করত, তল্লাশির আগেই কোন্ ফাঁকে সটকে পড়েছে আয়েশা!

তারপর যখন হাম্মামের বাইরে জিনিসটার চলে যাবার সম্ভাবনা বিবেচনা করা হলো, গোটা হেরেমের প্রতিটি কোণ তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না সে-আংটি।

BanglaBook.org

আটাশ

আজকাল নিজের ভাবনায় বড় বেশি মশগুল হাফিজা, ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি গুলফামের।

সুলতানের এক মাত্র বোনটি যে তাঁর সহকারীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, বুঝতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি তার। বিশেষ একজনের বাজনার ভক্ত হয়ে ওঠা; যে-কোনও ছুতোয় তার সামনে গিয়ে হাজির হওয়া; কারণে-অকারণে বারান্দায় এসে দাঁড়ানো, আর উপরের ব্যালকনিতে কারও খোঁজ করা সে-দিকেই নির্দেশ করছে।

মেয়েটার জন্য মমতা অনুভব করে গুলফাম।

হায় রে, প্রেম! এমন এক-একটা সময় আসে এক-একজনের জীবনে, বংশ-পরিচয় যখন অভিশাপ হয়ে ওঠে। এই যেমন—একে নারী, তায় রাজকন্যা বলে মনের বাসনা মনেই রেখে দিতে হচ্ছে হাফিজা সুলতানকে। মনে-মনে যার কাছে সঁপে দিয়েছে নিজেকে, তার সঙ্গে দু'দণ্ড মন খুলে কথা বলবার সুযোগও নেই। হাজারটা নিয়ম-নীতির নিগড় ওদের পদে-পদে। হা-হুতাশ করা ছাড়া উপায় কী!

আজও বারান্দায় অন্যমনস্ক হাফিজাকে দেখে সিদ্ধান্ত নিল গুলফাম, সাহায্য করবে ওকে। বেচারী এই প্রথম মন দিয়েছে কাউকে!

BanglaBook.org

লাজুক-লাজুক চেহারা করে শুরুতে স্রেফ অস্বীকার করল হাফিজা— কারও প্রেমে-টেমে পড়েনি ও... প্রশ্নই আসে না। তারপর যখন বুঝল, গুলফাম ভাবী ওর পক্ষেই আছে, তখন কী যে খুশি!

দূর থেকে সুলতানের হতে-পারত-স্ত্রীকে আসতে দেখল ইব্রাহিম।

দু'পাশের শাখা-প্যাসেজগুলো পেরিয়ে যাবার সময় ভিতরে এক পলক দৃষ্টি চালাচ্ছে মহিলা মাথা ঘুরিয়ে। ওকে দেখে স্মিত হাসি ফুটল গুলফামের গোলাপি ঠোঁট জোড়ায়।

পরস্পরকে অতিক্রমের সময় বাউ করল দু'জনে।

'আজ বিকেলে বাগানে থাকবে হাফিজা,' এক মুহূর্তও না থেমে নিচু, যন্ত্রচালিতের গলায় দ্রুত কথাটা শেষ করল হাফিজার ভাবী।

থেমে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ইব্রাহিম গুলফামের গমন পথের দিকে।

একটা বাঁকের ও-পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা।

ধীরে-ধীরে মৃদু এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল গ্রিক যুবকের মুখে। সকালটা নিমিষে হয়ে উঠল আরও সুন্দর, আরও সজীব।

BanglaBook.org

উনত্রিশ

দরবার-হলের বন্ধ দরজার কবাট দুটো ধীরে-ধীরে ভিতরের দিকে

খুলে যেতে সে-দিকে দৃষ্টি চলে গেল সুলতান সহ সভাসদদের।

মাথা নিচু করে ভিতরে প্রবেশ করল এক রাজকর্মচারী। সুলতানের প্রতি আরও খানিকটা ঝুঁকে এল মাথাটা।

'ভেনিসীয়দের কাছ থেকে জবাব এসেছে, জাঁহাপনা,' বলল লোকটা।

'সুখবর মনে হচ্ছে,' স্মিত হাস্যে মন্তব্য করলেন পিরি পাশা। 'জাঁহাপনা, ওরা নিশ্চয়ই আপনার নয়া ফরমান মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।'

ক্ষীণ একটু হাসি সুলতানের মুখে ফুটল কি ফুটল না।

'জবাবটা পড়ো,' আগত কর্মচারীর উদ্দেশে বললেন তিনি।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চাইল আগন্তুক।

ইঙ্গিত পেয়ে ভিতরে এসে ঢুকল দু'জন রক্ষী।

কালো সিল্ক কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখা বড় এক মাটির জালা ধরাধরি করে নিয়ে আসছে দু'জনে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, জিনিসটা বেশ ভারী।

মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল দরবারে হাজির সকলের।

এটাই কি জবাব তা হলে? —প্রশ্ন সবার মনে। কী আছে জালার ভিতরে?

রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট সুলতানের সামনে নামিয়ে রাখা হলো পাত্রটা।

কয়েকটা মুহূর্ত নিজের মনে নানা রকম সম্ভাবনা খতিয়ে দেখলেন সুলেমান। তারপর ইশারায় খুলতে বললেন ওটা।

নির্দেশ পালিত হলো।

জালাটার কাছে এগিয়ে গেছে ইব্রাহিম।

মিষ্টি গন্ধটা এখন অনেক তীব্র।

ঝুঁকে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করল যুবক।

আলোক-স্বল্পতার কারণে ভালো বোঝা গেল না।

BanglaBook.org

একটা হাত ঢুকিয়ে দিল সে পাত্রের মধ্যে।

ঠাণ্ডা তরলের পরশ লাগল আঙুলে।

অস্বস্তি লাগায় হাতটা বের করে আনল ইব্রাহিম। পরস্পরের সঙ্গে ঘষছে আঙুলগুলো।

চটচটে, আঠাল জিনিসটা মধুর মতো দেখতে।

নাকের কাছে এনে শুঁকল ভালো মতো। গন্ধও অনেকটা সে-রকম।

সুলতানকে জানাল ও সে-কথা। আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছেন তিনি।

আবারও জালার ভিতর উঁকি দিল ইব্রাহিম।

'...কিছু ডুবিয়ে রাখা মনে হচ্ছে মধুর মধ্যে...'

ওর নীরব-নির্দেশে জালায় হাত ঢোকাল এক প্রহরী।

হাতটা উঠে আসছে, জায়গা থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল পারিষদবৃন্দ। কী-না-কী দেখবে!

অবশেষে পুরোপুরি বেরিয়ে এল প্রেরিত জিনিসটা।

হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে গেছে যেন দরবারীদের। চোখ ছানাবড়া। বীভৎস দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখে গাল কুঁচকে উঠেছে প্রায় সবার, টক-টক স্বাদ পাচ্ছে মুখের ভিতরে।

শুধুমাত্র সুলতানকেই নির্বিকার দেখাচ্ছে।

রক্ষীটির হাত থেকে যেটা ঝুলছে, সেটা একটা কাটা মাথা! চক্ষুদ্বয় বোজা। ভয়াবহ বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। চুল থেকে, সারা মুখ থেকে গড়িয়ে নামছে পচনরোধী আরক।

'এ তো বাহরাম!' ভয়-তরাসে চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ উজির। 'আমাদের প্রতিনিধি! আপনার ফরমান নিয়ে গিয়েছিল এ।'

হতচকিত, অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

কিন্তু সুলতান তাকিয়ে আছেন হতভাগ্য রাজদূতের ছিন্ন

BanglaBook.org

মস্তকের দিকে।

টেনে ছেড়ে দেয়া তারের মতো এক লাফে আসন ছাড়লেন আচমকা।

'কাফেরের দল!' গলার রগ ফুলে উঠল ওঁর। রক্ত এসে জমা হয়েছে দু'চোখের সাদা জমিনে। থরথর করে কাঁপতে লাগল মুখের পেশি। 'তোরা কি ভেবেছিস, আমি এর বদলা নেব না? ...ধুলোয় মিশিয়ে দেব তোদের ওই ভেনিসকে! পায়ের তলায় ফেলে পিষব! কসম খোদার!'

ত্রিশ

ইব্রাহিম পারগালির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে নিগার।

ভীষণ ইচ্ছা করছে ওর ছুটে বেরিয়ে যেতে এ-ঘর থেকে।

'...তোমাকে কি বলা হয়নি, হেরেমের সমস্ত খবর ওয়াকিফহাল করবে আমাকে?' কৈফিয়ত চাইবার সুরে বলল ইব্রাহিম। 'আংটি হারিয়েছে, আর সে-কথা আমার জানতে হলো সুমবুলের কাছ থেকে! বিষয়টা কী, হুম? কেন বলোনি আমাকে চুরির ব্যাপারে?'

'...ভেবেছিলাম... পেয়ে যাব... কিন্তু...' মিনমিন করে বলল নিগার।

'পাওনি, তা-ই তো?' বিরক্ত স্বরে বলল ইব্রাহিম। 'না পেয়ে থাকলে তোমাদের গাফিলতির কারণেই পাওনি! সাথে-সাথে

BanglaBook.org

জানাতে যদি আমাকে কথাটা—' বাক্যটা শেষ না করেই থেমে গেল যুবক। কী লাভ! এখন ও-সব কথা বলা অর্থহীন। স্বর পালটে বলল, 'কে?'

'জি?' চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল নিগার।

'জানতে চাইছি, কাউকে সন্দেহ হয় নাকি তোমার!' জানতে চাইল অধৈর্য গ্রিক যুবক।

দোনোমনো করতে লাগল হেরেম-সহকারিণী। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে বলাটা কি ঠিক হবে?

'কী হলো?' দেরি দেখে মারমুখী হয়ে উঠল ইব্রাহিম। 'সন্দেহ হয় কাউকে?'

'একজনকে, জনাব!' তাড়াতাড়ি বলল নিগার।

'কে সে? নাম কী?'

সোফার হেলানে একটা হাত তুলে দিয়েছে ইব্রাহিম, আরাম করে বসেছে পায়ের উপর পা তুলে। কিন্তু মগজে চলছে চিন্তার ঝড়। ওর পোষা বাজের মতোই শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনে দাঁড়ানো জড়সড় মেয়েটার দিকে।

অপরাধ স্বীকার করেছে আয়েশা।

কিন্তু ওকে দোষী ভাবতে পারছে না ইব্রাহিম।

আদতে পরিস্থিতির শিকার মেয়েটা। এখন কাঁদছে অঝোরে, অনুতাপে জর্জরিত।

অবশ্য ওর তো কোনও উপায়ও ছিল না।

সমস্যা... কঠিন সমস্যা ইব্রাহিমের সামনে।

কালবিলম্ব না করে হাফসা সুলতানের সঙ্গে একান্তে দেখা করল ইব্রাহিম। সবিস্তারে বলল ওঁকে সব কিছু।

পাথুরে অভিব্যক্তি নিয়ে তিক্ত সত্যটা হজম করলেন

BanglaBook.org

রাজমাতা। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'যা বলছ, জেনে-শুনে বলছ তো?'

'নিশ্চিত না হলে আপনাকে বিরক্ত করতাম না, বেগম সাহেবা,' বিনীত উত্তর সুলতানের ছায়াসঙ্গীর।

'আমি চাই না, মাহিদেভরানের মুখে চুনকালি পড়ুক,' উপসংহারে বলল ইব্রাহিম। 'আমার শুধু একটাই চাওয়া, আপনি এর একটা সুরাহা করবেন।'

'নিশ্চিত থাকতে পারো,' ওকে আশ্বস্ত করলেন হাফসা। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে তাঁর। 'এর ফয়সালা আমি অবশ্যই করব।'

'সুলতানা!' মাহিদেভরানের কামরায় ঢুকেই শশব্যস্তে বলল দায়া। 'বেগম সাহেবা ডাকছেন আপনাকে।'

'এই সময়?' অবাক হলো মেয়েটা। ঝটিতি দৃষ্টি বিনিময় হলো খাস চাকরানির সঙ্গে। 'এখন তো... আচ্ছা, যাচ্ছি।'

ডিভান থেকে টেনে তুলল ও নিজেকে। তারপর খরগোশের ব্যস্ততায় বেরিয়ে গেল সে-ও। মনে দুশ্চিন্তা: হাফসা সুলতান কি অসুস্থ বোধ করছেন?

অভ্যাসমতো সঙ্গে-সঙ্গে চলছিল গুল্শাহ, হাতের ছড়ি দিয়ে দরজার মুখে আটকাল ওকে দায়া।

'তোমার যাওয়া লাগবে না, গুল। কয়েকটা দরকারি আলাপ সারব আমরা এই ফাঁকে।'

অকারণে হাসছে মহিলা। কিন্তু বোঝাই যায়, হাসিটা বানোয়াট।

'কিন্তু...' কেন জানি কু ডাকছে বাঁদির অন্তর।

'কোনও কিন্তু নয়।' মক্ষিরানির মুখের হাসি কঠোরতায় রূপ নিল। 'সব জেনে গেছি আমরা। এখন ভালোয়-ভালোয় আংটিটা

BanglaBook.org

বের করে দাও।'

'ক্-কোন্ আংটি?' গলা শুকিয়ে শিরিশ-কাগজ চাকরানির।

'চিনতে পারছ না?' মধুর হাসিটা আবার ফিরে এসেছে দায়ার মুখে। 'যে-হাত দিয়ে চুরি করেছ ওটা, খাঁড়ার কোপে সেটা শরীর থেকে আলাদা হলেই বুঝতে পারবে।'

'আমি চুরি করিনি!' হাত কাটবার কথায় আঁতকে বলল গুলশাহ। 'আয়েশা— আয়েশা চুরি করেছে ওটা!'

'ভেবো না, আমরা কিছু জানি না।' ফের নিঠুর হাসিতে বেঁকে গেল মহিলার ঠোঁটের কোণ। 'জলদি বের করো, কোথায় আছে। নইলে কেউই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না!'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার প্রয়াস পেল দায়া: 'বুঝে দেখো, গুলশাহ, কী সর্বনাশ ঘটিয়েছ তোমরা। সুলতানের প্রিয় জিনিসের দিকে কুনজর দিয়েছ। একবার যদি ওঁর কানে যায় এটা, সোজা তোমাদের কল্লা ফেলে দেবেন তিনি!'

প্রায় উড়ে গিয়ে বন্ধ এক দেয়াল-আলমারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুভয়ে ভীত ভৃত্যা।

মুহূর্ত পরে অলঙ্কারের ছোট এক বাক্স চলে এল দায়ার হাতে।

আংটি বুঝে পেয়ে ঝড়ো বেগে প্রস্থান করল মহিলা।

আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল চাকরানি।

BanglaBook.org

ঘুমাবার আয়োজন করছিল মেয়েরা; নিগার, সুমবুল আর অন্যদের সঙ্গে করে হেরেমে ঢুকেই তটস্থ করে তুলল ওদের দায়া।

দ্রুত কয়েকটা আদেশ-নির্দেশ দিল মহিলা ছড়ি ঠক-ঠক করে।

বাঁদিদের সাহায্যে সবাইকে এক সারিতে জড়ো করল নিগার আর সুমবুল।

ত্যক্ত বোধ করছে মেয়েরা, কিন্তু কিচ্ছুটি বলবার জো নেই

কারও।

ওরা একত্র হতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল দায়ার সঙ্গে আসা লোকজন।

দ্বিতীয় বারের মতো আংটির তালাশ করছে ওরা। আসলে যে ভণিতা করছে, সে তো বলাই বাহুল্য। বিছানা-বালিশ, কাঁথা, চাদর উলটে ফেলছে... খুলে, ছড়িয়ে একাকার করছে যত আলমারি-দেরাজ আছে ঘরে, সব ক'টার ভিতরের জিনিস।

খোঁজাখুঁজির বহর দেখে আর-সবাই যেমন-তেমন, কিন্তু দুর্ভাবনায় একেবারে কাতর হয়ে পড়ল আয়েশা।

হাতে কি হাতকড়া পড়তে চলেছে ওর?

কিন্তু ইব্রাহিম সাহেব যে আশ্বাস দিলেন, রাজসাক্ষী হলে ফুলের টোকাটিও দেবে না কেউ ওর গায়ে!

পাঁচ মিনিটও লাগল না, বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটা 'খুঁজে পেল' নিগার। পেয়ে, জিনিসটা তুলে দিল ওর ঊর্ধ্বতনের হাতে।

'কোথায় পেলে?' রাগ আর গাম্ভীর্য কণ্ঠে এনে বলল মক্ষিরানি।

একটা বিছানা দেখিয়ে দিল সহকারী।

'কার বিছানা ওটা?' হেরেমবাসিনীদের দিকে তাকাল দায়া।

সবাই জুলিয়ার দিকে তাকাচ্ছে।

ঘটনা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে, তল না পেয়ে কথা হারিয়ে ফেলল মেয়েটা। এক সাগর নীরব জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে তোতলাতে আরম্ভ করল।

দেখে হা-হা করে উঠল হেরেম-রক্ষকের অনিচ্ছুক মাতৃহৃদয়। এই মেয়েগুলো ওর সন্তানের মতো। অথচ এদেরই একজনের উপর বড় একটা অবিচার করা হবে এই মুহূর্তে। আর অপ্রিয় কাজটা করতে হবে তাকেই।

'কী বলার আছে তোমার?' বাক্যটা উচ্চারণ করতে গিয়ে

BanglaBook.org

গলাটা কেঁপে গেল মহিলার।

'যিশুর কিরে, আমি কিছু জানি না!' ওকে চোর সাব্যস্ত করা হচ্ছে, এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল জুলিয়া নামের মেয়েটা। 'কখনওই কারও জিনিস চুরি করিনি আমি... কখ্—'

আর বলতে পারল না। কান্নায় বুজে এল ওর কণ্ঠ।

বুকে পাথর বেঁধে রক্ষীদের চোখের ইশারা করল দায়া।

ধরে নিয়ে যাওয়া হলো জুলিয়াকে।

একটুও নরম হলো না কেউ নিরপরাধ মেয়েটার কান্নাকাটি আর কাকুতি-মিনতিতে। কী করবে! ওদেরও যে হাত-পা বাঁধা।

হতভম্ব হয়ে পড়েছে মেয়েরা।

শেষ পর্যন্ত জুলিয়া!

সত্যি, কী বিচিত্র! কার মনে যে কী আছে! লোভ করেছে, এখন কর্মফল তো ভোগ করতেই হবে।

কিন্তু আয়েশা তো জানে, ঘটনা আসলে কী। বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে জুলিয়াকে।

চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করল ওর। অনুশোচনায় ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা।

আহ, এত কষ্ট!

কিন্তু কাঁদলে যে সন্দেহ করবে সবাই।

নাকি জানিয়ে দেবে ওদের সত্যি কথাটা?

পারল না।

রক্তমাংসের আয়েশার কাছে পরাজিত হলো ওর বিবেক। যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়টা কেবল বলতে পারল কোনও রকমে: 'জুলি, মাফ করে দিস আমাকে!'

আরও একজন কিন্তু বুঝতে পারছে, ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে জুলিয়াকে। চুরির মূলে কে রয়েছে, তা-ও ও বলে দিতে পারে পরিষ্কার। কিন্তু জুলি মেয়েটার কপালে বোধ হয় দুর্ভাগ্যই লেখা

BanglaBook.org

ছিল।

'কসম খেলাম, জুলি!' ওয়াদা করল হুররেম মনে-মনে। 'এ অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেবই!'

দু'-চারটা উপদেশ বিতরণ করে আংটিটা ওর মালিককে বুঝিয়ে দিল দায়া। তারপর ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে চলল দলবল নিয়ে।

নিগার আর সুমবুল— ওদেরও ভেঙে গেছে মনটা।

একত্রিশ

প্রচণ্ড মাথা-ধরা নিয়ে ঘুম ভাঙল মাহিদেভরানের।

এত জ্বালা করছে চোখ দুটো!

ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে ও রাতে। কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না, ঠিক কী দেখেছিল।

জরুরি কিছু না, এমনিই গল্পগুজব করতে ডেকেছিলেন শাশুড়ি।

ফিরতে-ফিরতে রাত হয়েছিল বেশ।

নিদারুণ অস্বস্তি সারা অঙ্গে। মনে হচ্ছে, পড়ে-পড়ে ঘুমায় সারাটা দিন।

তবু উঠল মাহি। অনেক সাধ্য-সাধনা করে শোয়া থেকে বিছানায় বসাল অবসাদে আচ্ছন্ন পোয়াতি শরীরটা।

সঙ্গে-সঙ্গে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল তলপেটে। মনে পড়ল, রাতেও পেট-ব্যথা করেছিল ঘুমের মধ্যে।

BanglaBook.org

ওহ!

অসহ্য ব্যথায়, মনে হচ্ছে, জ্ঞান হারাবে মাহিদেভরান।

ঝাড়া মেরে কোলের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রেশমি চাদরটা। পশুর মতো গোঙাচ্ছে ও পেট চেপে ধরে।

এক হাতের ভর খাটের উপর রেখে নামতে গিয়ে চাপ-চাপ রক্ত আবিষ্কার করল বিছানার শুভ্র চাদরে।

মালকিনের আকাশ ফাটানো চিৎকার শুনে পড়িমরি করে ছুটে এল গুলশাহ।

রক্ত দেখে চিল্লাতে লাগল সে-ও।

খবর পেয়ে হাজির হলো হেকিম সাহেবা।

ক'দিন আগেই যে-মহিলা সুখবর শুনিয়ে ইনাম নিয়েছিল রাজমাতার কাছ থেকে, তাকেই আজ বিষণ্ন মুখে দিতে হলো দুঃসংবাদটা।

বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে মাহির!

আল্লাহর মার!

নিজ হাতে মেয়েটাকে শাস্তি দিয়েছেন খোদা!

বিছানায় মড়ার মতো পড়ে আছে মাহিদেভরান। শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেছে। কাঁথা-চাদর এলোমেলো।

নিজেই কপাট ঠেলে সে-ঘরে প্রবেশ করলেন সুলেমান।

এক মুহূর্তও দেরি করেননি গর্ভপাতের খবরটা পেয়ে। ছুটে এসেছেন স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে।

উপস্থিত বাঁদি দু'জন সম্রাটকে সম্মান দেখিয়ে কামরার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

সদ্য সন্তানহারা স্ত্রীর বিছানায় গিয়ে বসলেন সুলেমান।

ওঁর উপস্থিতি সচকিত করে তুলল মাহিদেভরানকে। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল।

BanglaBook.org

কিন্তু মেয়েটার কাঁধে একটা হাত রেখে মানা করলেন সুলেমান। ফলে, আবার বালিশে মাথা ছোঁয়াল মাহি।

'জাঁহাপনা... আমি—' কান্নার দমকে কথা শেষ করতে পারল না ও।

'শ্‌শ্‌শ্‌...' ওর ঠোঁটে আলতো করে আঙুল রাখলেন সুলেমান। 'কিচ্ছু হয়নি, মাহি!'

তবু মন কি আর মানে! কান্না রুখতে গিয়ে মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল অভাগিনীর। ফোঁপানির দমকে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল শরীরটা।

বড্ড মায়া লাগছে সুলেমানের। কষ্ট তিনিও কি কম পাচ্ছেন? কিন্তু আল্লাহ যা করেন, নিশ্চয়ই গূঢ় কোনও কারণ থাকে তার পিছনে। কার সাধ্যি, তাঁর পরিকল্পনা বোঝে!

আলখেল্লার জেব থেকে রুমাল বের করে স্ত্রীর অশ্রু মুছে দিলেন তিনি।

'কেঁদো না... চোখ মোছো। আমি সামলে নেব মুস্তফাকে। তুমি শুধু শরীরের যত্ন নিয়ো!' স্ত্রীর দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কথা চাইলেন সুলেমান।

কান্নারুদ্ধ স্বরে মাথা নাড়ল মাহিদেভরান।

'দরবারের সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে,' বললেন নিরুপায় সুলেমান। ওঁর একটা হাত স্পর্শ করল মাহিদেভরানের কপোল। 'যেতে হয় আমাকে।'

ঝুঁকে চুমু খেলেন তিনি স্ত্রীর কপালে। সহানুভূতির দীর্ঘ চুম্বন। যখন মুখ তুললেন, শক্ত পুরুষটির চোখেও টলমল করছে লোনা পানি।

BanglaBook.org

বত্রিশ

'কারখানা থেকে খবর এসেছে, জাঁহাপনা,' সুলতানের পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বলল ইব্রাহিম।

প্রাসাদের বাগানে পায়চারি করছে দু'জনে।

অল্প-অল্প কুয়াশা পড়েছে।

'কামান তৈরি হয়ে গেছে,' জাঁহাপনা ওর দিকে তাকাতে খবরটা পেশ করল সচিব।

'খুব ভালো।' শুনে খুশি হলেন সুলেমান।

'কখন দেখতে যাবেন, জাঁহাপনা?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'বা-বা!'

ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন দু'জনে।

বরাবরের মতো ফুপির সঙ্গে বাগানে হাজির হয়েছে মুস্তফা।

'ওই দেখো,' সহচরের দিকে চেয়ে বিমল হাসলেন সুলেমান। 'আমার পালোয়ান বাবা এসে গেছে।'

হাসিটা ফিরিয়ে দিল ইব্রাহিম। অস্বস্তি ভরে চাইল ওর প্রিয়তমার দিকে।

মুখটা ভাইয়ের দিকে ফেরানো থাকলেও চোখের মণি ঘুরিয়ে মনের মানুষটিকে দেখছে হাফিজা, ইব্রাহিম তাকাতে নামিয়ে নিল লাজুক চোখের দৃষ্টি।

BanglaBook.org

ফুপির হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে এসে এক লাফে বাপের কোলে উঠে পড়ল মুস্তফা। ছোট্ট দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সুলেমানের গলা। 'আব্বু! আব্বু! তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছ? আমাকেও নিয়ে চলো!'

'সেটা তো হবে না!' রাজি নন পিতা। 'তা হলে আমার সিংহাসন রক্ষা করবে কে, হ্যাঁ? তোমার আম্মুকে দেখবে কে, বাবা?'

'আম্মু তোমার যুদ্ধে যাওয়ার কথা শুনে খুব মন খারাপ করেছে,' আধো-আধো বোলে করুণ মুখ করে বলল মুস্তফা।

সুলতানেরও খারাপ হলো মন। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হাসলেন তিনি।

'চলো, দেখি। সুলতান আর শাহজাদা মিলে গল্প করা যাক।'

মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগলেন সুলেমান পুত্রকে কোলে নিয়ে।

ইব্রাহিম পারগালির পাশে গিয়ে দাঁড়াল হাফিজা।

ওদেরও মনে বাজছে বিদায়ের সুর, বহু দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হবার হাহাকার।

আর যদি...

এক ট্রাঙ্ক ভর্তি উপহার পাঠিয়েছেন সুলেমান হুররেমের জন্য।

নিজের ব্যক্তিগত কামরায় বসে তাই দেখছে মেয়েটা প্রিয় বান্ধবী মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। বিস্তর কাপড়চোপড় আর দামি-দামি সব অলঙ্কার...

ভাঁজ করা গোলাপি একটা গাউন বান্ধবীর দিকে বাড়িয়ে ধরল হুররেম। 'এটা রাখ, মারিয়া।'

প্রবল আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়ছে হুররেমের বান্ধবী। ভাবতেও পারেনি, নিজের জিনিস ওকে দিয়ে দেবে হুররেম।

'এটা আমি নিতে পারব না,' বলল ও। 'সুলতান তোকে

BanglaBook.org

দিয়েছেন এটা, হুররেম। আমি এটা গায়ে দিতে পারব না... কেউই পছন্দ করবে না!'

'মারিয়া!' শাসনের সুর হুররেমের কণ্ঠে। 'ধর, বলছি! আমি দিচ্ছি তোকে এটা! কে কী বলল, না বলল, থোড়াই কেয়ার করি!'

এরপর আর কথা চলে না।

বাধ্য হলো মারিয়া উপহারটা নিতে, বান্ধবীর উদারতায় মুগ্ধ। ভাঁজ খুলে দেখতে লাগল ও অভিজাতদের জন্য মানানসই পোশাকটা। হাত বুলিয়ে অনুভব করছে জগৎ-সেরা সিল্কের মসৃণতা।

তাকিয়ে-তাকিয়ে মেয়েটার মুগ্ধতা দেখল হুররেম। বান্ধবীকে খুশি করতে পেরে খুব ভালো লাগছে ওর।

'পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল।

'খুব! খুব! ধন্যবাদ, দোস্ত।' উচ্ছ্বসিত মারিয়া।

ট্রাঙ্ক ঘেঁটে আরেকটা পোশাক বের করল হুররেম।

সোনালি এটা। জমিনে সুদক্ষ কারিগরের হাতের কাজ।

'নে, এটাও তোর।'

অবাক হলেও এ-বার আর আপত্তি করল না মারিয়া।

'ক'দিন পরেই আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে এই প্রাসাদ,' স্বপ্ন দেখছে হুররেম। আয়েশ করে বসল ও তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। 'আমার কথায় উঠবে-বসবে সমস্ত দাসী-বাঁদি। হেরেমের মেয়েরাও তখন গুণগান করবে আমার। ...আর তখন, দায়ার জায়গাটা নিবি তুই।'

শেষের কথাটা কৌতুক ছিল। কাজেই, কুটকুট করে হাসতে লাগল দুই বান্ধবী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, আড়ি পেতে কথাটা শুনে ফেলেছে স্বয়ং দায়া। রেগেমেগে সেখান থেকে চলে এল মহিলা।

BanglaBook.org

সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বাধা পেল হুররেম।

নথিপত্র বগলে নিয়ে মাত্রই বেরিয়েছে ইব্রাহিম সুলেমানের কামরা থেকে, চোখে নির্জলা বিরক্তি নিয়ে তাকাল ও মেয়েদের দেখে।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' ওদের সম্মানের জবাব না দিয়ে কাঠ-কাঠ স্বরে জানতে চাইল, যদিও জবাবটা জানা আছে ওর।

'সুলতানের কাছে,' সবিনয়ে বলল হুররেম।

বিরক্তি আরও বাড়ল যুবকের। নারীসঙ্গ কামনা ছাড়া আর কোনও চিন্তা থাকতে পারে না পুরুষের?

'বিনা আমন্ত্রণে?' সন্দেহ প্রকাশ করল ও।

'না-না, তা কেন হবে?' বলল হুররেমের সঙ্গী নিগার। 'জাঁহাপনা ডেকেছিলেন ওকে।'

'কই, আমি তো কিছু জানলাম না!' সন্দেহ বরং বাড়ল ইব্রাহিমের। 'ঠিক আছে, যাও এখন। পরে দেখা হবে। সুলতান ব্যস্ত আছেন এই মুহূর্তে।'

বর্ষার মেঘ ঘনাল হুররেমের চেহারায়। কেউ যেন চড় কষিয়েছে ওর গালে। অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল ও নিগারের দিকে। চোখ বলছে: কিছু একটা করো, নিগার!

কিন্তু কিছু করবার সাধ্য নেই হেরেম-সহকারিণীর।

আসলেই কাজে ডুবে ছিলেন সুলেমান। টেবিলের উপর মানচিত্র বিছিয়ে রণকৌশল গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কামরার বাইরে নারীকণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে চোখ তুললেন টেবিল থেকে। স্বর উঁচিয়ে বললেন, 'বাইরে কে, ইব্রাহিম? হুররেম নাকি?'

কথাটা বলে নিজেই চেয়ার ছাড়লেন তিনি দেখবার জন্য।

ভুবনজয়ী অভিব্যক্তি নিয়ে ইব্রাহিমের দিকে তাকাল হুররেম।

নিগারও ঠোঁট টিপে হাসছে ঠাণ্ডাযুদ্ধে হুররেমের বিজয় দেখে।

BanglaBook.org

হাফসা সুলতানের একান্ত অনুগত দায়া একটুও দেরি করল না ওর বেগম সাহেবার কানে খবরটা তুলতে।

'আংটি ফিরে পাওয়ার পর থেকেই চাল-চলন বদলে গেছে হুররেমের,' উদ্বেগ প্রকাশ করল মহিলা। 'আপনাকেও আজকাল অপমান করতে ছাড়ছে না।'

'কী হয়েছে?' বিচলিত বোধ করলেন রাজমাতা।

যা শুনেছে, সব বলল দায়া।

শুনে মন্তব্য করলেন হাফসা, 'ওই হচ্ছে দাসীদের চিরাচরিত স্বভাব।'

মক্ষিরানির উদ্বিগ্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে ক্রূর হাসি হাসলেন তিনি। 'যুদ্ধে যাক না সুলেমান, তারপর ওই মেয়েকে বুঝিয়ে দেব, এটা কার প্রাসাদ! ভালো মতো শিক্ষা দিয়ে দেব ওকে।'

'এই যে... এটা হচ্ছে নদী,' মানচিত্রে লম্বা, শাখা-প্রশাখাযুক্ত আঁকাবাঁকা একটা রেখার উপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে বোঝাচ্ছেন সুলেমান। 'এ-দিক দিয়ে যাবে আমাদের জাহাজ... কামান আর বারুদে বোঝাই।'

আরেক জায়গায় তর্জনি রাখলেন তিনি। 'আর এই যে... এইখানটাতে হবে যুদ্ধ।'

শুনতে-শুনতে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছে হুররেম। সুলেমান থামতে বলল ও, 'আপনার ভয় করে না, জাঁহাপনা? যুদ্ধ... হত্যা... রক্ত... কত মানুষ মারা যাবে... কত শিশু এতিম হবে...'

কথাটা নির্জলা সত্য। প্রতিটি মুদ্রারই অপর পিঠ থাকে।

জবাব দিতে এক মুহূর্ত সময় নিলেন সুলেমান। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করতেই হয়।' আবার মানচিত্রে ফিরে গেল ওঁর দৃষ্টি। 'এ যুদ্ধ আমি চাইনি, হুররেম। কিন্তু এখন আর এ থেকে পিছিয়ে আসার কোনও উপায়

BanglaBook.org

নেই।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল হুররেম।

'দুনিয়ায় আপন বলতে আমার আর কেউ নেই। যদি কিছু হয়ে যায় আপনার...' সজোরে সুলতানকে জাপটে ধরল মেয়েটা, প্রশস্ত ঘাড়ের মাঝে মুখ গুঁজল।

নিজের শরীরে হুররেমের ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না টের পেলেন সুলেমান। ওকেও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

'দোয়া কোরো, হুররেম,' বললেন গভীর স্বরে। 'সহিসালামাতে যেন ফিরে আসতে পারি তোমার কাছে।'

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সকালের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে হুররেম।

কাজে চলে গেছেন সুলতান।

অখণ্ড অবসর ওর সারাটা দিন।

আবেগঘন আলাপের পর বাকি রাতটুকু কেটেছে ওদের বিছানায় প্রেম করে।

তখন-তখুনি কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুলেমান। আদরে-আদরে ভরিয়ে দিয়েছেন ওকে।

কখন যে ইব্রাহিম এসে দাঁড়িয়েছে পাশের বারান্দায়, টের পায়নি হুররেম। কামরায় ফিরবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে চোখ পড়ল লোকটার উপরে।

মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে গ্রিক যুবক। দৃষ্টি সুদূরে।

আগেই হুররেমকে খেয়াল করেছিল ইব্রাহিম। মেয়েটাকে নড়ে উঠতে দেখে ফিরিয়ে নিয়েছিল চোখ। সময় নিয়ে ফের ওর দিকে তাকাল দীর্ঘক্ষণ নীল দুটো চোখের দৃষ্টি বিদ্ধ করছে ওকে, অনুভব করে।

বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিয়ে পরস্পরকে দেখতে লাগল ওরা।

BanglaBook.org

'কিছু বলবে?' সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্নটাই করল ইব্রাহিম।

'হ্যাঁ।' এক মুহূর্ত দেরি করল না হুররেম জবাব দিতে।

'বলো। কোনও সমস্যা?'

'হ্যাঁ... সমস্যা একটা আছে...'

'বলে ফেলো।'

এ-বারে সময় নষ্ট করছে হুররেম। আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে, কথাটা শুনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে যুবকের।

'কী হলো?' জোর তাগাদা ইব্রাহিমের গলায়।

'সমস্যাটা হলো...' মুহূর্তের বিরতি। 'আপনি, পারগালি।'

'কী রকম?' একটুও অবাক হয়নি যুবক।

'এই যে সারাক্ষণ সুলতানের সাথে থাকেন আপনি, এটাই হলো সমস্যা,' বিষয়টা ভাঙল হুররেম। 'আমার চাইতেও বেশি গুরুত্ব দেন তিনি আপনাকে।'

হাসল ইব্রাহিম। কিন্তু ওর চোখ হাসছে না।

'তোমার অবগতির জন্যে বলছি, হুররেম। সুলতান সুলেমানের চাকর আমি, তাঁর খাস কামরার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর বন্ধু। তাঁর ভাই,' স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল ও প্রতিটি শব্দ। 'বোঝা গেছে এ-বার? কথাগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নাও, নিজের অবস্থান বুঝতে কাজে দেবে।'

সবেগে ঘুরে চলে গেল যুবক।

এক গাদা থুতু এসে জমা হয়েছে হুররেমের মুখে। অক্ষম রাগে ফুলতে লাগল মেয়েটা।

BanglaBook.org

তেত্রিশ

আঠারোই মে, পনেরো শ' একুশ।

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছেন সুলেমান।

যুদ্ধে রওনা হবার দিন আজ।

হাফিজা, গুলফাম, মাহিদেভরান, দায়া... সবাই জড়ো হয়েছে হাফসা সুলতানের কামরায়।

'তোর ইচ্ছা পূর্ণ করুন খোদা,' আশীর্বাদ করলেন রাজমাতা। 'যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আয় তুই!'

'প্রাসাদ ছাড়ার আগে কবর জিয়ারত করব আব্বার,' জানালেন সুলেমান। 'জানি, এ যাত্রায় না-ও ফিরতে পারি।' চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি মায়ের আর্দ্র চোখ জোড়া থেকে। শেষ মুহূর্তে মন দুর্বল হয়ে পড়ে যদি।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মন খারাপ হয়ে গেছে সবারই। সে-জন্য বললেন, 'কিন্তু যুদ্ধে পিছু হটা অটোমানদের রক্তে নেই।'

বোনের কাছে গেলেন সুলেমান।

বিড়বিড় করতে-করতে ভাইয়ের হাতে চুম্বন করল হাফিজা।

মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি।

এরপর কোলে তুলে নিলেন ছোট্ট শাহজাদাকে। চপ-চপ করে ভেজা দুটো চুমু বসিয়ে দিলেন বাচ্চাটার বেলুনের মতো ফোলা

BanglaBook.org

দুই গালে।

'আসি, বাবা, কেমন?' ছেলের কাছে বিদায় চাইলেন সুলেমান। 'পড়াশোনায় ফাঁকি দেবে না একদম। আমার চাইতেও বড় হতে হবে তোমাকে।'

শেষ একটা চুমু দিলেন তিনি মুস্তফার কপালে।

ছলো-ছলো চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

প্রতিজ্ঞার বাঁধ ভেঙে যেতে চাইছে পিতার। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে সেটাই হবে হয়তো।

'চললাম,' পুত্রকে কোল থেকে নামিয়ে বললেন সুলেমান। 'সবাই দোয়া করবে আমাদের জন্যে।' দেখেও দেখলেন না যেন মুস্তফার পাশে দাঁড়ানো মাহিদেভরানকে।

আসলে, কীভাবে-কীভাবে যেন জেনে গেছেন তিনি হুররেমের আংটি চুরির কথাটা। জেনেছেন, মাহিদেভরানই ছিল এর নেপথ্যে।

এরপর থেকে মুস্তফার আম্মাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন তিনি, এড়িয়ে চলছেন সজ্ঞানে। কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জিন্দেগিতেও আর মহিলার ছায়া মাড়াবেন না।

কঠোর সাজা দিতে পারতেন এর জন্য। শিরশ্ছেদ করাতে পারতেন দোষী মেয়েটার।

সে-রকম হলেও নিয়তির লিখন মেনে নিতে বিন্দু মাত্র কষ্ট হতো না মাহির, এখন যেমন হচ্ছে।

নিজের প্রিয়-তালিকা থেকে ওর নামটা কেটে দিয়েছেন সুলেমান। সে-জায়গায় ঢুকে পড়েছে রাশান মেয়েটা।

নতুন খবর: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে আলেক্সান্দ্রা। পাকাপাকি ভাবে নিজের করে নিয়েছে সুলতানের দেয়া 'হুররেম' নাম।

ঘর ভর্তি নতমুখের মাঝ দিয়ে বেরোনোর জন্য রওনা হয়ে

BanglaBook.org

গেলেন সুলেমান।

এক মাত্র রাজমাতার শির উঁচু। অনর্গল দোয়া-দরুদ পড়ছেন মহিলা।

চুপচাপ নিজের ঘরে ফিরে চলল হাফিজা। এখন একটু কাঁদবে ও... প্রাণ ভরে কাঁদবে।

চৌত্রিশ

ঘুরে-ঘুরে প্রাসাদের বাগান দেখছিলেন হাফসা। সঙ্গে রয়েছে দায়া আর গুলফাম।

একটু দূর থেকে অনুসরণ করছে দু'জন পাহারাদার।

ভালোই ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।

মখমলের ভারী চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে তিনজনে।

প্রকৃতি যেন আলস্যে জবুথুবু।

প্রৌঢ় কাসিম পাশাকে বাগানের ফটক পেরিয়ে গুটি-গুটি পায়ে ওদের দিকে আসতে দেখল দায়া।

মাথা নিচু করে হাঁটছেন বয়স্ক লোকটা।

চাপা স্বরে বেগম সাহেবার মনোযোগ আকর্ষণ করল মহিলা ওঁর দিকে।

কাসিম পাশা হচ্ছেন তোপকাপি প্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত উজির। খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ওঁকে আনাতোলিয়া থেকে। অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য এ ভদ্রলোকটির উপর যুদ্ধকালীন সময়ে অটোমান

BanglaBook.org

সাম্রাজ্যের দেখাশোনার ভার তুলে দিয়েছেন সুলতান সুলেমান।

হলদে এক দঙ্গল গোলাপ থেকে মুখ তুলে দেখলেন রাজমাতা। মক্ষিরানিকে নির্দেশ দিলেন দূরে গিয়ে দাঁড়াতে। একা কথা বলবেন তিনি নব্য নিযুক্ত উজিরের সঙ্গে।

কথামতো কাজ করল দায়া। গুলফামকে সহ চাদরে মুখ ঢেকে পিছিয়ে সরে এল বেগম সাহেবার কাছ থেকে।

একজন সহকারী সহ হাজির হয়েছেন পাশা।

হাফসা সুলতানের নিকটবর্তী হতে, সম্মানজনক বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে গেল অল্প বয়সী ছেলেটা।

এগিয়ে গিয়ে কুর্নিশ করলেন পাশা। রাজকর্মকর্তাদের সোনালি-সুতোর-কাজ-করা বিশেষ তিন কোনা টুপি ওঁর মাথায়।

'আপনি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য, বেগম সাহেবা,' মাপা হাসি হেসে বললেন শ্মশ্রুমণ্ডিত উজির।

'হ্যাঁ। অটোমান প্রাসাদে স্বাগতম, উজির সাহেব। অভিনন্দন গ্রহণ করুন আমার। আপনাকে এ পদে নিযুক্ত করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বাঘের বাচ্চাটা।'

বিনয়ে বিগলিত হাসি দিলেন উজির। 'সুলতানের কাজে লাগতে পেরে ধন্য মনে করছি আমি নিজেকে।'

'অনেক সুনাম শুনেছি আপনার,' বলে চললেন মহিলা। 'অতীতের মতো এখানেও আপনি অভিজ্ঞতার ঝলক দেখাবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।'

প্রশংসায় খুশি হয় মানুষ, কাসিম পাশাও এর ব্যতিক্রম নন।

'আসলে... একটা ব্যাপারে আলাপ করব বলে ডেকেছি আপনাকে...' মূল প্রসঙ্গে চলে গেলেন হাফসা।

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল উজিরের। হাসি-টাসি নিঃশেষে বিদায় নিয়েছে চেহারা থেকে।

BanglaBook.org

'জি, বলুন!' ঘন ভুরুর জঙ্গল আরও ঘন করে তুলে মনোযোগী হলেন তিনি রাজমাতার প্রতি। 'কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'বলছি। আমার হেরেমের এক দাসী... হুররেম নাম... আমার খুব পেয়ারের বাঁদি ও। রুথেনিয়া থেকে এসেছে মেয়েটা, এখানে এসে মুসলমান হয়েছে...'

মহিলার কথার সঙ্গে তাল দিতে মাথা নাড়ছেন উজির।

'খুবই ভালো মেয়েটা। সুন্দরী... ব্যবহার জানা মেয়ে। আরও অনেক কিছুতেই পারদর্শী...'

'মাশাআল্লাহ। আপনার হেরেমের মেয়ে, গুণবতী তো হবেই,' তেল দিলেন প্রৌঢ়।

প্রশংসাটুকু মাথা নেড়ে গ্রহণ করলেন মহিলা; ঠিক মন থেকে বলছেন না উজির, সেটা বুঝেও।

'এখন কথা হচ্ছে, আমার একটা প্রস্তাব আছে... মেয়েটার ব্যাপারে...'

'জি, বলুন!'

BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ

সোফিয়া।

সতেরোই জুলাই, পনেরো শ' একুশ।

বিস্তীর্ণ মাঠে তাঁবু ফেলেছে সুলেমানের বাহিনী।

'জাঁহাপনা,' বলল আহমেদ পাশা। 'আমার পরামর্শ হলো— তিনটি ধাপে আক্রমণ করা। প্রথমে শাবাতসের দুর্গ দখল। তারপর স্রেম এলাকা কবজা করে নিয়ে ছড়িয়ে পড়া। ...সব শেষে— বুদিনের দিকে রওনা হওয়া।'

'শাবাতসের দুর্গ অভিযান বেহুদা চিন্তা,' বৃদ্ধ উজির পিরি পাশার অভিমত। 'ও-দিকে শক্তি ক্ষয় করার কোনও মানেই হয় না। আমার পরামর্শ: প্রথমেই বেলগ্রেড রওনা হব আমরা। ও-দিককার দুর্গটার দখল নিতে পারলে কাজের কাজ হবে একটা। কারণ, শত্রুপক্ষ বুদিনেই আগে আশা করবে আমাদের। সে-জন্যে বেলগ্রেডে একেবারেই প্রস্তুত থাকবে না ওরা।'

'জাঁহাপনা,' যুক্তি দেখাল আহমেদ পাশা। 'আপনি জানেন, কতটা সুরক্ষিত বেলগ্রেডের দুর্গ। আজ পর্যন্ত কেউই জয় করতে পারেনি ওটা। এ অবস্থায়...' একটু থামল লোকটা। 'প্রথমেই যদি পরাজয় বরণ করতে হয়, মনোবল ভেঙে যাবে আমাদের সৈন্যদের। শাবাতসে গেলে উলটোটা হবে। জয় দিয়ে শুরু করতে পারব আমরা। শত্রু-সেনাদের চাইতে এগিয়ে থাকব।'

'তুমি কী বলো, ইব্রাহিম?' একান্ত সচিবের মতামত চাইলেন সুলেমান।

প্রমাদ গুনল আহমেদ পাশা।

'আঁ...' চকিত দৃষ্টিতে তাকাল যুবক ওকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা আহমেদ পাশার দিকে। 'জাঁহাপনা, স্বীকার করতেই হবে যে, শাবাতস আক্রমণ করাটাই তুলনামূলক ভাবে ভালো মনে হচ্ছে আমার কাছে। অতি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন জনাব আহমেদ পাশা।'

আহমেদ পাশা অবাক, বিরোধিতা করবে ভেবেছিল ইব্রাহিম পারগালি।

BanglaBook.org

না চাইতেই কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল লোকটার অন্তর। গ্রিক যুবককে যতটা খারাপ ভেবেছিল, সে দেখা যাচ্ছে ততটা নয়।

'এখন আমারও মনে হচ্ছে, পরিকল্পনাটা ভালো,' হার স্বীকার করলেন পিরি পাশা। 'ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাব আমরা দুশমনদের। চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছ, আহমেদ।'

'ঠিক আছে,' সিদ্ধান্তে এলেন সুলেমান। 'শাবাতসই তা হলে প্রথম লক্ষ্য আমাদের। যত দিন না নৌ-বহর এসে পৌঁছোচ্ছে, তদ্দিন পর্যন্ত মুলতবি থাকুক বেলগ্রেড অভিযান।'

জঙ্গলের ধারে, নিজের এক সৈন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে অসিখেলায় মেতেছেন হাঙ্গেরিয়ান সম্রাট লুই। হাসতে-হাসতে এগোচ্ছেন, পিছিয়ে আসছেন। তাঁর উলটোপালটা তলোয়ার চালানো দেখেই বোঝা যায়, কতটা আনাড়ি তিনি এ কাজে।

কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ভুল ধরবে সম্রাটের?

খেলার মাঝখানে বুটিদার বাদামি ঘোড়ায় চেপে এল এক সংবাদদাতা।

'সম্রাট!' উত্তেজিত স্বরে বলল লোকটা। 'সোফিয়া অতিক্রম করেছে অটোমান বাহিনী! হাজারো সৈন্য নিয়ে এ-দিকেই আসছে সুলেমান!'

'বলো কী!' তলোয়ার চালনা থামিয়ে দিয়েছেন লুই। চোখ বড়-বড় করে ভান করছেন আঁতকে উঠবার। অবশ্য পরক্ষণেই পালটে ফেললেন ভাব। 'আরে, আসতে দাও, আসতে দাও! এলে আর পালাতে হচ্ছে না ওদের!'

BanglaBook.org

ছত্রিশ

গুলফাম এসে খবর দিল, খবর পেয়ে চলে এসেছে উজির কাসিম পাশার ছেলে।

তক্ষুণি তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন হাফসা সুলতান।

বাপের সম্পূর্ণ বিপরীত বাতুর। রাজকীয় আদব-কায়দা জানলেও গলদ রয়েছে ওর ভিতরে।

এই প্রথম ছেলেটাকে দেখছেন হাফসা, কিন্তু এক নজর দেখেই চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা পেয়ে গেলেন ভালো মতো। সুবেশী, মোটামুটি সুদর্শন হলেও পরিষ্কার লম্পটের চেহারা। নগ্ন লালসা ঝরছে চোখ থেকে।

গায়ে জড়ানো আলোয়ানটা টেনেটুনে নিলেন রাজমাতা।

তোপকাপি প্রাসাদে স্বাগত জানালেন তিনি উজিরের ছেলেকে। জানতে চাইলেন, তাঁর প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কি না কাসিম পাশা।

'জি, বেগম সাহেবা, বলেছেন,' কর্কশ স্বরে জানাল বাতুর পাশা।

নিজে হুররেমের কামরায় এল দায়া। বলল, বেগম সাহেবা ডেকেছেন ওকে বাগানে।

'বেগম সাহেবা?' ঠিক শুনেছে কি না, সন্দিহান হয়ে পড়ল

BanglaBook.org

হুররেম।

'বেগম সাহেবা।'

'আমাকে?' তার পরও সন্দেহ যায় না হুররেমের।

একবার মাথা উপর-নিচ করল দায়া। 'ভুল শোনোনি।'

'কী জন্যে ডেকেছেন, একটু বলবেন?'

'সেটা তুমি ওঁর কাছ থেকেই শুনে নিয়ো।'

সেকেণ্ডে মনটাকে স্থির করে নিল হুররেম। মনে বাজছে, নিগার আর সুমবুল কী বলেছে ওকে।

সুলতানের আম্মার মন জয় করতে পারলে আর কিচ্ছু লাগবে না। মাথায় করে রাখবেন তিনি ওকে।

হুররেম ঠিক করল, খুবই ভদ্র আচরণ করবে বেগম সাহেবার সঙ্গে। একটুও উত্তেজিত হবে না ওঁর কোনও কথায়। একটা সুযোগ এসেছে, সুযোগটা নষ্ট হতে দেয়া উচিত নয়...

চারদিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিলেন হাফসা। 'আজকের আবহাওয়াটা খুব সুন্দর, তা-ই না? ...গোলাপগুলো দেখো।'

উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে হুররেমের সুডৌল মুখশ্রী থেকে। গোলাপের সারির দিকে চেয়ে বলল, 'জি, বেগম সাহেবা, অপূর্ব! ঠিক আপনার মতো!' একটুও জড়তা নেই ওর কণ্ঠে।

মুখে হাসিটা ঝুলিয়ে রেখে মেয়েটাকে পড়তে চেষ্টা করলেন হাফসা। ভাবছেন, এ-সব কথা কখন শিখল হুররেম! আদব-লেহাজ দেখি ভালোই আয়ত্ত করেছে! আরেকটু বাজিয়ে দেখতে হবে।

'কয়েকটা গোলাপ তুলে দাও তো আমার জন্যে,' অনুরোধ করলেন তিনি।

'আনন্দের সাথে, বেগম সাহেবা!' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মানটুকু গ্রহণ করল হুররেম।

BanglaBook.org

ফুলের সারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন হাফসা আর দায়া।

ঘটনা কেন জানি সুবিধার মনে হচ্ছে না হুররেমের সঙ্গে আসা নিগারের কাছে। দুর্বোধ্য হাসি ওঁদের মুখের চেহারায়। ঠিক যেন ফাঁদে আটকে ফেলেছেন শিকারকে।

'উহ!' অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠল হুররেম।

'ইস...' আক্ষেপ প্রকাশ করলেন হাফসা। 'কাঁটা ফুটেছে নাকি? আচ্ছা, থাক, বাদ দাও, গোলাপ তোলা লাগবে না। ...আমরা এখন যাচ্ছি। সন্ধ্যায় আমার সাথে খাবে তুমি। ...নিগার!'

'চিন্তা করবেন না, বেগম সাহেবা,' নিশ্চয়তা দিচ্ছে হেরেম-সহকারিণী। 'সময়মতো নিয়ে আসব ওকে।'

'ধন্যবাদ, বেগম সাহেবা,' শোকর জানাল হুররেম।

হেসে ওর কাঁধ চাপড়ে দিলেন হাফসা।

ওঁরা অদৃশ্য হতে নিগার বলল, 'চলো। হেরেমে ফিরে যাই।'

'দাঁড়াও একটু। ক'টা গোলাপ তুলেই যাই। খুশি হবেন উনি। ...কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'ব্যাপারটা খুব বাজে হয়ে গেল! মনে হচ্ছে, কেউ বদনজর দিচ্ছে আমার উপর...'

'কে আবার বদনজর দেবে!' কীসের কথা বলছে হুররেম, বুঝতে পারছে না নিগার।

'না, মানে... আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে... খুশি মনে কেউ কোনও কাজ করতে গেলে যদি বাধা আসে, তবে বুঝে নিতে হবে, শয়তানের নজর আছে ওর উপরে...'

'দূর! বাদ দাও তো!' উড়িয়ে দিল নিগার।

শয়তানের নজরই বটে। একটা গাছের আড়াল থেকে

BanglaBook.org

দেখছিল ওদের বাতুর পাশা।

কুকুরের মতো হাঁ হয়ে আছে ওর মুখটা। লালা ঝরাচ্ছে যেন জিভ থেকে।

ভেবেছিল, শুধু ওকেই দাওয়াত করেছেন হাফসা।

কিন্তু মহিলার খাস কামরায় উপস্থিত হয়ে ভুলটা ভাঙল হুররেমের।

আরও অনেকেই আছে ওখানে: ওঁর মেয়ে হাফিজা, গুলফাম এবং আরও কয়েক জন, যাদের ও কখনও দেখেনি। আর দায়া তো মহিলার ছায়াসঙ্গিনী।

অস্বস্তির বিষয়: মাহিদেভরান আর ওর চাকরানিও আছে।

তবে এ-বারে হুররেম বেশ সংযত। ভিতরে-ভিতরে কিছুটা বিব্রত হলেও চেহারায় ছায়া পড়তে দিল না তার। বরং কার্পণ্য করল না মাহিদেভরানকে যথাযথ সম্মান দেখাতে।

বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মুস্তফার মাকে। কেন, কে জানে। জন্মের আগেই সন্তান হারিয়েছে, তার উপর সম্ভবত চির-কালের জন্য সান্নিধ্যবঞ্চিত হলো সুলতানের— এমন পোড়া কপালীর জন্য বেমানান এই আনন্দটুকুর তরজমা করতে চেয়ে ব্যর্থ হলো হুররেম।

এমন কী ওর উপস্থিতিতেও খুশিতে এক ফোঁটা ঘাটতি পড়েনি মাহির।

গোলাপের কথাটা ভোলেনি হুররেম।

কামরায় নিজের উপস্থিতি নীরবে জানান দিয়েই রাজদুহিতার মতো নিগারের পিছে-পিছে হেঁটে গেল ও বেগম সাহেবার বসার জায়গা লক্ষ্য করে। যেতে-যেতে অনুভব করল, এক চিমটি ঈর্ষা মিশ্রিত প্রশংসার অদৃশ্য তীর এসে বিঁধছে ওর গায়ে নানান দিক থেকে।

BanglaBook.org

হেরেম-সহকারিণী এক পাশে সরে দাঁড়ালে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল ও হাফসা সুলতানকে। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে মহিলার সামনে বসে বড়-বড় চোখ জোড়া তুলে তাকাল, ওঁর উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরল গোলাপ-তোড়াটা।

টকটকে লাল গোলাপগুলো দেখে অবাক হলেন, খুশিও হলেন হাফসা।

মুখে কিছু না বললেও ফুলগুলো নাকের কাছে এনে সুবাস নিলেন তিনি বুক ভরে। বুঝিয়ে দিলেন, এগুলো পছন্দ হয়েছে তাঁর।

নিজের পাশেই বসালেন তিনি হুররেমকে।

চোখ তেরছা করে মাহিদেভরানের দিকে চাইল হুররেম।

আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছুটা দূরে বসা গুলশাহর হুকুমদাত্রীর চেহারা থেকে বেরোনো আনন্দের ছটা আগের মতোই অম্লান। যদিও হুররেম ভাবছে, এক ধাপ এগিয়ে গেল ও রাজমাতার কাছের মানুষ হবার দিকে।

ওকে দেখিয়ে-দেখিয়ে এমন কী চাকরানির সঙ্গে কানাকানিও করছে না মাহি।

ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর!

খানাপিনার পালা চুকলে যেচে হুররেমকে পৌঁছে দেবার জন্য উঠল দায়া।

ওরা করিডোর ধরে ফিরছে, আমুদে গলায় উপদেশ দিল মক্ষিরানি, 'ভালো করে একটা ঘুম দাও গিয়ে। কালকে থেকে নতুন জীবন শুরু হচ্ছে তোমার।'

'মানে!' দাঁড়িয়ে পড়ে বলল হুররেম। 'ঠিক বুঝলাম না, খালাম্মা।'

'কাল থেকে আর হেরেমে থাকতে হবে না তোমাকে। মুক্ত বিহঙ্গ এখন তুমি।'

BanglaBook.org

'সত্যি!' আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল হুররেম। 'তার মানে, মাহিদেভরানের মতো অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা পাচ্ছি আমি?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছ। আমি বরং বলব, ওঁর চেয়ে বেশিই স্বাধীনতা ভোগ করবে তুমি।'

'ওহ, খালাম্মা!' কিছু বুঝে উঠবার আগেই জড়িয়ে ধরে মহিলার মাংসল গালে সশব্দে চুমুর সিল দিয়ে দিল হুররেম। 'কী যে খুশি লাগছে আমার! বেগম সাহেবার হুকুমে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, তা-ই,' গাল থেকে থুতু মুছতে-মুছতে বলল মক্ষিরানি। 'এখন চলো তো! সকাল-সকাল উঠতে হবে কাল।'

'কেন, বলুন তো!'

'সকালে হাড্রিয়ানোপলিস রওনা হবে তুমি... ওখানকার প্রাসাদে যাবে।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হুররেম। 'সুলতান সুলেমান বুঝি ওখানে রয়েছেন?'

'আরে, দূর! সুলতান আবার আসবেন কোত্থেকে এর মধ্যে?'

'তা হলে?'

'বাতুর। বাতুর পাশার সাথে দেখা হবে তোমার।'

'কে উনি?'

'উজির কাসিম পাশার ছেলে।'

'উজির... মানে, এখানকার?'

'হুম।'

'জনাব পিরি পাশা না এখানকার উজির?'

'উনি তো যুদ্ধে। তাঁর অনুপস্থিতিতে উজিরের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন জনাব কাসিম পাশা।'

'ও। কিন্তু আমার না পরপুরুষের সাথে দেখা করা নিষেধ?'

'ছিল, এখন আর নয়। বললাম না, আজকের পর থেকে স্বাধীন হয়ে যাচ্ছ তুমি!'

BanglaBook.org

'কী মজা! কিন্তু কী দরকারে ওঁর সাথে দেখা করাচ্ছেন, সেটা তো বললেন না!'

রহস্যময় হাসল দায়া। 'যে দরকারে সুলতানের সাথে দেখা হয় তোমার, সেই একই দরকারে...'

ছ্যাঁৎ করে উঠল হুররেমের বুকটা। 'মানে! কী বলছেন এ-সব?'

'বুঝতে পারছ না? ঠিক আছে, বুঝিয়ে বলছি। বেগম সাহেবা ঠিক করেছেন, উজির কাসিম পাশার বেটাকে শাদি করবে তুমি। উজিরের বেটারও এতে অমত নেই। আজ সকালেই বাগানে দেখেছেন তিনি তোমাকে,' রসিয়ে-রসিয়ে কথাগুলো বলল দায়া।

'না!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না হুররেম। 'আপনি মজা করছেন আমার সাথে! এ হতে পারে না! আমি কেবল একজনকেই শাদি করতে পারি— সুলতান সুলেমানকে!'

'আচ্ছা!' তাচ্ছিল্যের স্বর মহিলার। 'সুলতান কি এমন দিব্যি দিয়েছেন তোমাকে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল স্বরটা: 'মনে রাখবে, হেরেমের মেয়েদের ব্যাপারে যে-কোনও সিদ্ধান্ত বেগম সাহেবার। ওনার প্রথম আর শেষ কথা: বাতুর পাশাকে বিয়ে করবে তুমি। সে-জন্যেই হাড্রিয়ানোপলিসে যেতে হচ্ছে তোমাকে। এই প্রাসাদে আজই শেষ রাত তোমার।'

'আমি যাব না!' পরিষ্কার বুঝতে পারছে হুররেম— সুলতান নেই, এই সুযোগে সবাই মিলে উঠে-পড়ে লেগেছে ওকে এখান থেকে তাড়াতে। মাহিদেভ্রানের হাসির রহস্য স্পষ্ট হলো এ-বার।

'যাবে! যাবে!' নিষ্ঠুরতায় ধক-ধক করছে মক্ষিরানির চোখ জোড়া। 'না গিয়ে যাবে কোথায়!'

'না! কক্ষণো না! এই প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও যাব না আমি!'

'তোর বাপ যাবে!' শ্বাপদের মতো হিংস্র দাঁত দেখাল দায়া।

BanglaBook.org

'সকাল হোক, তখন দেখব, না যাস কী করে!'

'আপনারা... আপনারা...' এক ঝলক রক্ত এসে জমা হয়েছে হুররেমের ফরসা মুখটায়। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছে ও, এত দিন যত রকম ঘাড়ত্যাড়ামি করেছে, কোত্থেকে পেত এত সাহস।

সুলতান সুলেমান— সুলেমানই ছিলেন ওর সাহসের ঠিকানা। আজ তিনি বহু দূরে।

কে এ-বার রক্ষা করবে ওকে এদের হাত থেকে?

'কী করে... কী করে পারছেন... অ-অসহায় একটা মেয়ের সাথে... এমনটা করতে?' কোনও রকমে কথাটা বলে দস্তুর মতো হাঁফাতে লাগাল হুররেম। চোখে পড়ার মতো উঠছে-নামছে ওর ভারী বুক জোড়া।

'হ্যাহ!' মুখ ভেংচাল দায়া। 'অনেক নাটক হয়েছে। ঘরে চল এ-বার!'

'না, আমি যাব না!' সেই একই একগুঁয়ে স্বরে পুনরাবৃত্তি করল হুররেম। 'কোথাও যাব না আমি এখান থেকে!'

'আচ্ছা জ্বালা হয়েছে তো!' এতই বিরক্ত হলো দায়া যে, বলার নয়। কবজি মুচড়ে ধরে টানল ও হুররেমকে। 'আয়, বলছি!'

হেঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে হুররেম।

যেতে পারল না বেশি দূর। পরিস্থিতির মতোই পিঠ ঠেকে গেছে ওর দেয়ালে।

ওই অবস্থায় অমসৃণ প্রতিবন্ধকটায় পিঠ ঘষটে-ঘষটে করিডোরে বসে পড়ল ও বুকের কাছে দুই হাঁটু জড়ো করে। দুই বাহু দিয়ে হাঁটু জোড়াকে বেড় দিয়ে ধরে কাঁদতে লাগল হাপুস নয়নে।

BanglaBook.org

'কোনও লাভ হবে না কান্নাকাটি করে!' এগিয়ে এল দায়া। 'যা অবশ্যম্ভাবী, সেটা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।' উবু হয়ে হুররেমের বাহু ধরে টানতে লাগল ও। 'ওঠো!'

'বেগম সাহেবার সাথে দেখা করতে চাই আমি...' মহিলার কোনও কথাই কানে ঢুকছে না হুররেমের। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও মেঝের দিকে। 'ওঁর দুটি পায়ে গিয়ে পড়ব...'

'কিচ্ছু লাভ নেই...'

টানাটানিতে কাজ হচ্ছে না দেখে সিধে হলো মক্ষিরানি। দেয়ালের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে আছে হুররেম। এটুকু চেষ্টাতেই মাজায় ব্যথা শুরু হয়ে গেছে বেঢপ, ভারী গড়নের দায়ার।

কোমরের পিছনে একটা হাত রেখে হাঁক ছাড়ল মহিলা: 'রক্ষী!'

'শাশুড়ি-আম্মা দীর্ঘজীবী হোন,' মন থেকে স্বগতোক্তি করল মাহিদেভরান। কৃতজ্ঞ-চোখে তাকিয়ে আছে রাজমাতার দিকে।

সুলতানের মায়ের অবশ্য এ-দিকে মনোযোগ নেই। হাফিজার সঙ্গে বাতচিত করছেন তিনি।

'আপদ বিদেয় হয়েছে। বুঝতে পারছি এখন, আমার মন রাখার জন্যে সব কিছুই করতে পারেন উনি,' এ-বারে গুলশাহর দিকে তাকিয়ে বলল ওর মালকিন।

'কিন্তু, বিবি-সাহেবা,' কিছুটা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না চাকরানি। 'সুলতান যদি জানতে পারেন সব? যদি আমাদের উপরে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন—'

'হিস্‌স্‌স্‌!' সাপের মতো চাপা স্বরে ফোঁস করে উঠে থামিয়ে দিল ওকে মাহিদেভরান। 'অমন কখনওই হবে না। আর যদি হয়ও, শাশুড়ি-আম্মা পিঠ বাঁচাবেন আমাদের।'

BanglaBook.org

কিছুটা ভরসা পেল যেন গুলশাহ।

'আহ! মাগির ভোঁতা হয়ে যাওয়া থোঁতা মুখটা যদি একবার দেখতে পেতাম! ...যা, মাগি, জাহান্নামে যা!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল বিজয়িনী মাহিদেভরান।

ঘরের সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে হুররেম। ফেলে, ছড়িয়ে একাকার করেছে হাতের কাছে যা পেয়েছে, সব।

বিছানার কাঁথা-চাদর মাটিতে লুটাচ্ছে; মেয়েলি আক্রোশের বলি হয়েছে নরম বালিশগুলো, ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের পালক আর তুলো; কুশনগুলো এক-একটা এক-এক দিকে।

পাগলের মতো সমস্ত কামরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হুররেম। সেই সঙ্গে নাগাড়ে চলছে মুখ।

'আমি যাব না! কিছুতেই যাব না এখান থেকে! কেন যাব? এটা আমার প্রাসাদ! সুলতান নিজে আমাকে তাঁর হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন! কেন আমি অন্যের ঘরণী হব? যাব না আমি! কিছুতেই যাব না! এর চেয়ে মরণও ভালো!'

ওর হাতের ঝাপটায় একটা ফুলদানি ছিটকে যেতেই কোত্থেকে ছুটে এল নিগার। এসেই চড় বসিয়ে দিল হুররেমের গালে।

এলোমেলো বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ল রাশান যুবতী। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে হেরেম-সহকারিণীর দিকে তাকিয়ে রইল আহত গাল চেপে ধরে। নিগার ওর গায়ে হাত তুলতে পারে, কল্পনাও করেনি কখনও।

'ব্যস!' হুররেমের দিকে তর্জনি তাক করল নিগার। 'অনেক হয়েছে! সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছ তুমি! ফের যদি—'

কথাটা শেষ না করেই গোড়ালির উপরে পাক খেয়ে ঘুরে

BanglaBook.org

দাঁড়াল ও। হনহন করে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

ইতোমধ্যে সবই জানা হয়ে গেছে নিগারের। হুররেমের এহেন পরিণতি মন থেকে মানতে পারেনি মেয়েটা। এ পর্যন্ত অনেক মেয়েকেই নিজ হাতে গড়ে-পিটে মানুষ করেছে ও, অনেক উত্থান-পতন দেখেছে। কিন্তু হুররেম... হুররেম যেন বিশেষ কিছু।

এই অহঙ্কারী, দুর্বিনীত রাশান কখন যেন হৃদয়ের অনেকখানি দখল করে নিয়েছে ওর। তারই প্রাসাদ ত্যাগের খবরে শূন্য, ফাঁকা হয়ে গেছে যেন নিগারের ছোট্ট জগৎটা।

...কিন্তু সে-ও তো একটা হুকুমের চাকরানি। অদৃশ্য শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

হুররেমের প্রতি ওর এই রাগ সহ্যক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে বলে নয়; কিছু করতে পারছে না ওর জন্য, সেই অক্ষমতায়।

BanglaBook.org

সাঁইত্রিশ

পত্র লিখছে ইব্রাহিম। কাকে আর? সেই কোন্ দূরে পড়ে আছে ওর প্রিয়া, মেয়েটা ছাড়া আর কার কাছেই বা হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল ও?

যুদ্ধের ময়দান থেকে কীভাবে হাফিজার কাছে পৌঁছোবে এ-চিঠি, জানে না ইব্রাহিম। কিন্তু ও নিশ্চিত, কিছু একটা উপায় নিশ্চয়ই বেরোবে।

ভাবছে, আর লিখছে ইব্রাহিম।

লিখছে, আর ভাবছে।

কিন্তু ঠিক যেন মনঃপূত হচ্ছে না ওর। যে কথাগুলো বলতে চাইছে হৃদয়, কাগজের বুকে অবিকল তা ফুটিয়ে তুলতে পারছে না হরফ দিয়ে।

বার-বার দোয়াতে কলম চোবাল ও, কিন্তু ক্যাম্পফায়ারের দিকে চেয়ে থেকে সঠিক শব্দ চয়ন করতে গিয়ে শুকিয়ে এল কালি।

বিদায়ের আগের রাতে রাজকুমারী হাফিজা নিজ হাতে সেলাই করা যে রুমালখানি তুলে দিয়েছিল ওর হাতে, বার-বার সেটা নাকে-মুখে বুলিয়ে প্রেরণা নিতে চাইল ও-থেকে। ওই এক টুকরো কাপড়ে ওর মানসীর স্পর্শ— গায়ের গন্ধ লেগে আছে। তবে এতেও কাজ হলো না খুব একটা।

আচমকা একটা মুহূর্তের জন্য স্পন্দন থামিয়ে দিল যেন ওর হৃৎপিণ্ড।

সুলতান পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ওর!

'ঘুমাওনি, ইব্রাহিম?' মোলায়েম স্বরে জানতে চাইলেন তিনি।

দুই টানে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল হাফিজার প্রেমিক। বসা থেকে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা হেঁট করল।

লাকড়ির সঙ্গে পুড়ে ছাই হচ্ছে তুলট কাগজ, দৃশ্যটা দেখতে-দেখতে ভারী হয়ে উঠল সুলতানের চেহারা। হাসিখুশি ভাবটা গায়েব।

'কী লুকাচ্ছ তুমি?' সন্দেহের কালো ছায়া ভর করেছে ওঁর চেহারায়। এখনও তাকিয়ে দেখছেন আগুনের উদ্বাহু নৃত্য। কমলা শিখার সঙ্গে রাশি-রাশি ফুলকি উড়ে উঠছে বাতাসে।

'ক্-কই? ক্-কিছু না, জাঁহাপনা! কিচ্ছু না!' নিজেও বুঝতে পারছে ইব্রাহিম, এ-ভাবে বলায় সন্দেহ আরও বাড়বে সুলতানের।

BanglaBook.org

'ইব্রাহিম!' শাণিত দৃষ্টি হেনে বজ্রনির্ঘোষ স্বরে উচ্চারণ করলেন তিনি পাতানো ভাইয়ের নাম। যা ভেবেছিল, তা-ই। সুলতান বিশ্বাস করেননি ওর কথা।

'শ্-শায়েরি, জাঁহাপনা! শায়েরি!' বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো মগজে ঘাই দিল এক মাত্র জবাবটা।

'শায়েরি?' কিছুটা কৌতুক খেলা করছে সুলেমানের টলটলে চোখ দুটোয়। 'তো, সেটা পোড়ানোর কী হলো? ...সত্যি করে বলো, ঠিক কী লিখছিলে তুমি?'

'শায়েরিই, জাঁহাপনা!' নিজের ব্যাখ্যা থেকে সরল না ইব্রাহিম। 'আসলে... কিচ্ছু হয়নি ওটা... আপনি দেখলে হাসতেন... তাই...' লজ্জা পাবার একটা ভঙ্গি করল যুবক।

ওকে স্বস্তির সাগরে ভাসিয়ে হঠাৎই জোরে-জোরে হাসতে লাগলেন সুলেমান।

হাসতে-হাসতেই স্বীকার গেলেন, '...আমি আরও ভাবলাম, না জানি কী!'

BanglaBook.org

আটত্রিশ

সকালে দায়া এসে দেখল, মনমরা হয়ে বসে আছেন বেগম সাহেবা। ও যে কামরায় ঢুকেছে, খেয়ালই করলেন না। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে নাশ্‌তা-পানি, বোধ হয় কিছু খানওনি।

'কী সমস্যা?'

দায়ার নীরব সওয়ালের জবাবে শ্রাগ করল রাজমাতার খাস ভৃত্যা।

'সুপ্রভাত, বেগম সাহেবা,' কোমল গলায় বলল মক্ষিরানি। 'সকালটার মতোই সুন্দর যাক আপনার দিন।'

মুখের ভাব পালটাল না, স্রেফ যন্ত্রের মতো মাথা দোলালেন হাফসা।

'খাননি, মনে হচ্ছে...'

এ-বারও মাথা নাড়লেন, তবে এ-বার ডাইনে-বাঁয়ে। চেপে রাখা ছোট একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'খিদে নেই, দায়া। ...কাপ-তশতরিগুলো নিয়ে যেতে বলো।'

'কিছু কি ত্যক্ত করছে আপনাকে, বেগম সাহেবা? বলবেন আমায়?'

'বিশেষ কিছু নয়। সারা রাত ঘুম হয়নি আসলে। সুবহে সাদেক অব্দি এ-পাশ ও-পাশ করেছি বিছানায়...'

'সুলতানের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তা-ই না?'

'সে তো আছেই।' মহিলার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিলেন এ-বার হাফসা। 'তোমার খবর বলো। উলটো-সিধা কিছু করে বসেনি তো হুররেম?'

'করেনি আবার!' হতাশ স্বর মহিলার। 'তুলকালাম করেছে ঘরের সব জিনিসপত্তর। চিল্লাচিল্লি... তার এক গোঁ: কিছুতেই যাবে না এখান থেকে... কিছুতেই বিয়ে বসবে না উজিরের বেটার সাথে...'

'বেয়াদপের ঝাড়!' ভাঁটার মতো জ্বলতে লাগল হাফসা সুলতানের ক্লান্ত চোখ জোড়া। 'এক্ষুণি নিয়ে এসো ওকে! খেদানোর আগে জন্মের শিক্ষা দিয়ে দিই!'

'তুই মরিস না কেন?' এটা দিয়েই শুরু করলেন হাফসা।

রাজমাতার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে আছে হুররেম, একটি

BanglaBook.org

বারের জন্যও চোখ তুলে তাকাচ্ছে না।

'আমার সিদ্ধান্তের উপরে কথা বলিস...' সমর্থনের আশায় দায়ার মুখপানে চাইতে মাথা নাড়ল মক্ষিরানি। 'হিম্মত হয় কী করে!'

মুখ বুজে হজম করল হুররেম বেগম সাহেবার ঝাড়ি।

'তমিজের বালাই নেই... কিছু নেই... সে আবার আমার বুকের ধনের বিবি হওয়ার খোয়াব দেখে! বামন হয়ে চাঁদে হাত!' চিবুক ধরে উঁচু করে ধরলেন তিনি হুররেমের মুখটা। 'তাকা! তাকা আমার দিকে! ...তুই তা-ই করবি, যেটা আমি বলব! বুঝতে পেরেছিস, দেমাকের ডিপো?'

'আমায়... মাফ করে দিন, বেগম সাহেবা!' অস্ফুট কান্না-কান্না স্বরে বলল হুররেম। 'কক্ষণো আর লাগতে যাব না কারও সাথে...'

'না! দোষ করেছিস, শাস্তি তোকে পেতেই হবে!'

'দয়া করুন, বেগম সাহেবা! একটু দয়া করুন!'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল হাফসার। 'এটাও বোঝার সাধ্য নেই তোর, দয়াই করেছি আমি তোকে! কয়েদখানায় দোযখে না পাঠিয়ে বিয়ে দিচ্ছি ভালো ঘরে...'

অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। মাথায় রক্ত উঠে গেছে।

'কিন্তু, বেগম সাহেবা, বাইরের লোকের ছোঁয়া আমার জন্যে হারাম! মুসলমান মেয়ে আমি—'

চড় মারার ভঙ্গিতে হাত উঁচালেন হাফসা। 'ওই পাপী মুখে আমাদের পবিত্র ধর্মের নাম উচ্চারণ করবি না, খবরদার! ...দায়া, দূর করো একে চোখের সামনে থেকে! লাথি মেরে বের করে দাও প্রাসাদ থেকে!'

'দয়া করুন! দয়া করুন, মালকিন!' শেষ চেষ্টা করল

BanglaBook.org

হুররেম।

'চলে এসো! চলে এসো, বলছি!' বেচারীকে ধরে টানতে লাগল মক্ষিরানি।

'দয়া করুন! দয়া করুন, বেগম সাহেবা! দয়া করুন আমার বাচ্চাটাকে!'

কী!

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও এমন স্তম্ভিত হয়ে পড়তেন না বোধ হয় রাজমাতা।

তিনি একা নন শুধু, চোয়াল ঝুলে পড়েছে প্রত্যেকেরই।

কী বলছে মেয়েটা!

'ক্-কী!' ফিসফিস করে শুধালেন হাফসা। 'কী বললি তুই!'

সারা রাত ভেবেছে হুররেম। এই একটা তীরই বাঁচাতে পারে ওকে যাবতীয় অমঙ্গল থেকে। তূণ থেকে বের করল আবার অস্ত্রটা।

'...দয়া করুন, বেগম সাহেবা!' অনেক কষ্টে ঢোক গিলে বলল ও। 'সুলতানের সন্তান আমার পেটে!'

BanglaBook.org

উনচল্লিশ

হাফসা সুলতানও কম সেয়ানা নন। আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কাটা সয়ে আসতে চিন্তা করলেন তিনি, হুররেম যে সত্যি কথা বলছে, তার ঠিক কী।

নিজের মনোভাব লুকালেন না তিনি।

'নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এ-সব বলছিস না তো!' শাসালেন: 'তা হলে কিন্তু তোর খবর করে ছাড়ব!'

'সত্যি বলছি, বেগম সাহেবা।' ভয় পাবার মেয়ে নয় হুররেম। 'আমি অন্তঃসত্ত্বা।'

'আর-কেউ জানে এটা?'

'জি-না, বেগম সাহেবা। কাউকে বলিনি আমি।'

'কেন? এ-রকম একটা খবর লুকিয়ে রাখার মানে কী?'

'নিরাপত্তার খাতিরে, বেগম সাহেবা। আমাকে শেখানো হয়েছে, বাচ্চা একটু বড় হয়ে না উঠলে এ-সব যাতে ফাঁস না করি। শত্রু গিজগিজ করছে চারদিকে। মা হতে চলেছি, এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে আমার আর বাচ্চা— দু'জনেরই বিপদ হতে পারে।'

যুক্তিটা ফেলনা নয়। সে-জন্য আপাতত পার পেয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

তবে এত সহজে ওকে ছাড়ছেন না হাফসা। 'হেরেমে নিয়ে যাও ওকে,' নির্দেশ দিলেন তিনি দায়াকে। 'খেয়াল রাখবে, কামরা থেকে যেন না বেরোয়। গোপন কথাটা গোপন থাকুক, তা-ই চাই আমি। যাও!'

নিজে না গিয়ে নিগারের হাতে হুররেমকে বুঝিয়ে দিল দায়া।

ওরা বিদায় নিতে মহিলার মতামত জানতে চাইলেন হাফসা। 'কী মনে হয় তোমার, সত্যি বলছে হুররেম?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, বেগম সাহেবা!' সত্যি কথাটাই বলল মক্ষিরানি। কপালে কুঞ্চন।

'ঝামেলা হয়ে গেল যে! কী বলে বুঝ দেব এখন বাতুর পাশাকে?' রেগে উঠলেন রাজমাতা। 'যন্ত্রণার একশেষ!'

BanglaBook.org

খবরাখবর নিতে, কিংবা বলা ভালো, হাঁড়ির খবর বের করবার উদ্দেশ্য নিয়ে হুররেমের কামরায় এল সুমবুল আগা। নিগারকেও পেল ওখানে।

কোলের উপর দু'হাত রেখে বসে ছিল হুররেম মুখ ভার করে। কে এসেছে, দেখবার জন্য চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল।

'সব ঠিক আছে তো!' কাছে এসে মেয়েটার কুশল জানতে চাইল আগা।

আয়ত নয়ন মেলে তাকাল হুররেম। যেন বুঝতে পারেনি সুমবুলের কথাটা। তিন-চার সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল— ঠিকই আছে ও।

মেয়েটার আপাদমস্তক নিরীখ করল খোজা। 'কই, দেখে তো মনে হচ্ছে না।'

'ভয় পাচ্ছে ও,' জানাল নিগার।

'ভয়!' খুবই অবাক মনে হলো সুমবুলকে। 'এখন আবার ভয় কীসের? আজ তো তোমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। বাচ্চার মা হবে... কত বড় সাফল্য। কেউ আর তোমার গায়ে ফুলের টোকাটাও দিতে সাহস করবে না। আর যদি ছেলে হয়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। ভয় কী তোমার!'

'মাহি...' অবশেষে মুখ খুলল হুররেম। 'আহিদেভরান! মহিলা জানতে পারলে খুন করবে আমাকে!'

'তা করবে,' স্বীকার করল সুমবুল আগা। 'তবে তার চেয়েও খারাপ হবে, বেগম সাহেবাকে যদি মিছে কথা বলে থাকো। কি, ঠিক বলিনি, নিগার?' হুররেমের অলক্ষে চোখ টিপল খোজা।

তাড়াতাড়ি করে সায় জানাল হেরেম-সহকারিণী।

'মনে আছে, নিগার... ওই যে... একটা গ্রিক মেয়ে ছিল না আমাদের এখানে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ! ভুলি কী করে ওর কথা?'

BanglaBook.org

ওষুধে কাজ হয়েছে।

'কী হয়েছে ওই মেয়ের?' জানতে আগ্রহী হলো হুররেম।

'আর বোলো না!' নাটকীয় স্বরে বলল সুমবুল। 'নিজেকে পোয়াতি দাবি করেছিল বেটি। পেটের সাথে বালিশ বেঁধে ঘুরত। কিন্তু চোরের দশ দিন, গেরস্থের এক দিন... হেকিম সাহেবার কাছে ধরা পড়ে গেল...'

'তারপর?' সারসের মতো গলা বাড়াল হুররেম।

'খেল খতম!' গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করল খোজা। 'চাকু মেরে পেট ফাঁসিয়ে দেয়া হলো মিথ্যাবাদী মেয়েটার। এখানেই শেষ না। এরপর প্রাসাদের মিনার থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো লাশটা... সোজা সাগরে।'

শিউরে উঠল হুররেম।

অন্য দিকে সহকর্মীর লাগাতার মিথ্যা শুনে অনেক কষ্টে হাসি চাপল নিগার।

'তবে তোমার আর ভয় কী!' উপসংহার টানল সুমবুল আগা। 'তুমি তো আর সত্য গোপন করছ না, তা-ই না?'

'কী বুঝছ, দায়া?'

'কোনও উনিশ-বিশ নেই, বেগম সাহেবা যে-কে-সেই।'

'সুমবুল কী বলে?'

'হ্যাঁ, হুররেমের কাছে পাঠিয়েছিলাম ওকে। ওষুধে ধরেনি। মেয়েটার ওই এক কথা: সুলতান সুলেমানের বাচ্চা আমার পেটে।'

'দুচ্ছাই!' খিটখিটে স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করলেন হাফসা। 'আঙুল বাঁকা করেও যদি কাজ না হয়... তবে তো... আচ্ছা, আমিও দেখব। দায়া, হেকিম সাহেবাকে খবর দাও। গোপনে পরীক্ষা করাতে হবে ওকে। খবরদার, কাক-পক্ষীটিও যাতে টের

BanglaBook.org

না পায়!'

'বাতুর পাশার ব্যাপারে কী করব, জনাবা?'

'বলে দাও, যাত্রা আগামী কাল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।'

'যো হুকুম, মালকিন।'

চল্লিশ

যুদ্ধযাত্রার দীর্ঘ দুই মাস অতিবাহিত হয়েছে।

শাবাতস দুর্গ দখল করে নিয়েছে অটোমান বাহিনী।

গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী আক্রমণ হলো জেমুন দুর্গে। ওখানেই নাকি তখন অবস্থান করবার কথা হাঙ্গেরির রাজা লুই-এর।

এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের আশায় পূর্ব-পরিকল্পনায় রদবদল করলেন সুলেমান।

বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সমাধা হলো মিশন।

ঝটিকা সে-হামলায় দর্প চূর্ণ হলো লুই-এর।

অবশ্য বন্দি করা গেল না ভিন্ দেশি সম্রাটকে। গোটা দুর্গের আনাচে-কানাচে ইঁদুর-খোঁজা খুঁজেও হদিস পাওয়া গেল না আর তাঁর।

লেজ তুলে পালিয়েছেন ডরপোক লুই। তুর্কি কামানের প্রথম গোলাটা দুর্গপ্রাচীরের গায়ে আঘাত হানতেই গোপন পথ ব্যবহার করে পগার পার হয়েছেন তিনি।

BanglaBook.org

লাভের মধ্যে আরেক লাভ হলো— সুলতানকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ গেল হাঙ্গেরিয়ান সেনা কমাণ্ডার কাউন্ট এরিয়েলের।

এ-বারের লক্ষ্য: বেলগ্রেড।

এখানেও সফল সুলেমান।

শিগগিরই অধিকৃত প্রাসাদ-দুর্গে পতাকা উড়ল অটোমানদের। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার হবার স্বপ্নের দিকে আরও একটু এগিয়ে গেলেন অটোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি।

কেবল বেলগ্রেডকে তুর্কি রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত করেই দায়িত্ব শেষ করলেন না সুলেমান। মহানুভবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি যুদ্ধবন্দিদের ক্ষমা করে দিয়ে। দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলে আগের মতোই স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারবে তারা।

আগামী এক বছরের জন্য বেলগ্রেডবাসীদের সব ধরনের খাজনা মওকুফ করে দিলেন সুলতান। রাজকোষ থেকে বিশ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করবার নির্দেশ দিলেন তিনি ভিন দেশি জনগণের মধ্যে। হুকুম জারি করলেন শহরের সংস্কার-কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব, শুরু করবার। একই সঙ্গে সব এলাকায় মসজিদ আর মক্তব নির্মাণের তাগিদ দিলেন।

আগের সম্রাট লুই ছিলেন অত্যাচারী শাসক। তাঁর সঙ্গে সুলেমানের তুলনা করে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে।

আর এ-দিকে হুররেমকে পরীক্ষা করে রায় দিল চিকিৎসক: মিথ্যা বলেনি সে। সত্যিই সন্তানসম্ভবা মেয়েটা।

হাফিজা আর গুলফামের কথোপকথন।

BanglaBook.org

'কিছু দিন থেকে আমার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলছেন আম্মা... কথা শুনে মনে হচ্ছে, কাউকে কথা দিয়ে দিয়েছেন উনি... কে, জানো তুমি?'

হতবুদ্ধি দেখাল গুলফামকে। 'কই, আমি তো এমন কিছুই শুনিনি!'

অসহায় দেখাচ্ছে হাফিজাকে। 'আমার কিন্তু খুব চিন্তা হচ্ছে, ভাবী!'

চিন্তা 'ভাবী'-রও হচ্ছে। কিন্তু... 'অত ভেবো না তো, শাহজাদী!' ননদের মতো হাফিজার গা ছুঁয়ে অভয় দিল গুলফাম। 'কিচ্ছু হবে না, দেখবে!' চোখ পাকিয়ে বলল, 'বেগম সাহেবা আজকাল যারই বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন, তার কিন্তু উলটোই ঘটছে।'

শুনে এত হাসি পেল হাফিজার, মনের মেঘ কেটে গেল কিছু সময়ের জন্য।

সমাধান না পেয়ে বেগম সাহেবার শরণাপন্ন হয়েছে ঝক্ষিরানি, সমস্যাটা পেশ করে দাঁড়িয়ে আছে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে।

বিষয়টা হলো: বাতুর পাশাকে বেঁধে দেয়া সময় শেষ। হবু বধূ নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায় সে এখন।

হাফসা সুলতানের মাথাতেও কোনও বুদ্ধি জোগাচ্ছে না। উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে দিশাহারা দেখাচ্ছে ওঁকে।

কূলকিনারা না পেয়ে শেষে দায়ার উপরেই রেগে উঠলেন রাজমাতা। 'আমার কাছে কেন এসেছ?' হেরেম-রক্ষককে ঝাড়লেন তিনি। 'আরও অপেক্ষা করতে হবে, বলে দাও বাতুরকে।'

'এর চেয়ে সত্যি কথাটা বলে দিলে হতো না?' বাতলাল দায়া।

BanglaBook.org

'কী বলবে? গর্ভবতী হয়ে পড়েছে হুররেম, তাই ওর বদলে অন্য বাঁদি বেছে নিন, এটাই বলতে চাও? অসম্ভব! আমার ইজ্জতের প্রশ্ন এটা। তার চেয়ে বলো গিয়ে, হুররেম অসুস্থ... কঠিন অসুখ হয়েছে ওর... সুস্থ হতে সময় লাগবে... সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলো পারলে... কিংবা বলো, হুররেমের বাঁচার আশা খুবই কম... মেয়েটার আশা যেন ছেড়ে দেয় উজিরের বেটা... একটা কিছু বলো, যা হোক! যাও... এ ব্যাপারে আর বিরক্ত কোরো না আমাকে।' ঝামেলাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচেন যেন সুলতানা।

হাফসা সুলতানের পাশে বসে আছে হুররেম। ভয়ে, কিংবা লজ্জায় মুখ তুলে চাইতে পারছে না। দক্ষ ঢাক বাদকের ভয়ঙ্কর কসরত চলছে হৃদ্‌যন্ত্রটার মধ্যে।

আবারও কি বেগম সাহেবার চোখে গর্হিত কোনও অন্যায় করে বসেছে ও? আবারও কি কঠোর কোনও দণ্ড অপেক্ষা করছে ওর ভাগ্যে?

'কোনও ভুল হয়ে থাকলে মাফ করে দিন, বেগম সাহেবা।' নিজ থেকে কিছু বলা দরকার, মনে করল রাশান যুবতী।

'ভুল যাতে আর না হয়, সে-জন্যেই সাবধান করতে ডেকেছি তোমাকে।' স্নেহের ছায়া হাফসা সুলতানের কণ্ঠে।

অবাক হয়ে তাকাল হুররেম। ওকে 'তুমি' সম্বোধন করছেন মহিলা!

আরও বললেন, 'এই প্রাসাদে মা হয় যারা, আলাদা কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে তাদের জন্যে।'

'জি, বেগম সাহেবা। নিগার সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'হুম... ওর কর্তব্য ও করেছে। এখন তোমার দায়িত্বটা তুমি

BanglaBook.org

ঠিক মতো পালন করলেই কারও কোনও ভাবনা থাকে না আর।' প্রচ্ছন্ন তিরস্কার রাজমাতার কণ্ঠে। 'কী-কী বলেছে ও, মাথায় রাখবে সব সময়। বাচ্চা সুস্থ হওয়া চাই। সে-জন্যে বিশেষ যত্ন লাগবে তোমার। এখন আর হেরেমে থাকা চলবে না, নতুন ঘর ঠিক করা হয়েছে তোমার জন্যে। বাচ্চা পয়দা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে তুমি।'

ভয় কেটে গিয়ে হাসি ফুটতে শুরু করল হুররেমের মুখে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেছে ভিতরটা।

কিন্তু কিছু মাত্র নরম হলেন না হাফসা। 'বাচ্চার কিছু হয়ে গেলে তুমিই কিন্তু দায়ী থাকবে,' সতর্ক করলেন তিনি হুররেমকে। 'এ সন্তান তোমার একার নয়, গোটা অটোমান বংশের প্রদীপ। বুঝতে পেরেছ? ...এসো এ-বার। ...নিগার, নতুন থাকার জায়গা দেখিয়ে দাও হুররেমকে। আর শোনো, তোপকাপির সর্বত্র রটিয়ে দাও, আমার গুণধর পুত্র সুলতান সুলেমানের বাচ্চার মা হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে চলেছে মেয়েটা। যত খুশি, শরবত আর মিষ্টি বিলাও।'

BanglaBook.org

একচল্লিশ

তেমন কোনও কাজ নেই হাতে, তাই উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাঁবু-এলাকায় ঘুরছিল ইব্রাহিম পারগালি।

এমন সময় এক দূত এসে হাজির।

'জনাব,' হাঁফাচ্ছে লোকটা। 'পত্র নিয়ে এসেছি রাজধানী থেকে।'

'সুলতানের জন্যে তো!' হাত বাড়াল ইব্রাহিম। 'আমার কাছে দাও। জাঁহাপনা ব্যস্ত আছেন এখন।'

'আপনার জন্যেও চিঠি আছে একটা।'

থমকে গেল ইব্রাহিম।

চিঠি!

ওকে আবার লিখতে গেল কে? হাফিজা নয় তো!

দুটো চিঠিই ইব্রাহিমের হাতে দিয়ে বিদায় নিল পত্রবাহক।

সাবধানে নিজের চিঠিটা খুলল যুবক। আপনা-আপনিই চোখ চলে গেল ওর পত্রের শেষে। প্রেরকের নামটা পড়ে এমন এক ভালো লাগায় কানায়-কানায় ভরে উঠল যুদ্ধক্লান্ত হৃদয়টা, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কবিতার ছন্দে-ছন্দে নিজের মানসিক অবস্থাটা তুলে ধরেছে শাহজাদী।

পড়তে-পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেল ইব্রাহিম।

মেয়েটা লিখেছে:

কালের বুকে একটা বুদ্বুদের সমান নীলিমায়
নীল নীরবতা
যেখানে এক হয়ে আছে আকাশ আর পাতাল
ঝরা পাতার মর্মর জানিয়ে যায় শুধু
তুমি আছ মিশে
আর... আছি কেবল আমি
আমার নিঃশ্বাস... আমার হৃৎস্পন্দন...
আমার বিশ্বাস... সমগ্র অস্তিত্ব...
আমার ব্যাকুলতা... অন্তহীন গভীরতা

BanglaBook.org

কানে-কানে বলে যায় একটি নাম...
ইব্রাহিম... জান আমার...

চোখে ঝাপসা দেখছে ইব্রাহিম পারগালি। গলার কাছে কীসের যেন দলা পাকানো অনুভূতি।

লোকচক্ষুর আড়ালে এসে গভীর চুম্বন এঁকে দিল ও চিঠিটায়।

শীতার্ত বৃক্ষ সবুজ হয়ে উঠল যেন প্রেমিক দুই চোখের রঙিন দৃষ্টিতে।

আহ, উড়াল দিয়ে যদি পৌঁছে যেতে পারত ওর প্রিয়ার কাছে!

ব্যস্ততা কিছুই নয়, নিজের তাঁবুয় বসে আরাম করছিলেন সুলেমান।

'ইস্তাম্বুল থেকে জরুরি কিছু নথিপত্র এসেছে, জাঁহাপনা,' গিয়ে বলল ইব্রাহিম। 'দস্তখত লাগবে আপনার।'

'দাও, দেখি।' হাত বাড়ালেন সুলেমান। বড়ই আমোদে আছেন তিনি আজকে।

'হুররেমের একটা চিঠিও আছে, জাঁহাপনা।'

'আগে বলবে না!' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে সুলেমানের। তেমনি বাড়িয়ে আছেন হাতটা। 'কাগজপত্র পরে দেখব। হুররেমের চিঠিটাই আগে দাও।'

চেহারায় খুশির দীপ্তি নিয়ে প্রিয় জনের চিঠি পড়ছেন সুলতান, থেকে-থেকেই হেসে উঠছেন আপন মনে; পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সে-সব অনুভূতির খেলা দেখতে লাগল ইব্রাহিম পারগালি।

আচমকা খুশিতে বিস্ফোরিত হলেন সুলেমান। 'ইব্রাহিম! ভাই আমার! ভাবতেও পারবে না, কী লিখেছে আমার হুররেম জানটা!'

'কী লিখেছে, জাঁহাপনা?'

'মা হতে চলেছে নাকি ও! বিশ্বাস করতে পারো, ইব্রাহিম!

BanglaBook.org

আবারও নাকি বাপ হতে চলেছি আমি!'

'আলহামদুলিল্লাহ!'

'হাজার শোকর জানাই খোদাতা'আলার কাছে!' শূন্যের দিকে দু'হাত তুললেন সুলেমান। 'একটার পর একটা খুশির উপলক্ষ নিয়ে আসছেন তিনি!'

'কামান দাগতে বলি, জাঁহাপনা?' প্রস্তাব করল ইব্রাহিম।

'অবশ্যই, ইব্রাহিম। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো!'

বুদিন প্রাসাদ।

কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। জানটা কোনও রকমে রক্ষা পেয়েছে, আর আবারও বাগাড়ম্বরের মেজাজে ফিরে গেছেন লুই। এক ঘর ভর্তি লোকের সামনে আপত্তিকর মন্তব্য করে চলেছেন সুলেমানকে নিয়ে।

কিন্তু বুঝতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না ওঁর, দরবারের পরিবেশটা আর আগের মতো নেই। কেউ বিশেষ কর্ণপাত করছে না তাঁর কথায়। বরং কেমন এক বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্টি ভরা চোখে তাকিয়ে আছে। যেন সবাই করুণা করছে ওঁকে।

ওদের মন পেতে একটা চেষ্টা নিলেন লুই। পাশে থাকবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন সবাইকে।

'মাফ করবেন, সম্রাট।' কথা বলে উঠলেন কারডিনাল পল। উত্তরোত্তর বিরক্ত হয়ে উঠছেন তিনি। মিষ্টি-মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজবে না এখন। অথচ লুইকে দেখে মনে হচ্ছে, মোটেই অনুধাবন করতে পারছেন না তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব। 'বয়স হলেও অন্ধ হয়ে যাইনি আমি। বোধশক্তিও কমে যায়নি। এত-এত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকার পরেও বেলগ্রেড দুর্গ হাতছাড়া হয়ে গেছে আমাদের। এটা কি আমাদের পরাজয় নয়? এত কিছুর পরেও অটোমান সম্রাটকে খাটো করে দেখবেন আপনি?'

BanglaBook.org

কারডিনালের কথাগুলো কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা মনে হলো লুই-এর।

ভ্যাটিকান প্রাসাদ।

'দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, সুলতান সুলেমান খানের স্বভাবটা খুব একরোখা। যে কাজ ওর পূর্বপুরুষেরা করে যেতে পারেনি, তা-ই সে করে দেখিয়েছে। হাঙ্গেরিয়ান রাজা লুই আমাদের পরামর্শের দাম দেয়নি কখনও। এ কারণেই এমন ভরাডুবি হয়েছে ওর।

'হেলাফেলার সুযোগ নেই মোটেই। অটোমানরা ঢুকে পড়েছে ইউরোপে, এটা এখন দিনের আলোর মতো জলজ্যান্ত সত্য। বুদিনে ওদের বাহিনীর হামলা না করা, কিংবা লুই-এর সিংহাসন এখনও অক্ষুণ্ন থাকা মানে এই নয় যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে আমাদের,' মন্তব্য পোপের।

BanglaBook.org

বিয়াল্লিশ

আরও দুই মাস পর, অক্টোবরের উনিশ তারিখে বাড়ি ফিরলেন সুলেমান।

ভেবেছিল, দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে থাকায় মন নরম হয়ে এসেছে সুলতানের। কিন্তু না। মাহিদেভরানের মন্দ ভাগ্যের হেরফের হয়নি কোনও।

আর-সবার সঙ্গে সহজ, স্বাভাবিক আচরণ করলেও ফিরেও তাকালেন না তিনি মুস্তফার মায়ের দিকে। একটি বাক্যও বিনিময় করলেন না অভাগী মেয়েটার সঙ্গে।

অপমানিতা মাহিদেভরান সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এল নিজের ঘরে।

কোনও আশা নেই... কোনওই আর আশা নেই ওর! বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছেন ওকে সুলেমান। একটা ময়লা, ছেঁড়া, মলিন ন্যাতাকানি হিসাবে গণ্য করছেন। অটোমান সাম্রাজ্যের মতোই বিশাল ওঁর হৃদয়ে তিল পরিমাণ স্থানও নেই মাহিদেভরান নামে নগণ্য এক নারীর।

হায়, এ জীবন রেখে আর কী হবে!

একা-একা কাঁদল মাহি কিছুক্ষণ।

কেঁদেকেটে শান্ত হবার কথা একের পর এক ঘা খেয়ে জেরবার হৃদয়টার। হলো না। যে সর্বনাশা ঝড় শুরু হয়ে গেছে অকূল ওর জীবনটাতে, কারোরই সাধ্য নেই, থামায়।

মৃত্যু... মৃত্যুই এক মাত্র পারে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে।

...হ্যাঁ, এই তো মিলে গেছে উপশম! এই তো পেয়ে গেছে নচ্ছার জীবনের অব্যর্থ দাওয়াই!

আর কী চাই ওর!

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হয়েছে। ভূতগ্রস্তের মতো উঠে আলমারির কাছে গেল মাহিদেভরান। খুলল। সবচেয়ে উপরের তাকটায়, দূরের এক কোনায়, মারাত্মক বিপজ্জনক যে-জিনিসটা সরিয়ে রেখেছিল মুস্তফার নাগালের বাইরে, হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে নিল সেটা।

এক বোতল বিষ!

BanglaBook.org

'গুলশাহ...'

'মালকিন!'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোকে?' নির্জীব গলায় বলল মাহিদেভরান।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন না!' মালকিনের মনের অবস্থা বুঝতে পারছে খাস বাঁদি, মনিবানীর জন্য কিছু একটা করতে রীতিমতো উতলা হয়ে উঠল ও।

'অনেক দিন ধরেই সুখে-দুঃখে আমার সাথে আছিস তুই... যদি জিজ্ঞেস করি, আমার জন্যে কতটা করতে পারিস তুই?' চাকরানির চোখে চোখ রাখল মাহি।

'সব কিছু, মালকিন... সব কিছু!' বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো উগরে দিল গুলশাহ। 'যদি বলেন, কলিজাটা কেটে তুলে দেব আপনার হাতে!'

'এটা দেখেছিস?' হাতে ধরা শিশিটা নির্দেশ করল মাহিদেভরান। 'কি এটা, জানিস?'

'কী, বিবি-সাহেবা?'

'বিষ।'

'বিষ!' আঁতকে উঠে গালে হাত দিল গুলশাহ। 'হায়, আল্লাহ! কী করছেন ওটা নিয়ে? ফেলে দিন! ফেলে দিন হাত থেকে! আপনি কি—?'

'সেটাই ভেবেছিলাম প্রথমে।' একটুও উত্তেজনা নেই মাহিদেভরানের কণ্ঠে। 'হঠাৎ মনে হলো— কেন? আমিই কেন শাস্তি পাব সব সময়? জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেনই বা শাস্তি দেব নিজেকে? মানে হয় কোনও? ...তা ছাড়া, আত্মহত্যা গোনাহের কাজ... পুড়তে হবে জাহান্নামের আগুনে। মুস্তফা বেচারীর কথাটাও মনে এল। আমি যদি না থাকি, ছেলেটা বড্ড একা হয়ে যাবে...'

BanglaBook.org

'আল্লাহ বাঁচিয়েছেন!' হাঁফ ছেড়ে বলল চাকরানি। 'শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে আপনার!'

বিচিত্র হাসি খেলে গেল মাহিদেভরানের ঠোঁটে।

কেমন জানি অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো ওকে গুলশাহর কাছে। ভয় লেগে উঠল কেন জানি।

'শুভবুদ্ধি!' হাসির রেশটা এখনও যায়নি মাহিদেভরানের চেহারা থেকে। 'তা তুই বলতে পারিস, গুলশাহ। অবশেষে বুঝতে পেরেছি, ঠিক কী করতে হবে আমাকে।'

কিন্তু কিছুই বোঝেনি গুলশাহ।

'শিশিটা নিয়ে যা, গুলশাহ,' বুঝিয়ে দিচ্ছে ওকে মাহিদেভরান। 'একটা কাজ করতে হবে তোকে...'

আবার! একটা ঢোক গিলে ভাবল চাকরানি। মালকিন কী চায়, পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে।

একবার ভুল করে শিক্ষা হয়নি, আবারও নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চাইছে মুস্তফার আম্মা।

'হুররেম হারামজাদীটার খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে বিষটা... ডাঙায় তোলা মাছের মতন দাপাদাপি করতে-করতে যাতে মারা যায়...' দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যেন মাহিদেভরান।

'কিন্তু...' নিজেকে বাঁচাবার কোশেশ করল চাকরানি। কাষ্ঠ হেসে বলল, 'আমি কী করে করব এটা, বিবি-সাহেবা? আমার তো ওর ঘরে ঢোকার অনুমতিই নেই!'

'যে-ভাবেই হোক, করতে হবে কাজটা!' কোনও অজুহাতই শুনতে চায় না মাহিদেভরান। 'যে-ভাবেই হোক!'

ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করল গুলশাহ। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খুঁটে চলেছে কারপেটের রোঁয়া।

ভালোই গ্যাঁড়াকলে পড়েছে ও। কোন্ দিকে যাবে, সিদ্ধান্ত

BanglaBook.org

নিতে না পেরে আঙুল মটকাচ্ছে অস্থির ভাবে। চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে ডরের চোটে।

'অনেক মোহর দেব তোকে... অনেক...' ঘুষ সাধছে ওকে মাহিদেভরান।

কিন্তু মোহরের কথা ভাবছে না গুলশাহ। ও ভাবছে, ঘাড়ের উপরে কল্লাটা ঠিক থাকবে তো শেষ পর্যন্ত?

এখন মনে হচ্ছে, মালকিন বিষ খেলেই ভালো হতো...

'হুশ্‌শ্‌! অ্যাই, ছুঁড়ি! অ্যাই!'

ডাক শুনে এগিয়ে গেল নাতাশা।

'কী হয়েছে, ডাকছ কেন?'

বিষের শিশিটা ওর হাতে গুঁজে দিল গুলশাহ। 'এটা রাখ।'

'কী এটা?' সন্দেহের গলায় বলল মেয়েটা।

'জোলাপ। হুররেমের খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে এটা!'

'কেন?'

এ-দিক ও-দিক চাইল গুলশাহ। আরও এক পর্দা নামাল গলার স্বর। 'বিবি-সাহেবার আদেশ। আজ রাতে যেন সুলতানের কাছে যাওয়ার সুযোগ না পায় হুররেম।'

'আমি পারব না!' আপত্তি জানিয়ে বোতলটা ফিরিয়ে দিতে চাইল নাতাশা। 'ধরা পড়লে জানে মেরে ফেলবে আমাকে!'

'কিচ্ছু হবে না!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল গুলশাহ। 'সামান্য পেট-ব্যথার জন্যে কেউ মেরে ফেলে না কাউকে। ...যা বললাম, কর! প্রচুর ইনাম পাবি।'

মেয়েটাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ওখান থেকে কেটে পড়ল গুলশাহ। কে আবার কোথা দিয়ে দেখে ফেলে!

মিষ্টির পোকা হুররেম। এ কথা প্রাসাদের একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত

BanglaBook.org

জানে। আর সেটাই ওর কাল হলো।

বিষ মেশানো মিষ্টি কেক খেয়ে এমনই মরণ-চিৎকার জুড়ল মেয়েটা যে, শিউরে উঠল গোটা তোপকাপি।

তেতাল্লিশ

তারপর যা একটা তোলপাড় শুরু হলো না প্রাসাদ জুড়ে, বলার মতো নয়! হাঁকডাক, চিল্লাফাল্লা... স্মরণকালের মধ্যে এ-রকম সাংঘাতিক ঘটনা আর ঘটেনি।

প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের আত্মা কাঁপিয়ে দিল হুররেমের অকস্মাৎ এই অজানা অসুস্থতা।

পেট চেপে ধরে গোঙাতে-গোঙাতে চেতনা হারিয়েছে সুলতানের ভাবী সন্তানের মা। গাঁজলা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

অন্তঃসত্ত্বা নারীর স্বাভাবিক শরীর খারাপের লক্ষণ যে এ নয়, পরিষ্কার নিশ্চিত সবাই। কারণ, এ ধরনের উপসর্গ অভিজ্ঞতায় নেই কারও।

খাদ্যে বিষক্রিয়া? মিষ্টিটা সহ্য হয়নি পেটে?

দাবানলের মতো দুঃসংবাদখানা পৌঁছে গেছে রসুই-ঘর অবধি।

আতঙ্কে আধমরা হয়ে নাগাড়ে আল্লাহকে ডাকছে আর পিপের মতো দশাসই শরীরের ঘাম মুছছে অবিরাম শাকের আগা। তেমন কিছু ঘটলে প্রধান পাচকের চাকরিটা তো যাবেই; কে জানে,

BanglaBook.org

শূলেও চড়াতে পারেন হুররেম বলতে অজ্ঞান সুলতান সুলেমান।

ইয়াব্বড় গোঁফের প্রান্ত মোচড়াতে-মোচড়াতে চামড়া থেকে খসিয়ে আনবার জোগাড় করল শাকের আগা।

তা-ও তো এ মুহূর্তে প্রার্থনা ছাড়া কিছুই করবার নেই হোঁতকা পাচকের, ও-দিকে মাথার ঘায়ে কুত্তা-পাগল অবস্থা নিগার, দায়া, সুমবুল, ইব্রাহিম, হেরেমের দাসী-বাঁদি আর পাহারাদারগুলোর।

মারিয়া, আয়েশা আর অন্য মেয়েরাও যে যে-ভাবে পারে, সাহায্য করবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। কেউ পানি নিয়ে আসছে, কেউ চেতনা ফিরিয়ে আনবার লবণ, প্রাণপণে বাতাস করছে কেউ বা, কেউ বা তেল মালিশ করছে হুররেমের হাতে-পায়ে।

সুলতান পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি আর হুকুমের পর হুকুম দিয়ে মাথায় তুললেন প্রাসাদবাড়ি।

হাফিজা, গুলফাম, এমন কী রাজমাতাও ছুটে চলে এলেন যাবতীয় কাজ ফেলে।

হুলস্থুল অবস্থা, যাকে বলে!

শুধু গুলশাহ আর মাহিদেভরান এই ডামাডোল থেকে সযতনে সরিয়ে রাখল নিজেদের।

ভাগ্যিস, সময়মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা গিয়েছিল, নইলে যে কী হতে পারত, বলা যায় না।

দ্রুত দু'-একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই যা বুঝবার, বোঝা হয়ে গেল হেকিম সাহেবার। অবস্থা বিপদসীমা পেরিয়ে যাবার আগেই বমি করিয়ে হুররেমের পাকস্থলি পরিষ্কার করবার উদ্যোগ নিল মহিলা। ফলে, অল্পের জন্য এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেল মেয়েটা।

উত্তেজনা থিতিয়ে এলে, 'রণাঙ্গন' যখন সম্পূর্ণ শান্ত, ইব্রাহিমকে

BanglaBook.org

এক পাশে ঠেলে নিয়ে এলেন সুলেমান। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, "খবর শুনেছ, ইব্রাহিম? বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে হুররেমকে!'

হতভম্ব হয়ে যাওয়া পুরুষটির মুখের চেহারায় অটল পাহাড়ের থমথমে গাম্ভীর্য। চরম এ পন্থার ভয়াবহতা পাথর করে দিয়েছে সুলতানকে।

'বলছেন কী, জাঁহাপনা!' নিজেও যুবক কম অবাক হয়নি এ কথা শুনে। 'আপনি নিশ্চিত তো?'

'হেকিম সাহেবা নিজে নিশ্চিত করেছে আমাকে।'

'তা হলে তো বড়ই চিন্তার কথা!' মাথা-টাথা একদমই কাজ করছে না ইব্রাহিমের। খোদ প্রাসাদের ভিতরে এই ঘটনা! কিন্তু... 'কার এত বড় সাহস যে, হুররেমকে বিষ দিয়ে মারবে?'

'সেটাই জানতে চাই আমি! খুঁজে বের করো, কে বা কারা আছে এর পিছনে!' যুদ্ধের মাঠে সুলেমানের যে রুদ্র রূপ দেখেছে প্রতিপক্ষরা, তেমনই চণ্ডাল রাগে ফুটছেন এখন অটোমান সুলতান। 'আমার হুররেমকে যারা মারতে চায়, তাদের প্রত্যেকের গর্দান চাই আমি!'

'জাঁহাপনা, ওকে তো—' বলা শুরু করেও থামকে যেতে হলো ইব্রাহিমকে।

মাহিদেভরানের কথাটা বলতে যাচ্ছিল ও— হুররেমের এক নম্বর শত্রু। হঠাৎ মনে হলো, রাশান মেয়েটার যারা মৃত্যু কামনা করে, সে নিজেও কি তাদের মধ্যে একজন নয়?

'কী হলো, থামলে কেন?'

'কিছু না, জাঁহাপনা... কিছু না!'

এক সেকেণ্ড ওর দিকে চেয়ে থেকে কী ভাবলেন সুলেমান। তারপর সরে এলেন সেখান থেকে।

BanglaBook.org

সুমবুল আগাকে নিয়ে অকুস্থলে— মানে, সরেজমিনে হুররেমের ঘরে তদন্ত চালাতে এসেছে ইব্রাহিম পারগালি।

দেখল, খাবারের বাটিটা তখনও পড়ে আছে গালচের উপরে। লাল মখমলের এক অংশে লেপটে আছে সুস্বাদু ক্রিম।

'এই খাবারটা?' ভুরু-নির্দেশ করল যুবক।

'হ্যাঁ, জনাব,' প্রত্যুত্তর করল খোজা। 'এটাতেই বিষ ছিল বলছেন হেকিম সাহেবা।'

'হুম।' এমন ভাবে আধখাওয়া কেকটাকে দেখছে ইব্রাহিম, ওটা যেন জীবন্ত কোনও শত্রু। 'রান্নাঘর থেকে শুরু করে খাবার পৌঁছানোর দায়িত্বে যারা আছে— সবাইকে আমার সামনে এনে হাজির করো।'

কথামতো কাজ দেখিয়েছে সুমবুল।

পালের গোদা শাকের আগাকে সুদ্ধ জনা সাতেক লোক ইব্রাহিম পারগালির ব্যাঘ্র-দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশ পাতার মতো কাঁপছে এখন।

কেকের বাটিটা হাতে নিয়ে ওদের প্রত্যেকের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনল ইব্রাহিম। অপরাধী যদি ওদের মাঝে থেকে থাকে, তো, চাপ ফেলতে চাইছে বদমাশটার স্নায়ুর উপর।

'সেঁকো বিষ।' হাতের তালুতে বাটিটা ঘোরাল ইব্রাহিম। 'দুনিয়ার অন্যতম প্রাণঘাতী বিষ।' এক-এক করে চাইল ও সাতজনের মুখের দিকে।

অধোবদন হয়ে আছে সন্দেহভাজনরা। দু'-একজন ওই অবস্থায় পাশের জনের দিকে চাইবার চেষ্টা করছে।

'কী করে হলো এটা?' বাটিটা ঝাঁকাল ইব্রাহিম। তারপর ঠক করে নামিয়ে রাখল কাচঢাকা টেবিলের উপরে। 'আমি জানতে চাই, কী করে ঘটল এই ঘটনা!'

BanglaBook.org

ইব্রাহিমের ব্যাঘ্র-গর্জনে ভয় খেয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল অভিযুক্ত সাতজন।

'জানি না, জনাব! সত্যি জানি না!' পাছা বাঁচাতে হড়বড় করে উঠল শাকের আগা। 'খাইয়ে-দাইয়ে তুষ্ট করাই আমাদের কাজ... খাবারটা খেয়ে সবাই যেন বলে, খেতে অমৃত হয়েছে... সেখানে বিষ! তওবা! তওবা!' আঙুলের ডগা দিয়ে নিজের গোলগাল দু'গাল ছুঁল পাচক।

'কিন্তু যেমন করেই হোক, ঘটনাটা ঘটেছে...'

'কীভাবে ঘটল, জানি না!' দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মঞ্চ-অভিনেতার ভঙ্গিতে বিস্ময় প্রকাশ করল পাচক আগা। 'জায়গামতো পাঠানোর আগে প্রত্যেকটা খাবার পরীক্ষা করানো হয় খাদ্য-পরীক্ষককে দিয়ে। তিনি "ঠিক আছে" বলে রায় দিলেই কেবল সে-খাবার হেঁশেলের বাইরে যায়। নচেৎ নয়।'

'খাবারটা পরীক্ষা করেছে কে?'

'আমি!' বলে উঠল সাতজনের একজন।

ছোটখাটো মানুষটা। রসগোল্লার মতো ড্যাবডেবে দুটো চোখ। বাঁ গালে মস্ত এক আঁচিল।

'নিজে খেয়ে দেখেছি মিষ্টিটা। সব ঠিকঠাকই ছিল।' কণ্ঠার হাড় ছুঁয়ে কসম খেল খাদ্য-পরীক্ষক।

'পাঠানো হয়েছিল কার হাত দিয়ে?'

'আমার, জনাব।' হাত তুলল খোজা এক রক্ষী। 'নিয়মমতো পাত্রটা হেরেমের এক দাসীর হাতে তুলে দিই আমি।'

'কোন্ মেয়ে? নাম কী!' খেঁকিয়ে উঠল ইব্রাহিম।

'এক-একদিন এক-একজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়,' জবাবটা দিল সুমবুল আগা। বলতে অস্বস্তি বোধ করছে। একটা ভুল হয়ে গেছে ওর। সন্দেহ পড়ে, এ-রকম একজন হাজির নেই এখানে। 'আজ সন্ধ্যার দায়িত্বে ছিল নাতাশা নামে একটা মেয়ে। খাবারটা

BanglaBook.org

হুররেমের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার কথা ওর। তারপর দ্বাররক্ষীদের একজন সেটা ভিতরে নিয়ে গেছে।'

ধীরে মাথা উপর-নিচ করল ইব্রাহিম। 'নাতা-শা!' যেন সব কিছু বোঝা হয়ে গেছে, এমন ভাবে আওড়াল নামটা। 'ও-ই যদি কাজটা করে থাকে, তবে ওকে তামাশা দেখাব আমি! নির্মম তামাশা দেখাব!'

কিন্তু ভাগ্যটাই খারাপ ওদের, পাওয়া গেল না মেয়েটাকে।

অব্যবহৃত এক কামরায় পাওয়া গেল ওর ঝুলন্ত লাশ!

চোখ জোড়া বিস্ফারিত, মুখটা হাঁ।

কিন্তু এত সহজেই চুকেবুকে গেল না ব্যাপারটা।

মৃত দেহটা দেখে ইব্রাহিমের কেমন সন্দেহ হওয়ায় কাটাছেঁড়ার জন্য পাঠানো হলো মেয়েটাকে।

পরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন এল: হ্যাঁ, দম আটকেই মারা গেছে নাতাশা। তবে গলায় ফাঁস দেয়ার কারণে নয়।

আগেই কেউ ওকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে তারপর ঝুলিয়ে দিয়েছে ছাত থেকে!

BanglaBook.org

চুয়াল্লিশ

'এসো, গুলশাহ। বোসো।' কেমন একটা মোলায়েম বন্ধুতার প্রলেপ ইব্রাহিমের কণ্ঠস্বরে।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে গ্রিক যুবককে দেখল চাকরানি। স্খলিত পায়ে লম্বা সোফাটার কাছে গেল বটে, তবে বসল না।

'সুমবুল আগা, আমাদেরকে এ-বার একা থাকতে দাও।' আদেশ নয়, সনির্বন্ধ অনুরোধ ইব্রাহিম পারগালির কণ্ঠে।

যতক্ষণ না বেরিয়ে যাচ্ছে খোজা, সে পর্যন্ত নিশ্চুপ রইল যুবক। তারপর আয়েশী ভঙ্গিতে শরীরটা ছেড়ে দিল নরম ফোমের আসনে। উঁচু হয়ে থাকা বাম ভুরুর নিচ দিয়ে গভীর চোখে লক্ষ করছে জবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে।

স্বাভাবিক থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে গুলশাহ। খুব একটা সফল হতে পারছে, বলা যাবে না।

সেটাই স্বাভাবিক।

নাতাশার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে অনেক কিছু। ষড়যন্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে।

গোড়াটা খুঁজে বের করে বিষবৃক্ষটাকে সমূলে উৎপাটন করবার ইচ্ছা ইব্রাহিমের।

'ভয়ের কিছু নেই।' ওর এই কথাটা বলবার উদ্দেশ্যই হলো, মেয়েটার মনে আরও ভয় ঢুকিয়ে দেয়া। 'এ-বার বলো, ঠিক কী হয়েছিল!'

'কই! ক্-কোথায়!' হাসবার চেষ্টা করল গুলশাহ। কিন্তু হাসিটাকে দেখাল কান্নার মতো। 'কী জানতে চাইছেন, বলুন তো!'

'ভালো করেই জানো তুমি, কী জানতে চাইছি।'

সুলতানের একান্ত সচিবের বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, দিব্য চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল গুলশাহ— সোজা আঙুলে কাজ না হলে আঙুল বাঁকা করতেও পিছ-পা হবে না এই লোক।

কিন্তু স্বীকার গেলে তো সমূহ বিপদ!

সুলতানের রুদ্র রোষ থেকে কে বাঁচাবে ওকে?

BanglaBook.org

মাহিদেভরান?

অবশ্যই না।

স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেছে, খাস বাঁদিকে এখন চিনতেই পারছে না মহিলা।

'আমি কিছু জানি না,' বেমালুম অস্বীকার করে বসল চাকরানি। ইব্রাহিম পারগালির বাজ পাখির নজর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শুধাল, 'কেন ডেকেছেন আমাকে?'

'গুলশাহ্,' এ-বার অন্য সুর ইব্রাহিমের গলায়। 'মানিসার প্রাসাদ থেকেই চিনি আমি তোমাকে। আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না। আর... মিথ্যা কথাও শুনতে চাই না একদম। কথাটা তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।'

'কী যে বলেন, জনাব!' না তাকিয়েই বলল চাকরানি। 'আমি কেন আপনাকে মিথ্যা বলতে যাব!'

বুঝদারের মতো মাথা দোলাল ইব্রাহিম।

ওটা আসলে ওর ভান।

আসন ছেড়ে উঠে অন্য দিকে ফেরাল মুখটা। গুলশাহ ওর দিকে মুখ ফেরাতেই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল মুখক। চরকির মতো ঘুরেই ওজনদার এক চড় বসিয়ে দিল মিথ্যুক মেয়েটার শ্যামলা গালে।

মারের প্রচণ্ডতা সইতে না পেরে কারপেটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল চাকরানি। এক চড়েই নাকের জল, চোখের জল এক হয়ে গেছে।

এগিয়ে গিয়ে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরল ইব্রাহিম। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। তারই ফাঁকে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'সেই কোন্ সময় থেকে তোকে আমি চিনি, গুলশাহ! কিন্তু তুই আমাকে এখনও চিনতে পারিসনি! সত্যি কথাটা বলে ফেল! তা না হলে এমন হাল করব, ইবলিস পর্যন্ত আঁতকে উঠবে তোকে

BanglaBook.org

দেখে!'

'আ-আহ... আহ... আমার কোনও-হ দোষ নেই, জনাব! আমার কোনও দোষ নেই!' হেঁচকি তুলে কাঁদছে গুলশাহ। 'আমি এ কাজ করতে চাইনি! বিবি-সাহেবাই আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছেন! তাঁরই কথামতো মেয়েটার হাতে বিষ তুলে দিই আমি...'

'আর খুনটা?' চুল ধরা মুঠোটা ঝাঁকাল ইব্রাহিম। 'কে খুন করেছে মেয়েটাকে? তুই-ই?'

ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল গুলশাহ। হাত জোড় করে বলল, 'দয়া করুন, সাহেব! কাজটা করার পর ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও! বলছিল, সব কথা ফাঁস করে দেবে—'

'তাই ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছিস, তা-ই না? ...হা-রাম-জাদী! নরকেও জায়গা হবে না তোর!'

'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল!' ঠাস-ঠাস করে কপাল চাপড়াতে লাগল গুলশাহ। 'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার!'

ঘৃণা ভরে মাথাটা ছিটকে ফেলল ইব্রাহিম।

কারপেটে মুখ গুঁজে হু-হু করে কাঁদতে লাগল বিবেকের কাছে পরাজিত বাঁদি।

থাকতে না পেরে নিজে থেকেই সচিবের কামরায় চলে এসেছেন সুলেমান।

মাত্র তখন গুলশাহকে ওখান থেকে বিদায় করেছে ইব্রাহিম।

সুলতানের আচমকা উপস্থিতিতে অনুভূতিহীন প্রহরীর মতো তটস্থ হয়ে উঠল যুবক। আপনা থেকেই সিনা টান-টান হয়ে গেছে ওর।

ব্যক্তিগত সহকারীর এ পরিবর্তন লক্ষ করেছেন বলে মনে হলো না সুলেমান।

BanglaBook.org

'কিছু পেলে, ইব্রাহিম?' তদন্তের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন তিনি। 'কে এর সাথে জড়িত, জানা গেল কিছু?'

'জি, জাঁহাপনা। কয়েক জনকে জেরা করতেই বেরিয়ে এসেছে অপরাধী।'

'সাব্বাস!' সহকারীর বাহু চাপড়ে দিলেন সুলেমান। 'কে ওই নরাধম? নামটা খালি বলো, ইব্রাহিম!'

'একটা মেয়ে, জাঁহাপনা। ওর নাম নাতাশা।' ইব্রাহিম ঠিক করেছে, ধরিয়ে দেবে না ও গুলশাহকে। মেয়েটাকেও মুখ বন্ধ রাখতে বলেছে।

'হেরেমের কেউ?' জানতে চাইলেন সুলতান।

'জি, জাঁহাপনা। একসাথেই এসেছিল ওরা ক্রিমিয়া থেকে।'

'বুঝতে পারছি না!' ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো লাগছে সুলতানের কাছে। 'সে কেন মারতে যাবে হুররেমকে?'

'ঈর্ষা। এ ছাড়া আর কী হতে পারে, জাঁহাপনা? হুররেমের একের পর এক সাফল্য দেখে সইতে পারেনি নিশ্চয়ই। সে-জন্যেই হয়তো...'

'জিজ্ঞেস করলেই তো হয় কারণটা। এক কাজ করো, ইব্রাহিম। আমার কাছে নিয়ে এসো মেয়েটাকে। ওর চেহারাটা একবার দেখতে চাই আমি। দেখতে চাই, কোন্ যোগ্যতায় হুররেমকে ঈর্ষা করত সে।'

'ইয়ে... জাঁহাপনা... ওকে যে আর পাওয়া যাবে না...'

'পালিয়েছে নাকি? তো, দাঁড়িয়ে আছ কেন গাধার মতো? লোক লাগাও জলদি! যেখান থেকে পারো, ধরে আনো ওকে!'

বকাটা নীরবে হজম করল ইব্রাহিম। 'সে-সব কিছু নয়, জাঁহাপনা...'

'তবে?'

'মারা গেছে মেয়েটা।'

BanglaBook.org

'কী বলছ!'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা। নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছে মেয়েটা। ওর লাশ পেয়েছি আমরা।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন সুলেমান। এক সময় বললেন, 'আত্মহত্যা? নাকি হত্যা?'

সন্দেহের কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

কিছু বলছে না ইব্রাহিম। ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো দেখাচ্ছে ওকে।

এক পা এগিয়ে যুবকের ঘাড়ের পিছনে হাত রাখলেন সুলেমান। বল প্রয়োগ করে ঘাড়টা টেনে আনলেন নিজের দিকে। ঘাড় টানলে কান আসে। ইব্রাহিমের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আসল অপরাধী কে, তা আমি ঠিকই জানি। জানি, কার নির্দেশে হয়েছে এটা। সেই মানুষটা আমার খুব কাছের কেউ। ঠিক বলেছি, ইব্রাহিম?'

ঢোক গিলতে চেয়েও ব্যর্থ হলো ইব্রাহিম পারগালি।

'আম্মা...'

'আয়, বাবা। কেমন আছে এখন হুররেম?'

'ওকে সাবধান করে দেবে, আম্মা। সেটা যদি না পারো, তবে আমি যা বলেছি, সেটাই করতে বাধ্য হব।'

'কীসের কথা বলছিস! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'অভিনয়টা দয়া করে বন্ধ করো, আম্মা। এক মাত্র শাহজাদার আম্মা, যার নির্দেশে বিষ মেশানো হয়েছে হুররেমের খাবারে, তার কথাই বলছি আমি!'

'মাহি!'

'এখনও সময় আছে, আম্মা। এবং এ-ই শেষ বার। আমার সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেলে কী হবে, তুমি তা জানো।'

BanglaBook.org

পঁয়তাল্লিশ

সুস্থ হয়ে উঠেছে হুররেম। আবার ফিরে পেয়েছে নিজেকে।

বড় একটা ফাঁড়া কাটিয়ে উঠবার পর স্বাভাবিক ভাবেই যত্ন-আত্তি বেড়ে গেছে ওর।

হাফসা সুলতান বিশেষ খেয়াল রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন সন্তানসম্ভবা মেয়েটার প্রতি।

সবই ঠিক আছে। তবু শান্তি নেই হুররেমের মনে। কেন, সেটা একদিন ভাগাভাগি করল সুলতানের সঙ্গে।

'আমার খাবারে যে বিষ মিশিয়েছে, ধরা পড়েছে সে?'

'না,' মিথ্যে বললেন সুলেমান।

'তার মানে... তার মানে... বিপদ এখনও কাটেনি! এখনও অরক্ষিত আমি... আমার ছেলে!' হুররেম ধরেই নিয়েছে, ছেলেই হবে ওর।

'চিন্তার কোনও কারণ দেখছি না। বিন্দু মাত্র যাকে সন্দেহ হয়েছে, তাকেই শাস্তি দিয়েছে ইব্রাহিম,' আবারও মিথ্যে বললেন সুলেমান।

'ইব্রাহিম শাস্তি পায়নি কেন?'

'কী বলছ, হুররেম!'

'ঠিকই বলছি, জাঁহাপনা। আপনার, আমার জীবনের খেয়াল তো ওরই রাখবার কথা, তা-ই না? আজ কেউ আমাকে মারতে

BanglaBook.org

চেয়েছে, কাল যদি আপনারই উপরে আঘাত আসে? বার-বার কি ব্যর্থ হবে ষড়যন্ত্রকারী?'

বোবা হয়ে গেলেন সুলেমান।

খানিক পরে নরম স্বরে বললেন, 'অযথাই ভাবছ তুমি ইব্রাহিমকে নিয়ে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। এর আগে কত বার আমার জীবন বাঁচিয়েছে ইব্রাহিম, তা জানো?'

'জানলাম এখন,' বাঁকা স্বরে বলল হুররেম। 'মানলাম, ভুল হয় মানুষের। কিন্তু আরেকটু হলেই তো কবরে গিয়ে ঠাঁই নিতে হতো আমাকে। ভূতপ্রেতের সাথে বসে বৈঠক করতাম এতক্ষণে।'

এই আলোচনা অসহ্য লাগছিল সুলতানের। খাচ্ছিলেন, ওই অবস্থায় খাওয়া ফেলে উঠে গেলেন তিনি। হুররেমকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিতে বেরিয়ে গেলেন কামরা ছেড়ে।

পস্তাচ্ছে হুররেম।

সুলতানকে রাগিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না ওর। কিন্তু সুতো বেশি খুলে গেছে নাটাই থেকে।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওর ওই গ্রিক লোকটার উপরে।

একটা কাজে সুলতানের কামরায় এসেছিল ইব্রাহিম।

কিন্তু পাওয়া গেল না ওঁকে।

ফিরে যাচ্ছিল, কথায় আটকে ফেলল ওকে হুররেম।

'ইব্রাহিম পারগালি! ইব্রাহিম পারগালি!'

নাম ধরে ডাকায় মেজাজের তেরোটা বেজে গেল ইব্রাহিমের। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে স্বাভাবিক রাখতে পারল চেহারা।

'কিছু বলবে?'

'আমাকে যখন বিষ দেয়া হয়, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল হুররেম।

BanglaBook.org

কী ভাবল ইব্রাহিম। কী বলতে চায় মেয়েটা?

'ও-সব এখন অতীত,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ও। 'পুরানো কথা ভুলে গিয়ে নিজের সন্তানের দিকে মনোযোগ দাও। এটাই এখন দরকার তোমার।'

'না, আমি জানতে চাই,' জেদী মেয়ের মতো বলল হুররেম।

'বলতে আমি বাধ্য নই, মেয়ে।'

'তা হলে তো আপনিও সন্দেহের মধ্যে পড়েন, তা-ই না? কী?'

মুখে লালা জমল ইব্রাহিমের। 'মুখ সামলে কথা বলো!'

'কী করবেন না বললে? মারবেন নাকি?'

আহ, সেটা যদি পারত! ইব্রাহিমের সত্যিই ইচ্ছা করছে এখন চড়িয়ে লাল করে দেয় হুররেমকে। তবে একেবারে অক্ষম নয় ও, ওর জিভ আছে।

'ভদ্র মহিলার গায়ে হাত তুলি না আমি।' কথা তো নয়, যেন হুল ফোটাচ্ছে ইব্রাহিম। 'কিন্তু অভদ্র কোনও মহিলার গায়ে হাত দিতে দ্বিতীয় বার চিন্তা করি না। ...চলি এখন।'

কী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

এতটাই খেপেছে হুররেম যে, চিৎকার করে উঠল ঘর ফাটিয়ে।

BanglaBook.org

হুররেমের নতুন ঘরটা দেখতে এসেছে মারিয়া।

দেখে তো মুখ হাঁ।

অনেক বড় কামরাটা।

অনেক সুযোগ-সুবিধা।

অনেকটা মাহিদেভরানের সমানই মর্যাদা পাচ্ছে ইদানীং হুররেম।

'আরেব্বাহ!' মুগ্ধতায় থই-থই করছে মারিয়া। 'জানালাও

আছে, দেখছি!'

ছুটে চলে গেল ও সে-দিকে।

'বাইরের সব কিছু দেখা যাচ্ছে তো এখান থেকে!'

আদর অনুভব করল হুররেম প্রিয় বন্ধুর প্রতি।

'তোদের খবর কী, মারিয়া? ঠিক তো সব?'

কাছে এসে হুররেমকে জড়িয়ে ধরল ওর বান্ধবী। 'আর মারিয়া নয়। বল, গুলনিহাল।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, মারিয়ার বদলে ওটাই এখন থেকে নতুন নাম আমার। গুলনিহাল। মানে জানিস? ফুটন্ত গোলাপ।'

যেন ছোঁয়াচে রোগী মারিয়া, এমনি ভাবে বান্ধবীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হুররেম। মুখের হাসি নিভে গেছে ওর।

'কী শুনছি আমি এ-সব? কে দিয়েছে তোকে এই নাম? সুলতান?'

'হলে তো ভালোই হতো, রে!' বুক ভাঙা কপাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল মারিয়া। 'না, গো, না। সুমবুল আগা দিয়েছে নামটা। সুন্দর না, বল?'

'কেন দিল?'

'বুঝতে পারছিস না এখনও?' হুররেমের দু'হাত স্পর্শ করল মারিয়া। 'মুসলমান হয়ে গেছি আমি!'

'ছাড় আমাকে!' ঝটকা মেরে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল হুররেম। 'মুসলমান হয়েছিস! কে বলেছে হতে?'

'কেউ বলেনি! ইচ্ছা হয়েছে— তা-ই! সুমবুল আগাকে বলতেই ব্যবস্থা করে দিল।'

'ইচ্ছা হয়েছে— তা-ই!' মারিয়ার কথাটার প্রতিধ্বনি করল হুররেম মুখ ভেংচে। 'তুই জানিস, এর মানে কী? কেন হলি তুই

BanglaBook.org

মুসলমান?'

রাগে কয়েক বার ঝাঁকাল ও মারিয়াকে।

'আরে, বাবা, অত রাগ করছিস কেন?' সত্যিই বুঝতে পারছে না মারিয়া ওরফে গুলনিহাল। 'দোষের কী আছে এতে? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি!'

'কী করেছিস, সে বিষয়ে তোর কোনও ধারণাই নেই!'

'কেন? তুইও তো হয়েছিস মুসলমান!' না বলে পারল না গুলনিহাল। 'তোর বেলায় সাত খুন মাফ, আর আমি করলে— নন্দ ঘোষ— কেন?'

'বেশি বুঝছিস তুই! আমি তো—' একটু থমকাল হুররেম। 'ও, তার মানে, সেটাই মতলব তোর! মুসলিম হলে সুলতানের কাছে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে, এটাই ভেবেছিস, না?'

'হুররেম!'

'বুঝতে কিছু বাকি নেই আমার! আমার শত্তুর তুই, মারিয়া... ঘরের শত্রু বিভীষণ!'

'হুররেম!' ভীষণ আহত হয়েছে গুলনিহাল।

'বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা, বলছি! কক্ষণো আর আসবি না আমার ঘরে!'

BanglaBook.org

হুররেমের কুশল জানতে তার ঘরে এসেছে হাফিজা।

দু'-একটা সৌজন্য সূচক বাক্য বিনিময়ের পর ফুলে ওঠা পেটটায় হাত রাখল সুলতানের বোন। 'ভিতরের মানুষটার কী অবস্থা?'

'ওর কথা বোলো না আর। বড় হলে মনে হয়, গুণ্ডা হবে।'

'কেন?'

'দেখো না,' কৃত্রিম অনুযোগ মায়ের গলায়। 'সারাক্ষণই লাথি মারছে।'

হেসে ফেলল দু'জনে।

সঙ্গে আনা এক থলির ভিতর থেকে সোনালি এক সুদৃশ্য তাবিজ বের করল হাফিজা। মুখে বলল, 'তোমার জন্যে এনেছি এটা। খুবই পয়মন্ত জিনিস। এটা সাথে রাখলে নজর লাগবে না কারও।'

ভক্তির সঙ্গে তাবিজটা নিল হুররেম। আপ্লুত হয়ে গেছে, সুলতানের বোন যে চিন্তা করে ওর জন্য, তার প্রমাণ পেয়ে।

'ধন্যবাদ, হাফিজা!' অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাল ও মেয়েটিকে। 'এটা আমি কাছছাড়া করব না।'

'তা ছাড়া ইব্রাহিম পারগালি তো তোমার সুরক্ষার জন্যে দ্বিগুণ করে দিয়েছেন পাহারা। কোনওই চিন্তা নেই তোমার।'

ইব্রাহিমের নামটা শুনে তেতো হয়ে গেল হুররেমের মুখের ভিতরটা। 'হ্যাঁ, হাফিজা। সুলতানও দেখি খুব ভরসা করেন লোকটার উপরে।'

'কেন করবে না? ভদ্রলোক ভালো মানুষ। সৎ। নিঃস্বার্থ। বুদ্ধিমান। যে-কোনও কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তার চে'ও বড় কথা কি, জানো? শিল্পী একটা মন আছে ওঁর। অপূর্ব সুন্দর কবিতা লেখেন। আর, কী যে চমৎকার বেহালা বাজান! শুনেছ না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছি।'

হুররেম দেখতে পাচ্ছে, ইব্রাহিমের কথা বলতে-বলতে স্বপ্নালু হয়ে উঠেছে হাফিজার চোখ দুটো।

কোনও কিছু চলছে নাকি ওদের মধ্যে?

'এখন তো এমন হয়েছে যে, ওই বাজনা একদিন না শুনলে সব কিছু খালি-খালি লাগে কেমন,' বলে চলেছে অন্যমনা হাফিজা। 'মনে হয়, কী যেন নেই... কী যেন একটা নেই! ঠিক বুঝতে পারি না!'

BanglaBook.org

নিঃসন্দেহ হলো হুররেম।
সত্যিই কিছু চলছে ওদের মধ্যে!

ছেচল্লিশ

'রোডস এমন একটা দ্বীপ, যেটা জয় করা মানেই ভূমধ্যসাগর জয় করা। আব্বাজান কেন যে মনোযোগ দেননি এ-দিকটায়, তা আমার বোঝার বাইরে। তিনি তো ও-দিক দিয়ে গেছেন বহু বার!'

'তা গেছেন, জাঁহাপনা,' ঘড়ঘড়ে স্বরে সায় দিলেন পিরি পাশা। 'ও-দিকটায় জলদস্যুদের আখড়া। সে-জন্যেই হয়তো আগ্রহ পাননি তিনি। তা ছাড়া সমুদ্রপথ বিশেষ পছন্দ ছিল না ওনার।'

'হুম।' ম্যাপ দেখলেন সুলতান। 'কিন্তু রোডস সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আলাদা। ভ্যাটিকানও গুরুত্ব বোঝে এই দ্বীপটার। সেইন্ট জনের অনুসারীরা একটা প্রতিরক্ষা-কেন্দ্র গড়ে তুলেছে ওখানে। ওই পথ দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর উপর আক্রমণ চালায় ওরা। নির্বিচারে লুটপাট করে। ...ওদের একটা শিক্ষা দিতে চাই আমি।'

'ডেকেছ নাকি, আম্মা?'

'হ্যাঁ। আয়, বাছা।'

'জরুরি কিছু?'

BanglaBook.org

একটু যেন মনঃক্ষুণ্ন হলেন রাজমাতা। 'জরুরি কিছু না হলে কি কথা বলা যাবে না?'

'না-না, আম্মা! অবশ্যই বলবে।'

'বোস এখানে। ...হ্যাঁ, জরুরি কথাই।'

মায়ের পাশে গিয়ে বসলেন সুলেমান।

ছেলের গায়ে হাত ছুঁইয়ে রাখলেন হাফসা।

কিছুক্ষণ কোনও আলাপই হলো না মা আর ছেলের মধ্যে। নিশ্চুপ থেকে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছেন দু'জনে। অ-নে-ক দিন পর।

স্নেহ উথলে উঠেছে নিঃসঙ্গ মহিলার বুকটাতে। সেই যে পুত্র পারিবারিক রেওয়াজ অনুযায়ী দীক্ষা নিতে রওনা হয়েছিল মানিসার পথে, তারপর থেকে ছেলেকে আর সে-ভাবে কাছে পান না তিনি।

সেটা ওর তরুণ বয়সের কথা।

অন্য দিকে সুলতান ফিরে গেছেন তাঁর কৈশোরে, যখন আম্মাই ছিল ওঁর সব। দোর্দণ্ড প্রতাপ পিতা সেলিম খান তো রাজকার্য নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন সব সময়। ঠিক মতো সময় দিতে পারতেন না ছেলেকে।

'হাফিজার কথা কিছু ভেবেছিস?' এক সময় প্রসঙ্গটা পাড়লেন রাজমাতা।

'ওর কথা কী ভাবব? কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'এই না হলে ভাই।' হাফসার কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার। 'কিছু কি হতেই হবে? না হলে কিছু করা যাবে না বোনের জন্যে? বলি, বড় ভাই হিসাবে ওর প্রতি যে একটা দায়িত্ব আছে তোর, সেটাও কি মনে করিয়ে দিতে হবে আমাকে? হে, খোদা-হ! আমি মরে গেলে কী যে গতি হবে তোদের!'

'মরার কথা বলবে না, আম্মা!' রাগ করলেন ছেলে। 'কী

BanglaBook.org

জন্যে ডেকেছ, তা-ই বলো।'

'বোনটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছিস একবার? মায়া লাগে না? অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে... কিন্তু এ-ভাবে তো সারা জীবন থাকতে পারবে না এই প্রাসাদে। ওর জন্যে কিছু করা উচিত না আমাদের?'

এতক্ষণে যেন কূল পেলেন সুলেমান। 'আবার বিয়ে দেয়ার কথা ভাবছ? ভালো তো। তা, হাফিজার কী মত? কথা বলেছ ওর সাথে?'

'ও আর কী বলবে? মা আমি। আমি তো ওর কষ্টটা টের পাই। তার উপর আজকাল প্রায়ই নিজের মধ্যে থাকছে না হাফিজা। সারাক্ষণ ভাবে কী যেন... ডাকলে সাড়া দেয় না। প্রায়ই দেখি, একা-একা আপন মনে ঘুরে বেড়ায়...'

'ওর বিয়ে দেয়ার চিন্তা যে আমি করছি না, তা নয়। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাচ্ছি না, আম্মা। ...যা-ই হোক, এখন থেকে জোরেশোরে লাগব ওর বিয়ের ব্যাপারে। দরকার হলে ইব্রাহিমকেও লাগাব যোগ্য আর ভালো ছেলে ঢুঁড়ে বের করতে।'

মায়ের কাছে আসছিল হাফিজা। দরজার বাইরে থেকে সব কথাই কানে গেল ওর। অজানা আতঙ্কে মারা যাবার অবস্থা হলো।

সব বোধ হয় শেষ, খোদা! এখন কী হবে?

পথহারার মতো গিয়ে গুলফাম ভাবীর শরণ নিল হাফিজা। কাঁদতে লাগল ফুচ-ফুচ করে।

'কী হয়েছে, হাফিজা!' সেলাই রেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল গুলফাম।

'ভাবী!' নালিশ জানাল হাফিজা। 'আম্মা বিয়ে দিতে চাইছে আমাকে!'

BanglaBook.org

'কার সাথে?'

'যাকে পছন্দ হবে, তার সাথে!'

'শান্ত হও! শান্ত হও, হাফিজা!' সান্ত্বনা দিতে লাগল গুলফাম। 'চোখ মোছো!'

'কিছু একটা করো, ভাবী! কিছু একটা করো!' আকুল অনুনয় হাফিজার কণ্ঠে। 'ইব্রাহিমকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে হলে আত্মহত্যা করব আমি!'

আর পারল না মেয়েটা। গুলফামের কাঁধে মুখ গুঁজে ভেসে গেল দুঃসহ বেদনার উত্তাল তরঙ্গে।

গুলফামও পড়ে গেছে অকূল পাথারে।

এখন কী করবে ও? কীভাবে সাহায্য করবে হাফিজাকে?

'বেগম সাহেবা কী বললেন?' বলেই জিভ কাটল ইব্রাহিম। 'মাফ করবেন, জাঁহাপনা! অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি!'

'আরে, না-না! আমার ভাই না তুমি? আমার আম্মা মানে তো তোমারও আম্মা।'

লজ্জিত মুখে চুপ রইল ইব্রাহিম। জানত, সুলতান এ কথাই বলবেন।

'হাফিজার বিয়ের ব্যাপারে...' খোলসা করলেন সুলেমান। 'দেখে-শুনে আবারও বিয়ে দেয়া উচিত ওর, বলছিলেন আম্মা।'

কেউ যেন বিষ ঢেলে দিয়েছে ইব্রাহিম পারগালির মুখে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। পৃথিবীটা, মনে হচ্ছে, বন-বন করে ঘুরছে! যে-কোনও মুহূর্তে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে ও।

আরও একবার দেখা করল ওরা— ইব্রাহিম আর হাফিজা, গোপনে। পরস্পরের কাছে উজাড় করে দিল ব্যথা ভরা হৃদয়ের হাহাকারগুলো।

BanglaBook.org

কিন্তু ওরা জানল না, নিজেদের লুকাতে পারেনি প্রেমিক-প্রেমিকা।

ধরা পড়ে গেছে হুররেমের চোখে!

আবিষ্কারের আনন্দ অন্তঃসত্ত্বার চেহারায়।

ঠিকই সন্দেহ করেছিল ও!

সাতচল্লিশ

বিপদ এ-ভাবেই এসে হাজির হয়!

হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে ইব্রাহিমের। এতটা অসাবধান কী করে হলো ও!

হাফিজা— ওর প্রাণের প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবার সময় মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল হুররেমের। আত্মা প্রায় উড়ে যাবার জোগাড়।

মেয়েটার মুখে মারফতি হাসি খেলা করতে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো ইব্রাহিমের।

অশুভ কিছু আছে ওই হাসিতে।

কিছু টের পায়নি তো রুশ যুবতী?

'অ্যাই, মেয়ে!' অকারণেই গলা চড়াল ইব্রাহিম। 'কী করছ এখানে?'

রাগ করল না হুররেম। কারণ, লাগাম এখন ওর হাতে। হাসিটা আরও চওড়া করে বলল, 'সম্বোধনটা আরেকটু সম্মানের

BanglaBook.org

হওয়া দরকার ছিল বোধ হয়, ইব্রাহিম পারগালি। নিশ্চয়ই যে-সে মেয়ে মনে করছেন না আমাকে?'

নিজের ভুল বুঝতে পারল ইব্রাহিম। সে-জন্য দুঃখও প্রকাশ করল।

'কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছ এখানে?' জিজ্ঞেস করল ও। মনের সায় না থাকলেও চিনি মাখিয়ে নিয়েছে কণ্ঠস্বরে।

'অনেকক্ষণ,' মুখ গোমড়া করে বলল হুররেম। আসলে, অভিনয় করছে। 'কোথায় থাকেন আপনি, বলুন তো! ডাকলে দেখা পাওয়া যায় না!'

'ব্যস্ত ছিলাম... জরুরি একটা কাজে...'

'ও-ও!' ঠোঁট গোল করে টেনে বলল হুররেম। 'খুবই জরুরি কাজ, মনে হচ্ছে! অবশ্য, আমাদের হাফিজাও খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।' জাল গোটাচ্ছে মেয়েটা। 'জরুরি কোনও নির্দেশ দিচ্ছিলেন নাকি আপনাকে?'

'সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, হুররেম!' নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল না ইব্রাহিম। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ধরা পড়ে গেছে ওরা। আর লুকোছাপার কোনও মানেই হয় না।

'নিজের চরকায় তেল দাও!' শাসাল যুবক। 'এ সময় ঘোরাফেরা করা তোমার আর তোমার বাচ্চার জন্যে ক্ষতিকর।'

ধমকিতে কাজ হলো না।

হাসছেই এখনও মেয়েটা।

'বাচ্চা ঠাউরেছেন নাকি আমাকে? নিজের খেয়াল রাখতে পারি না? ...শুনুন, সাহেব, আমার যখন যা ইচ্ছা, তা-ই করব। এই যেমন, এখন যদি ঘর থেকে না বেরোতাম, বড় একটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারতাম?'

'হুররেম!'

'ভয় পাচ্ছেন নাকি? ভয় পাবেন না। কাউকে কিচ্ছু বলব না

BanglaBook.org

আমি। এ-সব কথা বলার উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি। সময় হলে, সবাই-ই জানতে পারবে। ...চলি, হ্যাঁ!'

ডান হাত তুলে কুর্নিশ জানাল ও সুলতানের একান্ত সচিবকে।

চলে গেল হুররেম।

চলে গেল ইব্রাহিম পারগালিকে বেকায়দার মধ্যে ফেলে। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে ওর!

আটচল্লিশ

সুলতান সুলেমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরতেই আগের কাজে ফেরত গিয়েছিলেন কাসিম পাশা। কী একটা দরকারে আবার এসেছেন তিনি তোপকাপি প্রাসাদে।

সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে সুলেমান। কথায়-কথায় বললেন, আবারও পাশা সাহেবের সাহায্য প্রয়োজন হবে তাঁর। কারণ, খুব শিগগিরই রণতরী ভাসাচ্ছেন তিনি রোডস দ্বীপ অভিমুখে।

শুনে তো যার-পর-নাই প্রীত কাসিম পাশা।

টুকটাক আরও কিছু সৌজন্য-আলাপের পর, খুক-খুক করে কাশতে লাগলেন আপৎকালীন উজির।

'কী ব্যাপার, জনাব পাশা? বলবেন কিছু?'

হেসে মাথা কাত করলেন পাশা। 'একটা প্রশ্ন করতাম অনুমতি পেলে।'

BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই। বলুন না!'

'বিষয়টা... একটু ব্যক্তিগত... আপনাকে এর মধ্যে টেনে আনার জন্যে লজ্জিত বোধ করছি...'

'কিচ্ছু সমস্যা নেই। বলুন আপনি।'

'ধন্যবাদ, জাঁহাপনা।'

কথা গুছিয়ে নিলেন পাশা।

'সমস্যাটা বাতুরকে নিয়ে। ওকে তো আপনি চেনেন...'

'হ্যাঁ, আপনার ছেলে। কেমন আছে ও?'

'ভালো না, জাঁহাপনা,' মুষড়ে পড়লেন সাবেক উজির।

'কেন, কী হয়েছে?'

'ওই নিয়েই চাচ্ছিলাম বলতে। ...আপনি জানেন কি না, জানি না... আপনি যখন দূরদেশে, তখন বাতুরের জন্যে একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন বেগম সাহেবা... মানে, আপনার আম্মা...'

'আচ্ছা!' একদমই জানতেন না সুলেমান।

'জি-হ্যাঁ, জাঁহাপনা। আপনার হেরেমেরই বাঁদি ওই পাত্রী...'

'দারুণ ব্যাপার! সব দিকেই খেয়াল থাকে দেখছি আম্মার। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কী করে ঋণ শোধ করা যায় আপনার...'

'জাঁহাপনা, সাম্রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত মনে করেছেন আপনি আমাকে, এটাই তো আমার জন্যে অনেক। ঋণ শোধের কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?' সত্যি-সত্যিই লজ্জা পাচ্ছেন পাশা।

'আচ্ছা, যান। লজ্জা পেতে হবে না আর। কী বলছিলেন, বলুন।'

'জি-জি।' আগের প্রসঙ্গের খেই ধরলেন পাশা। 'আমার ছেলের জন্যে সব দিক থেকেই উপযুক্ত ছিল মেয়েটা। বাতুরও পছন্দ করেছিল ওকে দেখে। কিন্তু...'

BanglaBook.org

'কিন্তু কী, পাশা?'

'সবই ঠিক ছিল... কিন্তু তার পরই গোল বাঁধল...'

'কী রকম?'

'আল্লাহ নারাজ হলে যা হয়, আর কী। যে-দিন মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হবার কথা, সে-দিনই অসুখে পড়ে গেল বেচারী...'

'আহ-হা!' আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করলেন সুলেমান।

'এমনই অসুখ, জাঁহাপনা, শেষ তক ব্যর্থ মনোরথে ফিরেই যেতে হলো বাতুরকে। দায়া নামে হেরেমের ওই মহিলাটা খুব দুঃখ করে বলছিল, মেয়েটা নাকি আর বাঁচবে না...'

'খুবই খারাপ কথা!' বললেন সুলেমান। 'দুঃখ হচ্ছে আপনার ছেলের জন্যে।'

'এ-দিকে আমার হয়েছে আরেক জ্বালা! কিছুতেই মেয়েটাকে ভুলতে পারছে না আমার ছেলে। প্রথম দেখাতেই নাকি বাঁদিটাকে ভালোবেসে ফেলেছে ও...'

'হুম।' মাথা দোলাচ্ছেন সুলতান।

'এ-জন্যেই আমার ইস্তাম্বুলে আসা। মেয়েটার ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানা যেত যদি... বেঁচে আছে এখনও, নাকি পটল তুলেছে... গিয়ে তা হলে বুঝ দিতে পারতাম বাতুরকে...'

'এ তো খুবই সামান্য ব্যাপার। ...নামটা বলুন, পাশা। পাত্তা লাগাতে বলছি হেরেমে।'

'অশেষ মেহেরবানি আপনার। ...নামটা হলো... কী যেন নাম... ওহ, হ্যাঁ... হুররাম...'

প্রসন্ন মুখটা ধীরে-ধীরে কালো হয়ে উঠল।

দীর্ঘক্ষণ লাগল গলায় স্বর ফোটাতে। ফাঁপা প্রতিধ্বনি করে উঠলেন সুলেমান: 'হুররেম?!'

'জি-জি, জাঁহাপনা... ওই নামই। চেনেন ওকে আপনি?'

'মেয়েটা কি রাশান?' প্রায় নিশ্চিত, তবু জিজ্ঞেস করলেন

BanglaBook.org

সুলেমান।

'চেনেন, দেখছি, জাঁহাপনা। হ্যাঁ, ওই মেয়েই।'

এরপর আর কী-কী বললেন কাসিম পাশা, কিচ্ছু ঢুকল না সুলেমানের কানে। কথায় আছেঃ অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। স্রেফ পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন সুলেমান।

ভেবেই পাচ্ছেন না তিনি, কী করে পারল এটা আম্মা? আপন সন্তানের মনের সুখ-শান্তি কি কিছুই না তার কাছে?

ঝোড়ো একটা ঝাপটার মতো মায়ের ঘরের দরজার উপর হামলে পড়লেন সুলেমান।

খটাস করে পাল্লা জোড়া দু'দিকের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খাওয়ায় চমকে উঠলেন হাফসা সুলতান ও অন্যরা।

তিনি ছাড়া বাকি সব মেয়ে বা মহিলা চটজলদি খাড়া হয়ে গেল পায়ের উপরে। দৃষ্টি হেঁট।

'সব ক'জন বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' সৌজন্যের ধার ধারলেন না সুলেমান। দরজার দিকে তর্জনি নির্দেশ করলেন তিনি।

কে কার আগে বেরোবে, এই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে।

সবার শেষে বেরোল দায়া।

বুক ঢিপ-ঢিপ করছে সুলতানার। এতক্ষণ দাসী-বাঁদিদের সঙ্গে নিয়ে কাপড় বাছাই করছিলেন তিনি পরবার জন্য।

আবারও কি অঘটন ঘটল কোনও?

'এ-সব কী শুনছি, আম্মা!' কোনও রকম আভাস না দিয়েই জানতে চাইলেন সুলেমান ধমকের সুরে।

'তার আগে বল, বুদ্ধিশুদ্ধি কি গুলে খেয়েছিস!' পালটা চেঁচালেন হাফসা। 'দরজায় টোকা না দিয়ে হুট করে ঢুকে পড়ার

BanglaBook.org

মানে কী? এতগুলো লোকের সামনে বেইজ্জত করলি আমাকে!'

'রাখো তো তোমার বেইজ্জতি!' ভীষণ খেপেছেন সুলেমান। 'তুমিই বা কোন্ সাহসে আমার জিনিসের দিকে হাত বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছ বাইরের মানুষকে?'

ছেলে এ-ভাবে কথা বলতে পারে তাঁর সঙ্গে, এটা রাজমাতার কল্পনাতেও ছিল না।

'আগডুম-বাগডুম আর একটা কথা বললে সিধে থাপ্পড় খাবি!' আগুন ঝরালেন তিনি চোখ দিয়ে।

'বাহ, আম্মা! বাহ!' হাত-তালি দিলেন সুলেমান। 'খালি তো ওটাই পারো তুমি... যখন-তখন শাসন করতে! ছেলে কী চায়, না চায়, হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছ কখনও?'

'বেশি বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তু তুই! সক্কাল বেলাতেই মদ-টদ গিলেছিস নাকি? কী বলছিস... কী বৃত্তান্ত... কিছুই তো মগজে ধরছে না!'

'বুঝিয়ে বলছি!' ব্যঙ্গ ঝরল সুলেমানের কণ্ঠ থেকে। 'হুররেমের সাথে বাতুরের সম্বন্ধ ঠিক করলে কী বুঝে? জানো না, হুররেম আমার কী?'

চমকে গেলেন হাফসা।

সত্যটা এ-ভাবে চাউর হয়ে যাবে, ভাবতে পারেননি তিনি।

'কার কাছ থেকে শুনলি সম্বন্ধের কথা?' জানতে চাইলেন রাজমাতা।

'জনাব কাসিম পাশা আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তাঁর মুখ থেকেই জানা গেল তোমার অপকর্মের খবর!'

কান্না পেল হাফসার।

ইচ্ছামতো অপমান করছেন তাঁকে ছেলে, সুযোগ পেয়ে এক হাত নিচ্ছেন।

চরম হতাশ তিনি সুলেমানের উপরে, এমন একটা চেহারা

BanglaBook.org

করে বললেন রাজমাতা, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সম্বন্ধ আমি করেছিলাম। জনাব কাসিম পাশা যখন বললেন, ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজছেন তিনি, প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল হুররেমের কথা। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলাম, অটোমান বংশের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর মা হতে চলেছে মেয়েটা, সাথে-সাথেই ভেঙে দিলাম বিয়েটা।'

'একটা কাজের কাজই করেছ, আম্মা!' একটুও প্রভাবিত হননি সুলেমান। 'সে-জন্যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই! বার-বার সাবধান করে দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথাও কানে তুলছ না তুমি আমার। আরও একবার বলছি, হয়তো শেষ বার... ভালো করে কথাগুলো গেঁথে নাও মগজে! আমি যদি হই অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতান, তো হুররেম আমার সুলতানা। আমি কি বোঝাতে পারলাম? সুলতানা। আমার বেগম ও, হুররেম। আমিই ওকে দিচ্ছি এ সম্মান। আমার অবাধ্য হলে, সে যে-ই হোক না কেন, কেয়ামত দেখবে চোখের সামনে, এই আমি বলে দিলাম!'

'হুঁহ!' সব আশা শেষ হয়ে গেছে যেন, দু'দিন পরেই ভিক্ষার থালা হাতে রাস্তায় নামতে হবে ওঁকে, এমন একটা ভাব ধরলেন হাফসা। 'সম্মান দিচ্ছিস, দিচ্ছিস। তবে সেটা অপাত্রে পড়ছে কি না, সেই খেয়ালও রাখিস কিন্তু! আচ্ছা, এক কাজ কর না, মসজিদ থেকে জোরে-জোরে প্রচার করে দে চারদিকে, কে এই রাজ্যের সুলতানা... সবারই জানা হয়ে যাবে তা হলে!'

'তা-ই করব! দরকার হলে তা-ই করব, আম্মা! লোকে এক কথার মানুষ হিসাবে জানে সুলতান সুলেমানকে!'

যেমন ঝড়ের রূপ ধরে হাজির হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বেরিয়ে গেলেন সম্রাট।

ছেলে বেরোনো মাত্রই সক্রোধে কারপেটে চপ্পল ঠুকলেন সুলতানা।

BanglaBook.org

হাঁটুর বয়সী একটা মেয়ের কাছে বার-বার হার মানতে হচ্ছে, এটা মেনে নেয়া অসম্ভব মনে হলো তাঁর কাছে।

এর একটা বিহিত করতেই হবে! না করলে চলছেই না!

ঊনপঞ্চাশ

কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বা হুররেম।

এমনিতেই খাওয়ার দিকে ঝোঁক ওর, মিষ্টি বলতে অজ্ঞান; আর এখন তো একা নয়, পেটের মধ্যে বড় হচ্ছে আরেক জন। স্বাভাবিক ভাবেই খিদে বেড়ে গেছে মেয়েটার, গাপুস-গুপুস করে উদরপূর্তি করছে রাক্ষসীর মতো।

একটু মোটার ধাঁচ ওর; পেটটা ফুলে, চর্বি জমা হয়ে বেঢপ আকৃতি নিয়েছে এখন। চলাফেরা হাঁসের মতো।

হুররেমকে খুবই ভালোবাসেন সুলতান। সে-জন্য এ কয় মাস যৌন-সঙ্গম থেকে দূরে রেখেছেন নিজেকে।

কিন্তু শরীরটা বিদ্রোহ করতে চাইছে আজকাল।

না, মাহিদেভরানের সংসর্গে ফিরবার প্রশ্নই ওঠে না। ওকে ত্যাজ্য করেছেন তিনি।

কিন্তু হেরেম ভরা এত-এত দাসী-বাঁদি রেখে নিজেকে অভুক্ত রাখেন কোন্ যুক্তিতে?

মন বলে— ভালোবাসা।

কিন্তু শরীরটা সায় দেয় না তাতে।

BanglaBook.org

দুইয়ের দ্বন্দ্বে খিটখিটে হয়ে উঠেছে সুলতানের মেজাজ। হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে।

সুলেমানের এহেন বেহাল দশা টের পেতে মোটেই কষ্ট হয়নি ওঁর অনেক দিনের সহচর ইব্রাহিম পারগালির। দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে সে। মানুষের মুখ দেখে ভিতরের কথা বুঝে ফেলবার বিরল এক গুণ রয়েছে যুবকের। তা ছাড়া যে-মানুষটার প্রতি রাতে নারী-শরীর না হলে চলতই না, আজকে তাঁর পেটে-খিদে-মুখে-লাজ হাল অনুমান করে নিতে গণক হবার প্রয়োজন পড়ে না।

কাজেই, সুমবুল আগার ডাক পড়ল একদিন গ্রিক যুবকের কামরায়।

মেয়ে-মানুষের মতো হেলতে-দুলতে এল খোজা। কোনও এক কারণে সে-দিন ওর মনে রং ধরেছে খুবই।

'খুশি, অ্যাঁ?' সুমবুল আগার ফুর্তিতে শামিল হলো ইব্রাহিম। 'রোসো, আজ রাতে কাজ আছে তোমার।'

'সেটা কোন্ দিন থাকে না, বলুন?' নিজের গুরুত্ব তুলে ধরবার প্রয়াস পেল খোজা। 'হাড় কালি হয়ে গেছে আমার ফাই-ফরমাশ খাটতে-খাটতে।'

'হ্যাঁ, জানি আমি... তুমি অনেক কাজের লোক,' প্রশংসা করল যুবক। 'সময়ে এর যথাযথ প্রতিদান পাবে তুমি। এ-বার কাজের কথায় আসি... যে-জন্যে ডেকেছি তোমাকে...'

'আদেশ পালনের জন্যে বান্দা প্রস্তুত।'

'সুন্দরী কোনও মেয়ে চাই আজ রাতে। জাঁহাপনার জন্যে...'

'ওহ।' কিঞ্চিৎ থমকাল সুমবুল আগা। রাতের পর রাত কাজটা না করতে-করতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পুরানো রোমাঞ্চ জেগে উঠল ওর সত্তায় বহু দিন পর। 'অবশেষে...' বেশ কিছুটা বিরতি দিয়ে শেষ করল ও কথাটা।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' শব্দটা ধরল ইব্রাহিম। 'অনেক দিন তো হয়ে গেল...'

'অনেক দিন।'

'জাঁহাপনার চেহারাটা খেয়াল করেছ সম্প্রতি?'

'চাওয়া যায় না।'

'ঠিক,' একমত হলো যুবক। 'অথচ আমরা আছি কী জন্যে?'

'অবশ্যই। একদম ঠিক বলেছেন, জনাব।'

'এ-জন্যেই ডেকেছি তোমাকে, আগা। সাজিয়ে-গুজিয়ে প্রস্তুত রেখো মেয়েটাকে...'

'যো আজ্ঞা, হুজুর।' বুকে হাত রেখে কুর্নিশ করল খোজা। 'ঠিক সময়মতো মাল পেয়ে যাবেন। এক্ষুণি কাজে লাগছি গিয়ে।' চলে যেতে প্রবৃত্ত হলো সুমবুল।

'একটু দাঁড়াও, আগা। মেয়ের নামটা তো শুনে যাও।'

'ওহ,' চমৎকৃত হলো আগা। 'আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছেন? এ-জন্যেই লোকে আপনাকে বুদ্ধিমান বলে। এক ধাপ এগিয়ে থাকেন সব সময়। ...আমার কাজ কমিয়ে দিয়েছেন আপনি। এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের কথাও খেয়াল থাকে আপনার। ...মেহেরবান আপনি, জনাব পারগালি। অধমের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।'

দরকার ছাড়া তেল দেয় না কাউকে ইব্রাহিম, তবে এখন এই তৈলমর্দন ভালোই লাগল ওর।

'মেয়ের নামটা কি বলব?'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! কেন বলবেন না!'

'গুলনিহাল।'

'ধুস!' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল আগার।

হাসিটা এখনও রয়ে গেছে ওর মুখে, তবে একটুও প্রাণ নেই ওতে।

ভাবল একবার: ঠিকই শুনেছে তো?

BanglaBook.org

'মানে... মারিয়া?'

'ও-ই তো সেই মেয়ে, তা-ই না, যে মুসলমান হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ... কিন্তু...'

'আবার কিন্তু কী?'

'না... মানে... হুররেম কী ভাববে? গুলনিহাল তো ওর জানের দোস্ত!'

'তাতে কী হয়েছে?'

'না... মানে... বলছিলাম কী... হুররেম যা রগচটা মেয়ে... জানতে পারলে অনর্থ ঘটাবে না?'

'সেটা আমি বুঝব,' নিজের কর্তৃত্ব বুঝিয়ে দিল ইব্রাহিম। 'তোমাকে যা বলা হয়েছে, তা করো। গুলনিহালকেই লাগবে আজ রাতের জন্যে।'

বিড়বিড় করতে-করতে বিদায় নিল অসন্তুষ্ট খোজা।

খেলা এই শুরু!

তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে গ্রিক যুবকের ভিতর-বাহির।

'তো, হুররেম "সুলতানা",' বলল ও মনে-মনে। 'আমার নামও ইব্রাহিম পারগালি!'

সে-রাতেই ব্যথা উঠল হুররেমের।

প্রচণ্ড প্রসব-বেদনায় চোখে অন্ধকার দেখল মেয়েটা। ছটফট করতে লাগল কাটা পাঁঠার মতো। মনে হলো, আর বাঁচবে না।

সবাই ধরাধরি করে নিয়ে চলল ওকে আঁতুড়ঘরের দিকে।

এত সব কাণ্ড কিছুই জানতে পারলেন না সুলেমান। খাস কামরায় ব্যস্ত তখন তিনি গুলনিহালকে নিয়ে। বলে রেখেছেন, না ডাকলে কেউ যেন ওঁকে বিরক্ত না করে।

আর ঘুমানো হলো না তোপকাপি প্রাসাদের। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় গুনতে লাগল প্রহর।

BanglaBook.org

যে-কোনও মুহূর্তে ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে হুররেমের!

রাত পেরিয়ে গভীর হলো।

সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ফুটফুটে এক পুত্রসন্তানের আগমন ঘটল পৃথিবীতে।

ভূমিষ্ঠ হবার সময় নাড়ি পেঁচিয়ে গিয়ে জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছিল শিশুটির, কিন্তু সকলের দোয়া আর অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ হাসি হাসল হুররেমই।

পঞ্চাশ

'দু'-দুটো ব্যাটা-ছেলের বাবা হয়ে গেলাম আমি, আর তুমি এখনও বিয়েই করলে না।'

ক'দিন পর।

বেশ মৌজে আছেন সুলেমান। আরাম-কেদারায় ছেড়ে দিয়েছেন শরীরটা।

পরনের রাজকীয় পোশাকটার উপর দিয়ে ঢোলা একটা জামা পরানো হয়েছে ওঁকে, গলার কাছে ফিতে আঁটা। ব্যক্তিগত নাপিতকে দিয়ে গোঁফ-দাড়ি ছাঁটাচ্ছেন গর্বিত পিতা। চেষ্টা করছেন এক ভাবে বসে থাকতে। সে-অবস্থাতেই আলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন ইব্রাহিমের সঙ্গে।

'শুভ কাজটা এ বেলা সেরেই ফেলো, ইব্রাহিম,' খয়রাত

BanglaBook.org

করলেন উপদেশ। 'বাচ্চা-কাচ্চার বাপ হও তাড়াতাড়ি। আমি চাই, ওরা একই সাথে বেড়ে উঠুক। কি, দেখব নাকি তোমার জন্যে পাত্রী?'

'উম...'

'আরে, তুমি দেখি লজ্জা পাচ্ছ! এখনই এত লজ্জা পেলে বাসর-রাতে কী করবে, অ্যাঁ? হা-হা-হা!'

'জি, জাঁহাপনা,' বোকার মতো বলল ইব্রাহিম।

'কাউকে পছন্দ নাকি তোমার?' হুট করে জিজ্ঞেস করে বসলেন সুলেমান।

'জ্-জি?' লাফ দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে চলে এসেছে ইব্রাহিমের।

'আরে, বাবা... আমার হেরেমে তো মেয়ে আছে অনেক... মনে ধরে কাউকে?'

'ইয়ে... জাঁহাপনা... মানে...'

'ঠিক আছে... ঠিক আছে। এ নিয়ে পরে কথা বলব আমরা।'

নতুন ভাস্তের জন্য দোলনা নিয়ে এসেছে ওর ফুপু।

সেই দোলনায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে ছোট্ট শাহজাদাকে। ওর নাম রাখা হয়েছে মেহমেদ।

দোলনায় দোল খেতে-খেতে ঘুমের দেশে বিচরণ করছে আদুরে পুঁচকেটা।

বিছানা থেকে দৃশ্যটা দেখছিল হুররেম।

মৃদু দোল দিচ্ছে আর গুনগুন করে গান গাইছে হাফিজা। ও-ই যেন বাচ্চাটার মা।

'তুমিও একদিন মা হবে,' আশাবাদ ব্যক্ত করল হুররেম।

লজ্জা পেল হাফিজা। 'কী জানি!'

এগোল না আর আলাপটা। কারণ, সেখানে এসে হাজির

BanglaBook.org

হয়েছে মুস্তফা।

'ফু-পি!' সুর করে ডেকে উঠল অবুঝ বাচ্চাটা।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল দিল হাফিজা। 'আস্তে! ভাই জেগে যাবে যে!'

কী হলো, কে জানে, এতটুকু হয়ে গেল শাহজাদা মুস্তফার মুখ।

'ফুপি!' আস্তে করে ডাকল ও আবার।

'কী, বাবু?'

'আব্বু কি এখনও ভালোবাসে আমাকে?'

'কী সব আজগুবি প্রশ্ন! অবশ্যই ভালোবাসে।'

'আরেকটা ভাই আনল যে তা হলে?' বাচ্চার মন।

'তাতে কী হয়েছে?' কাছে টেনে চুমু দিল ওকে ফুপু। 'তুই হচ্ছিস প্রথম শাহজাদা। তোর জায়গাটা কেউই কেড়ে নিতে পারবে না।'

না বললেই ভালো করত হাফিজা। কারণ, হুররেমের মোটেই ভালো লাগেনি কথাটা।

'জনাব পাশা...'

'জি, জাঁহাপনা?'

'আপনার বয়স হয়েছে... বিশ্রামের দরকার...'

'আর বিশ্রাম! যদ্দিন তাকত আছে, জাঁহাপনার সেবা করে যেতে চাই।'

'একদমই ঠিক কথা নয় এটা। কম দিন তো আর করলেন না আমাদের জন্যে!'

'বেশি আর কোথায়, জাঁহাপনা? জনাব পিরি পাশা তো আমার চাইতেও বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করছেন...'

'উনি হচ্ছেন ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম কখনও উদাহরণ

BanglaBook.org

হতে পারে না।'

'কথাটা তো, জাঁহাপনা, ঠিকই বলেছেন।'

'আপনার আরাম করার ব্যবস্থা করেছি আমি...'

'জি? মানে?'

'সহজ কথা, পাশা। অবসরের সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে আপনার জন্যে। দুই লক্ষ মুদ্রা বুঝে নেবেন খাজাঞ্চিখানা থেকে... আর মাসিক ভাতা, সেটাও পেতে থাকবেন মাসে-মাসে...'

শরবতের গেলাস ধরা হাতটা অবশ লাগছে কাসিম পাশার। শুধু হাতটা নয়, অবশ হয়ে গেছে গোটা শরীরটাই।

এ কী শোনাচ্ছেন সুলতান সুলেমান! ক'দিন আগেই যিনি নতুন করে সাম্রাজ্যের ভার নেয়ার কথা বলছিলেন, তিনিই আজ কেন উলটো কথা বলছেন?

'জাঁহাপনা কি কোনও কারণে নাখোশ হয়েছেন আমার উপরে?' ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইলেন পাশা।

'একদমই না। আমার মনে হয়েছে, অনেক বেশি পরিশ্রম যাচ্ছে আপনার উপর দিয়ে...'

আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছেন না পাশা।

'প্রিয় পাশা, আপনার অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে চির-দিন অটোমান সাম্রাজ্য।'

বুকে ব্যথা অনুভব করছেন পাশা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। কিয়ৎক্ষণের জন্য মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের উপরে।

কাঁপা হাতে গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন তিনি সামনের টেবিলে।

ব্যথায়, নাকি অপমানে— জলে ভরে এসেছে চোখ দুটো। রুমাল বের করে চোখ মুছলেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সেই সঙ্গে চেহারায় ফুটে ওঠা ঘামও।

টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে।

BanglaBook.org

সত্য কখনও চাপা থাকে না।

'সুলতানা'-র মর্যাদা দেয়া হুররেম যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সেই সময় 'পরনারী'-র যৌবনসুধা পান করছেন সুলেমান— এ কথা ছড়িয়ে পড়ল জনে-জনে। স্বাভাবিক নিয়মে হুররেমের কানেও যে গেল, সে তো বলাই বাহুল্য।

প্রথমে বিশ্বাসই করল না হুররেম। ওর সুলতান অমন কাজ করতেই পারেন না! ওকে দেখতে পারে না কেউ, সে-জন্যই যা-নয়-তা-ই রটাচ্ছে লোকজন।

পরে যখন কসম খেল কয়েক জন, ঘটনার রাতে সত্যিই সাজিয়ে-গুজিয়ে বাঁদি পাঠানো হয়েছিল সুলতানের খাস কামরায়— সাক্ষী ওরা, ভালোবাসার মানুষটির উপর থেকে বিশ্বাস টলে গেল হুররেমের।

আর যখন জানতে পারল, মেয়েটি আর কেউ নয়, ওর এক কালের জানের-জান-প্রাণের-প্রাণ দোস্ত মারিয়া, তখন তো...

অথচ সুলতানের জন্য এটাই স্বাভাবিক।

একদিন সুলতানা মাহিদেভরান— এক মাত্র শাহজাদা মুস্তফার মাকে রেখে হুররেমের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন সুলেমান।

এখন রাশান সুলতানার সঙ্গেও ঘটল এমন ঘটনা।

অন্তরে উপলব্ধি করতে পারছে হুররেম, মাহিদেভরানের তখন কেমন লেগেছিল।

ওর ভালোবাসায় ভাগ বসাবে কেউ, এটা মানতেই পারছে না নতুন সুলতানা।

মাহিদেভরানও পারেনি।

নানান মুখরোচক আলোচনা শুরু হয়েছে ঘটনার পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে।

এ সবই ইব্রাহিম পারগালির কারসাজি।

BanglaBook.org

নিপুণ কৌশলে পুতুল নাচাচ্ছে এই যুবক।

ওকে খেপিয়ে তুলে ভালো করেনি হুররেম সুলতানা। চরম মাশুল দিতে হবে এখন এর জন্য।

একান্ন

'প্রজাপতি...'

'কোথায়, আম্মা?'

অন্যমনস্ক ছিল হাফিজা, তাই বুঝতে পারল না কীসের কথা বলছেন ওর মা। ইতিউতি নজর চেলে কোনও প্রজাপতিই চোখে পড়ল না ওর।

অনুকম্পার হাসি হাসলেন রাজমাতা। 'আমার মেয়েটার তো দেখছি ভয়াবহ অবস্থা!'

'কেন, আম্মা?'

আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দিলেন হাফসা প্রজাপতিটাকে।

'গায়ের উপর প্রজাপতি নিয়ে ঘুরছিস, আর জিজ্ঞেস করছিস— কোথায়!'

'ও, এটা!'

চোখ নামাল হাফিজা, যেন ধরা পড়ে গেছে চুরি করতে গিয়ে।

'সুন্দর তো ব্রোচটা!'

আসলেই সুন্দর জিনিসটা। বেগুনি পাথর বসিয়ে তৈরি।

BanglaBook.org

'মানিয়েছে,' আবার বললেন হাফসা। 'কে দিল এটা? আগে তো কখনও দেখিনি!'

'এটা... এটা...'

'উপহার পেয়েছিস?'

'হ্-হ্যাঁ... হ্যাঁ, আম্মা!'

'কার কাছ থেকে?'

উফ!

এত প্রশ্ন করেন কেন আম্মা?

একটা কিছু ওঁর মাথায় ঢুকলে বেরোতেই চায় না আর!

এখন ও কীভাবে বলে যে, ইব্রাহিম পারগালি নিবেদন করেছে এটা!

ইস, আম্মার সামনে এটা পরাই ভুল হয়েছে!

'কী হলো, বলছিস না যে!'

'ভাবী!' মুশকিল আসানের মতো জবাবটা আচমকা এসে গেল মুখে।

'গুলফাম?'

'না, আম্মা।'

'তা হলে কি... মাহিদেভরান?'

'না। হুররেম ভাবী।'

নামটা পারতপক্ষে শুনতে চান না হাফসা। এই মেয়ের কারণে পুত্রের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাঁর। অথচ মাহিদেভরানের বেলায় কিন্তু এ-রকম কিছুই ঘটেনি।

বেশ কিছু দিন থেকে লক্ষ করছেন, হুররেমের খুব ন্যাওটা হয়ে উঠেছে ওঁর মেয়ে।

একটু শাসন করা দরকার...

'শোন, তোকে একটা কথা বলি...'

টলটলে নিষ্পাপ চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে থাকল হাফিজা।

BanglaBook.org

মা কী বলতে পারেন, ভাবছে।

'এই যে হুররেমের সাথে মেলামেশা করছিস তুই... এটা ভালো দেখায় না...'

'কেন?' চোখের পলক না ফেলে বলল হাফিজা।

'হেরেমের দাসী না ও? ওর কাছ থেকে উপহার নিলে কী বলবে লোকে?'

যুক্তি শুনে থ হয়ে গেল হাফিজা।

'কিন্তু, আম্মা, ভাবী তো এখন সুলতানা!'

'তা ঠিক।' মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন হাফসা। 'কিন্তু আসলে তো দাসীই ও। চাইলেই কি পালটানো যায় অতীত? ওর সাথে আর মিশবি না তুই... ওকে বেশি পাত্তা দিবি না।'

'আমার পক্ষে এটা মানা সম্ভব নয়, আম্মা!' বিরোধিতা করল শান্ত-শিষ্ট হাফিজা।

'যা বলছি, শোনো!' রাগের ঠেলায় "তুই" থেকে "তুমি"-তে চলে গেলেন হাফসা। 'এটাই প্রাসাদের নিয়ম!'

'নিয়ম! নিয়ম!' অসহায় ক্রোধে সোফায় ঘুষি মারল হাফিজা। 'এত নিয়ম কেন এখানে? উফ! অতিষ্ঠ হয়ে গেছি আমি! দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার, আম্মা!'

এলোমেলো পায়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল উঠে।

কী থেকে কী হলো, কিছুই বুঝলেন না হাফসা।

ফুলের মতো নরম স্বভাবের মেয়েটার মেজাজটা ও-রকম পালটে গেল কেন আচমকা?

নিশ্চয়ই হুররেমের দোষ এটা।

সঙ্গদোষে লোহাও ভাসে।

BanglaBook.org

বাহান্ন

হুররেম সুলতানাকে সঙ্গে নিয়ে আয়না পছন্দ করতে এসেছে হাফিজা। মায়ের বারণ থোড়াই কেয়ার করছে মেয়ে।

দু'জন সহচরী সহযোগে ঘুরে-ঘুরে আয়না দেখছে ওরা, আর সুমবুল আগা বর্ণনা করছে: 'প্রাসাদের যেখানে যত আয়না আছে, সব এখান থেকে আসে। সবই এখানে বানায় আমাদের কারিগররা। দেশি... বিদেশি... সব রকম আয়না পাবেন এখানে...'

সত্যি।

হাফিজা বহু বার এলেও এ-বারই প্রথম আসা হুররেমের।

বিশাল কামরা জুড়ে কেবল আয়না আর আয়না।

ছোট... বড়... নানান আকারের।

কোনওটা গোল... কোনওটা চারকোনা... আয়তাকার... লম্বাটে... কোনওটা আবার বর্গক্ষেত্র।

ডিমের মতো আকৃতির যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সম্পূর্ণ গোলাকার।

ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ডিজাইনও চোখে পড়ল।

সব ক'টারই কিনার জুড়ে খোদাই করা বাহারি নকশা। ফুল, লতা-পাতা, ইত্যাদি হরেক রকমের।

কোনওটার ধাতব ফ্রেম, কোনওটার কাঠের। রঙেও রয়েছে

BanglaBook.org

বৈচিত্র্য।

আয়নাগুলোর বেশির ভাগই ঝুলছে দেয়াল থেকে।

কয়েকটা কেবল মেঝেতে আর এ-দিক সে-দিক ঠেস দিয়ে রাখা।

রাসায়নিকের গন্ধ ভুরভুর করছে গোটা কামরায়।

এক ধারে চুল্লী।

কাঠ আর খালি ফ্রেম ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছে এখানে-ওখানে।

ঘুরছে, আর নিজের মতো করে দেখছে দু'জনে। সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক-একটা আয়নার। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে নিজেকে।

ছিপি আঁটা এক সার বোতল এবং আরও কী-কী যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করল হুররেমের।

কী আছে শিশি-বোতলগুলোয়?

বোঝাই যাচ্ছে— তরল— কিন্তু পানি নয় নিশ্চয়ই। পানির মতো স্বচ্ছ দেখালেও অন্য কিছু হবে।

হাত বাড়াল ও সে-দিকে।

'সাবধান, সুলতানা!' হাঁ-হাঁ করে উঠল প্রধান কারিগর। 'ধরবেন না! ধরবেন না! বিপদ হতে পারে!'

'কেন?' বলতে-বলতে একটা বোতলের ছিপি খুলে ফেলল হুররেম।

সঙ্গে-সঙ্গে বাজে, ঝাঁঝাল একটা গন্ধ ভক করে ধাক্কা মারল ওর নাকে।

'ই, মা! কী দুর্গন্ধ!' নাক কুঁচকে, মুখ বাঁকাল সুলতানা। ছিপিটা আবার লাগিয়ে দিয়ে আগের জায়গায় রেখে দিল ও বোতলটা।

'আগুনে-পানি ওর মধ্যে, সুলতানা। গায়ে পড়লে পুড়ে যাবে চামড়া।'

BanglaBook.org

'বলেন কী! এখানে রেখেছেন কেন এগুলো?'

'ও-ই তো আয়নার রহস্য,' হেসে বলল আয়নার কারিগর। 'এই আগুনে-তরল ছাড়া আয়না বানানো অসম্ভব। না হলে ঘোলা দেখাবে চেহারা।'

'সুবহান আল্লাহ!' উপরের দিকে হাত তুলে মন্তব্য করল সুমবুল আগা। 'খোদার কী কুদরত!'

আরও কিছুক্ষণ থাকল ওরা ওখানে।

দু'জনেরই দুটো আয়না পছন্দ হয়েছে।

মহিলারা চলে যাবার পর খেয়াল করল কারিগর, একটা বোতল গায়েব!

হ্যাঁ, হুররেমই নিয়েছে বোতলটা।

এক রাতে, সবাই যখন ঘুমে, চুপিসারে ঢুকল ও ওর পুরানো জায়গায়— হেরেমে।

তারপর পা টিপে-টিপে গুলনিহালের ঘরে।

সুলতানের শয্যাসঙ্গী হবার পর থেকে মর্যাদা বেড়েছে হুররেমের বান্ধবীর, আলাদা ব্যবস্থা হয়েছে। এখন ওর সুলতানের খেদমত করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।

যা-ই হোক, চোরের মতো কাউকে জানান না দিয়ে পুরানো বন্ধুর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল হুররেম।

বেহুঁশের মতো ঘুমাচ্ছে গুলনিহাল। হঠাৎ জেগে যাবার সম্ভাবনা নেই।

সলতে কমানো তেলের কুপি জ্বলছে ঘরে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল হুররেম ড্রেসিং টেবিলটার কাছে।

লম্বাটে আয়নাটার সামনে প্রসাধনীর সমাহার।

ভালো করে খেয়াল করে নির্দিষ্ট একটা বোতল উঠিয়ে নিল ও সেখান থেকে।

BanglaBook.org

মুখে লাগাবার তরল প্রসাধনী রয়েছে ওর ভিতরে।

অন্য একটা বোতল দিয়ে বদলে দিল সেটা।

নতুন বোতলটাতে ভরেছে আয়নাঘর থেকে চুরি করে আনা অ্যাসিড।

আগেই করেছে কাজটা, একই ধরনের খালি একটা বোতল জোগাড় করে।

উদ্দেশ্য হাসিল করে নিরাপদেই বেরিয়ে যেতে পারল 'সে। কিচ্ছুটি জানতে পারল না কেউ।

ফল এল শিগগিরই।

তরল আগুনে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেল গুলনিহালের চেহারা।

ওর রাশান সৌন্দর্য এখন অতীত।

বিনাশী ওই আগুন চোখের জ্যোতিও কেড়ে নিয়েছে মেয়েটার, অন্ধ হয়ে গেছে গুলনিহাল।

কী দোষ ছিল ওর?

ইব্রাহিম পারগালির নোংরা খেলার শিকার হয়ে আজ ওর এই অবস্থা।

সারা জীবন বেঁচে থাকতে হবে দগদগে অভিশাপ নিয়ে।

BanglaBook.org

তেপ্পান্ন

'ছেলে পেয়ে গেছি! সুযোগ্য পাত্র পেয়ে গেছি আমি!'

তর সয়নি রাজমাতার, ছেলেকে সুসংবাদটা জানাতে ছুটে

চলে এসেছেন তিনি।

কাজ-টাজ ফেলে উঠে এলেন সুলেমান।

'বলো কী, আম্মা! এত তাড়াতাড়ি!'

'হ্যাঁ, বেটা। ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে...

'ছেলেটা কে, আম্মা? আমি চিনি?'

'অবশ্যই চিনিস।'

'আচ্ছা! দেখতে কেমন, বলো তো!' খেলা-খেলা এক ধরনের মজা পাচ্ছেন সুলেমান। 'চেহারাটা কেমন?'

'খুবই সুন্দর। সুদর্শন... সুপুরুষ...'

'নিজে দেখে বলছ, নাকি কারও কাছ থেকে শুনেছ?'

'নিজেই দেখেছি আমি। ছেলেটা প্রাসাদেই আছে এখন।'

'এই প্রাসাদে! তুমি দেখছি, আম্মা, একের পর এক চমকই দিয়ে চলেছ! আর কী-কী আছে তোমার থলেতে?'

'গুণের খবর। ...বিস্তর পড়াশোনা করেছে ছেলেটা। বুদ্ধিরও কমতি নেই... নম্র... ভদ্র...'

'মনে তো হচ্ছে, সোনার টুকরো ছেলে।' হাতে চাঁদ পেয়েছেন যেন সুলেমান। 'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' কী একটা সন্দেহে হালকা কুঁচকে উঠল ওঁর কপাল। 'ইব্রাহিমের কথা বলছ না তো তুমি?'

BanglaBook.org

সে-দিনকার মতো হাতের লেখার কাজটা শেষ করেছে মুস্তফা। ফুঁ-উ-স করে শ্বাস ছাড়ল, যেন অনেক পরিশ্রম হয়েছে।

কলমটা রেখে দিল ও রুপোর দোয়াতের মধ্যে।

'দেখি, কেমন লিখেছ!' খাতাটা চাইল তরুণ শিক্ষক। '...বাহ, একটাও ভুল নেই। তবে তো পুরস্কার পাওনা হয় তোমার। ...বলো দেখি, কী পুরস্কার চাও তুমি!'

'গল্প শুনব, ওস্তাদ।'

‘গল্প? ঠিক আছে, শোনাব। কীসের গল্প শুনবে তুমি?’

‘উম...’ থুতনি ধরে ভাবুকের ভাব নিল মুস্তফা। ‘আকাশের তারাদের গল্প... না-না! পানির নিচের মাছেদের গল্প...’

‘মাছের গল্প শুনতে চাও? ঠিক আছে। ইউনুস নবীর গল্পটা বলি তা হলে... শুনেছ?’

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল মুস্তফা।

‘তবে শোনো...’

‘আরে, না-না! ইব্রাহিম হতে যাবে কেন? আছেটা কী ওই ছেলের? বংশ-পরিচয়ের ঠিক নেই কোনও...’

‘যাক, বাবা, বাঁচলাম। কে তা হলে, আম্মা? জানতে আর তর সইছে না আমার।’

‘মুস্তফার ওস্তাদ, মাহমেদ জেলেবি,’ রহস্যটা ফাঁস করলেন সুলতানের আম্মা।

‘মানে... মক্তবে পড়ান যিনি?’

‘হ্যাঁ। ওকেই আমার পছন্দ। উজিরে আজম পিয়ি মাহমেদ পাশার এক মাত্র ছেলে। ভালো বংশ... মিশরে পড়াশোনা করেছে...’

‘সে-সব আমি জানি, আম্মা।’

চুপ থেকে কী যেন ভাবলেন সুলেমান।

নাহ, আম্মার পছন্দের তারিফ করতেই হয়। ঘরেই ছিল পাত্র, অথচ চোখেই পড়ল না তাঁর!

হাফিজারও নিশ্চয়ই পছন্দ হবে হবু স্বামীকে।

BanglaBook.org

চুয়ান্ন

বিয়ের খবরটা শোনা মাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছে হাফিজা— যাকে বলে, শয্যাশায়ী।

প্রথমে জ্বর— উত্তরোত্তর বাড়লই সেটা, জ্বরের ঘোরে পুরো অচেতন হয়ে পড়ল মেয়েটা। প্রলাপ বকতে লাগল সময়ে-সময়ে।

এ-দিকে আবার তুষারপাতের কারণে ঠাণ্ডা লেগে বসে গেছে বুকে।

কাশছে অবিরত যক্ষ্মা রোগীর মতো।

শ্বাসকষ্টও শুরু হয়েছে।

প্রায় মরো-মরো অবস্থা।

জলপট্টি, ওষুধ-পথ্য— সবই চলছে, কিন্তু সুস্থ হবার লক্ষণ নেই।

নানান সূত্র থেকে প্রাসাদের সব খবরই যায় ইব্রাহিম পারগালির কানে। হাফিজার খবরটাও পেল সুমবুল আগার কাছ থেকে।

ভিতর-বাড়ির দৈনন্দিন খবরাখবর জানাবার এক পর্যায়ে দিল খোজা দুঃসংবাদটা।

শুনে ইব্রাহিম সুমবুলকে এই মারে তো, সেই মারে।

এতক্ষণে বলছে লোকটা এ কথা!

সুমবুল আগা তো পুরো বেকুব। মাথায়ই খেলছে না ওর,

BanglaBook.org

শাহজাদী-প্রসঙ্গে আচমকা এমন 'মতিভ্রম' হলো কেন গ্রিক সচিবের।'

এই গণ্ডগোলের মাঝে গিয়ে হাজির হলেন সুলেমান।

'হাফিজার কথা শুনলাম বলে মনে হলো? ওর কী ব্যাপার?'

সুলতান জানেন না কিছু। জানানো হয়নি তাঁকে।

'জাঁহাপনা,' বলবার দায়িত্ব নিল ইব্রাহিম। 'এই মাত্র জানতে পারলাম, হাফিজা সুলতান খুবই অসুস্থ। জ্বর, কাশি...'

'এক্ষুণি যাচ্ছি দেখতে...'

রওনা হয়ে গেলেন সুলেমান।

খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো ছটফট করতে লাগল ইব্রাহিম পারগালি। আহা, সে-ও যদি দেখতে পারত এক নজর ওর হৃদয়ের সুলতানাকে।

রোগে ভুগে না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা!

উপায় নেই।

হাফিজা সুলতানকে দেখতে এসেছে হুররেম।

কামরায় তখন গুলফাম, মাহি আর জনা কয়েক দাসী।

দরজা খুলবার শব্দ হতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাহিদেভরান।

প্রাণের শত্রুকে দেখে সরু হয়ে এল ওর চোখ দুটো।

অনেক দিন দেখা নেই। কিন্তু বিদ্বেষ ভোলেনি মেয়েটা।

পাত্তাই দিল না ওকে হুররেম। সোজা গিয়ে বসল রোগিণীর শিয়রে। ভিজে পট্টি সরিয়ে হাত রাখল হাফিজার তপ্ত কপালে।

তখনও অচেতন অবস্থা সুলতানের বোনের। চেহারা বেদানার মতো লাল।

'ইস!' আক্ষেপ প্রকাশ করল মেহমেদের মা। 'শরীর দিয়ে তো আগুনের হলকা বেরোচ্ছে!'

গুলফামের দিকে চাইল ও। 'পট্টিতে কাজ হবে না। বরফ

BanglaBook.org

লাগবে।'

তাকাল দরজাটার দিকে। 'অ্যাই, মেয়ে, যাও তো! কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে এসো।'

যাকে বলা হয়েছে, দ্বিধায় ভুগছে সে। যাবে, কি যাবে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সাহায্যের আশায় তাকাল মাহিদেভরানের দিকে।

কিন্তু মাহির চোখেও দ্বিধা।

'কী হলো! দাঁড়িয়ে আছ কেন?' চোখ গরম করে বলল হুররেম। 'যাও!'

মেয়েটা ভাবল, আদেশ পালন করাই বোধ হয় সব দিক থেকে ভালো হবে।

কিন্তু যাবার জন্য পা বাড়াতে গিয়েই এল বাধা।

'কোথায় যাচ্ছিস!' তীব্র স্বরে বলল মাহিদেভরান। 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক!'

মাহির চোখে অগ্নিদৃষ্টি রাখল হুররেম।

'ও আমার নিজের বাঁদি!' আপত্তির কারণটা জানিয়ে দিল মুস্তফার আম্মা।

উসখুস করছে গুলফাম। দুই সুলতানার শীতল যুদ্ধের মাঝে পড়ে জান খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর।

পালাতে পারলে হতো!

BanglaBook.org

হুররেম যে-সময় হাফিজার ঘরে, তখন দলেবলে নাতিকে দেখতে গিয়েছেন হাফসা।

'ঘুম কেমন হচ্ছে বাচ্চার?' আয়া মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল দলের সঙ্গে আসা হেকিম সাহেবা। মেহমেদকে পরীক্ষা করে দেখছে মহিলা।

বাচ্চা ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়ছে, আর গোল্লা-গোল্লা চোখ মেলে

দেখছে চেয়ে।

'ঘুম ভালোই হচ্ছে, হেকিম সাহেবা,' অনুচ্চ স্বরে বলল আয়া। 'কিন্তু মাঝে-মধ্যেই বমি করছে।'

'বমি করছে!' চিন্তিত হলেন হাফসা। 'হেকিম সাহেবা, ভালো করে দেখো তো আমার নাতিকে!'

কেউ যাতে ওর অপরাধ না নেন, সে-জন্য বলল মেয়েটা, 'দিনরাত্তির খেয়াল রাখছি আমি ছোট্ট শাহজাদার দিকে... তার পরও যে কেন...'

পরীক্ষা শেষ করেছে চিকিৎসক মহিলা। ভরসার হাসি তার মুখে।

'দেখলাম। ভয়ের কিছুই নেই, বেগম সাহেবা।'

'কিন্তু বমি! বার-বার বমি করাটা কি ভালো লক্ষণ?'

'হজমের গোলমাল থেকে হতে পারে এমন...'

'হজমের গোলমাল?' দায়ার দিকে তাকালেন মেহমেদের দাদি। 'ও তো এখন মায়ের দুধ ছাড়া কিছুই খায় না। তা হলে কি ধরে নেব, দুধ নিয়েই সমস্যা?'

'হতেও পারে, বেগম সাহেবা,' সম্ভাবনার কথা জানাল চিকিৎসক।

'এমন হলে তো চলবে না!' অসমর্থন সূচক মাথা নাড়ছেন হাফসা। 'বংশের বাতি ও। ওর আরও যত্ন দরকার। ...দায়া!'

'জি, বেগম সাহেবা!'

'অবিলম্বে দাই-মা ঠিক করো আমার নাতিটার জন্যে। ...আফসোস, হুররেমের সাথে আর থাকা হবে না বাচ্চাটার।'

গভীর রাত।

হাফিজার ঘরে একাকী নির্ঘুম মাহিদেভরান।

এমনিতেও ঘুম আসছে না ওর। বসে-বসে চিন্তা করছে

BanglaBook.org

আকাশ-পাতাল।

'ইব্রাহিম... আহ...'

চিন্তার জাল ছিন্ন হলো মাহির।

হাফিজার বোধ হয় চেতনা ফিরছে।

রোগাক্রান্ত মেয়েটার উপরে ঝুঁকে এল ও। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়।

'হাফিজা... হাফিজা... এই তো আমি... খারাপ লাগছে খুব?'

'ইব্রাহিম... তুমি কোথায়...' ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকছে হাফিজা।

ইব্রাহিম!

ভীষণ চমকে গেল মাহিদেভরান।

ইব্রাহিমের নাম নিচ্ছে!

তার মানে... তার মানে... ও কি...

ভাবতে গিয়ে ভয় পেল মেয়েটা।

ঘটনা সত্যি হলে...

'মেহ-মেদ! আম্মু এসে গেছে! ...দুঃখিত, বাবা, আসতে একটু দেরি হয়ে গেল! খিদে পেয়েছে?'

বলতে-বলতে নিজ কামরায় ঢুকল হুররেম। দোলনার দিকে এগোচ্ছে।

কিন্তু মাঝপথেই থেমে যেতে হলো ওকে।

খাটিয়াটা খালি।

অপরাধী মুখ করে এগোতে থাকা আয়ার দিকে তাকাল মা।

মেয়েটার কোলেও নেই।

বিছানাতে খুঁজল চোখ।

নেই সেখানেও।

'মেহমেদ কোথায়?' আয়ার কাছে জানতে চাইল হুররেম।

BanglaBook.org

'কোথায় রেখেছিস ওকে?'

'নেই, সুলতানা...' বলতে গিয়ে বুকটা কেঁপে গেল আয়ার। হুররেমকে খুব ভয় পায় মেয়েটা।

'নেই মানে? কোথায় আছে?'

'জানি না আমি, সুলতানা! ওঁরা নিয়ে গেছে ওকে...'

'কে নিয়ে গেছে?' চিৎকার করে বলল হুররেম। 'কে নিয়ে গেল আমার মেহমেদকে? কোথায় নিয়ে গেছে?'

'বেগম সাহেবা...'

'কী বেগম সাহেবা?'

'শাহজাদাকে নিয়ে গেছেন উনি...'

'কেন! কেন নিয়ে গেলেন?' ছেলের অমঙ্গল-চিন্তায় লাফাচ্ছে হুররেমের হৃৎপিণ্ডটা। 'বল, কেন নিয়ে গেলেন আমার ছেলেকে?'

'হেকিম সাহেবাও এসেছিলেন ওনার সাথে... তিনি বললেন যে, মায়ের দুধ সহ্য হচ্ছে না বাচ্চার... তখন... বেগম সাহেবা নিয়ে যেতে বললেন আপনার বাচ্চাকে...'

'গেলি কেন তুই! বল তুই, গেলি কেন!' উন্মাদের মতো ঝাঁকাতে লাগল হুররেম মেয়েটাকে।

'আমি যাইনি তো!' আত্মরক্ষার চেষ্টায় বলল আয়া। 'দায়া হাতুন...'

ভীষণ জোরে ধাক্কা দিল হুররেম মেয়েটাকে।

চিনা মাটির একটা ফুলদানির উপরে গিয়ে পড়ল আয়া।

মাটিতে পড়ে চৌচির হলো ফুলদানি।

ছেলের খোঁজে ছুটে বেরিয়ে গেছে হুররেম।

যা ভেবেছিল, তা-ই।

রাজমাতা হাফসা সুলতানের কামরাতেই পাওয়া গেল ওর বুকের মানিককে।

BanglaBook.org

পাগলির মতো আলুথালু বেশে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো হুররেম।

অবাক বিস্ময়ে দেখল, অচেনা এক মহিলার বুকে মুখ গুঁজে রয়েছে ছোট্ট মেহমেদ। স্তনের বোঁটা চুষছে চুক-চুক করে।

যার দুধ পান করছে, সে যে ওর মা নয়, সেই বোধ এখনও জন্মায়নি দুধের শিশুটির। খিদের রাজ্যে সবই সমান বাচ্চাটার কাছে।

ঘরের মধ্যে কোনও পুরুষ নেই। সে-জন্য বুকে কাপড় দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি মহিলা। কামিজের একটা পাশ উন্মুক্ত করে দুধ পান করাচ্ছে কোনও রকম জড়তা ছাড়াই।

বাচ্চা আর অচেনা নারীটি— দু'জনকেই প্রশান্ত দেখাচ্ছে বেশ।

ঘরের আর-সবাই পালন করছে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা, নিশ্চুপ থেকে প্রত্যক্ষ করছে পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর দৃশ্যটা।

হুররেমের প্রবেশে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না স্তন্যদাত্রীর মধ্যে। তাকাল না পর্যন্ত চোখ তুলে।

এমন কী রাজমাতাও অগ্রাহ্য করছেন ওর নাটকীয় ঝোড়ো উপস্থিতি।

কেবল দায়া বিপন্ন দৃষ্টিতে একবার মা, আর একবার শাশুড়ির দিকে চাইছে।

'আমার বাচ্চা!' আকুল হয়ে সন্তানের দিকে ছুটে গেল হুররেম। 'কী করছেন আপনারা আমার বাচ্চাকে?'

'হুশ্‌শ্‌শ্‌!' হাতের ছড়ি দিয়ে বাধা দিল ওকে দায়া। 'বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে। চিল্লাচিল্লি করে জাগিয়ে দিয়েন না ওকে।'

শাহজাদার মা হবার পর থেকে হুররেমকে 'আপনি' সম্বোধন করছে দায়া।

'কিন্তু আমার বাচ্চা!' যে-কোনও মুহূর্তে কেঁদে ফেলবে

BanglaBook.org

হুররেম। 'আমার সোনা-মানিককে কেন দুধ খাওয়াচ্ছ ও?' অভিযোগের তর্জনি তুলল মহিলার দিকে।

স্নায়ুর উপরে ভালোই দখল বয়স্ক নারীটির। কোনও রকম কৌতূহল ছাড়াই দেখছে এ নাটক, অনুভূতির তারতম্য নেই চেহারায়।

'বাচ্চার ভালোর জন্যেই খাওয়াচ্ছে,' একটি মাত্র বাক্যে ব্যাখ্যা শেষ করল দায়া।

'কিন্তু আমি ওর মা...' কাকে নালিশ জানাবে, বুঝে উঠতে পারছে না হুররেম। 'আমি থাকতে...'

'মনে নেই, সুলতানা, বিষ দেয়া হয়েছিল আপনাকে?'

কান্না-কান্না ভাবটা উবে গেল হুররেমের চেহারা থেকে। 'তো?'

'হেকিম সাহেবা বলেছেন, সেই বিষের প্রভাব এখনও রয়ে গেছে আপনার শরীরে। সে-কারণেই মায়ের দুধ খেয়ে বমি করছে বাচ্চা...'

'মিথ্যে বলেছে!' দায়ার সতর্কবাণী ভুলে ফের চেঁচিয়ে উঠল হুররেম। 'সব মিথ্যে! সব ষড়যন্ত্র! আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে ষড়যন্ত্র করছেন আপনারা সবাই মিলে!'

'দেখুন, সুলতানা,' ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে দায়ার। 'কথা বেশি বাড়াচ্ছেন আপনি! আমরা—'

'দিয়ে দিন! দিয়ে দিন আমার বাচ্চাকে!' দায়াকে ঠেলে সামনে এগোতে সচেষ্ট হলো হুররেম। 'এই যে, বেটি, দুধ খাওয়ানো বন্ধ করেন!'

'কেমন মা তুমি!' আর থাকতে পারলেন না হাফসা। 'বাচ্চার ভালো চাও না!'

'আম্মা! আম্মা, ও—'

BanglaBook.org

'মেহমেদের ভালোর জন্যেই আনা হয়েছে ওকে... দাই। এখন থেকে এর দুধই খাবে আমার নাতি। তোমার দুধ ওর জন্যে হারাম!'

'না-আ!' সরোষে বলল হুররেম। 'আমি মানি না এটা! আমার বাচ্চা অন্য কারও দুধে মুখ দিতে পারে না! এটা অন্যায়! অন্যায় করা হচ্ছে আমাদের সাথে!'

'চুপ করো! আর একটা কথাও বলবে না! যাও! বেরিয়ে যাও বলছি এখান থেকে!' মক্ষিরানির দিকে চোখ-নির্দেশ দিলেন হাফসা। 'এহ! অটোমান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বংশধরকে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই আমাদের, আর উনি এসেছেন মাতব্বরি মারাতে! ন্যায়-অন্যায় শেখাচ্ছেন আমাদের! দায়া, যাও তো... নিয়ে যাও এই মেয়েটাকে! বাচ্চাকে বিরক্ত করছে ও!'

'আসুন! আসুন আমার সাথে!' বাচ্চার মাকে দরজার দিকে টানতে লাগল দায়া।

দাই-মহিলার দৃষ্টিটা এখন ভাবলেশহীন নয়। অসহায় এক মায়ের জন্য মায়া থই-থই করছে সেখানে। নিয়োগ-কর্ত্রীর দিকে চাইল সে একবার।

কামরা থেকে বের করে দেয়া হলো হুররেমকে।

বাচ্চা জেগে গেছে। ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদছে তারস্বরে।

কোলে নেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল হুররেম।

কিন্তু ওর অনুনয় ভরা চোখের সামনে লাগিয়ে দেয়া হলো দরজা। হুড়কো লাগিয়ে দিল দায়া ভিতর থেকে।

কাঁদছে হুররেম।

কাঁদতে-কাঁদতে বসে পড়ল সেখানেই।

সব হারানোর অনুভূতি ওর সমস্ত বুকটা জুড়ে।

BanglaBook.org

পঞ্চান্ন

চলুন, আবার যাওয়া যাক বুদিন প্রাসাদে।

'যা শুনলাম, তা কি সত্যি?' নিজের ডান হাত আন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন রাজা লুই।

'নিশ্চিত হয়েছি আমরা। কোনও ভুল নেই তথ্যে।'

'নৌ-সেনাদের নিয়ে জোট করছে... তার মানে, এ-বারের লক্ষ্য আমরা নই... সমুদ্র-অভিযানের পাঁয়তারা করছে হারামজাদা সুলেমানটা!'

'একদম।'

'শালা মূর্খ! মহা মূর্খ লোকটা!' মুঠো পাকালেন লুই। 'মাথায় কোনও একটা পোকা ঢুকলেই হলো, যতক্ষণ না বেরোচ্ছে ওটা, লাফালাফি করতেই থাকে!'

'কিন্তু, মহানুভব, এই করেই তো রাজ্যটা করায়ত্ত করে নিল আমাদের!'

'এর মূল্য দিতে হবে অটোমানদের!' রাগের মাথায় কিল বসালেন রাজা সিংহাসনের হাতলে। ক্ষতটা খুঁচিয়ে তোলায় ত্যক্ত-বিরক্ত সহকারীর উপরে। 'সুলেমানের প্রাসাদে বানের পানির মতো ঢুকে পড়ব আমরা! ব্যাটার বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দেব আমূল!'

কর জোড়া এক করে দাঁড়িয়ে আছে আন্দ্রে। মনে-মনে হাসল করুণার হাসি।

BanglaBook.org

দিবাস্বপ্ন দেখছেন সম্রাট!

'বিশ্বাস হচ্ছে না, না?' ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সম্রাটের।

কী বলবে! নীরব থাকাই শ্রেয়তর মনে হলো আন্দ্রের কাছে।

'এক্ষুণি বিশ্বাস করাচ্ছি তোমাকে।' বিরক্তির ছাপটা সম্পূর্ণ উবে গেল সম্রাট লুই-এর চেহারা থেকে। 'বুঝলে, হে, হারামিটার একটা দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'কী সেটা, সম্রাট?' তেমন আগ্রহী দেখাচ্ছে না সহকারী আন্দ্রেকে।

'মেয়ে-মানুষ।'

এ-বারে আগ্রহ পেল ডান হাত।

'হ্যাঁ... এটা একটা দুর্বলতা বটে!'

'অবশ্যই দুর্বলতা!' নিজেই নিজের বক্তব্যকে জোর দিয়ে সমর্থন করলেন রাজা লুই। 'এবং বেশ ভালো দুর্বলতা।'

অস্বীকার করতে পারল না আন্দ্রে। ষড় রিপুর প্রথমটাই তো নারী-মাংসের লোভ— কাম।

'ওর এই অভ্যাসটাকেই কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছি আমি ওর বিরুদ্ধে।'

'সেটা কীভাবে?' জিন্দেগিতে এই প্রথম শ্রদ্ধা অনুভব করছে আন্দ্রে ওর মান্যবরের প্রতি।

'আমাদেরই কাউকে ঢুকিয়ে দেব ওই লুচ্চা সুলেমানের হেরেমে।'

'চমৎকার পরিকল্পনা!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল সম্রাটের ডান হাত। 'চমৎকার বুদ্ধি বের করেছেন!'

প্রশংসায় গলে গেলেন লুই।

'তা, সে-রকম কাউকে কি খুঁজে পেয়েছেন? নাকি কাজে লেগে যেতে বলছেন আমাদের?'

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ওকে লুই। সুফি দরবেশের মতো

BanglaBook.org

আধ্যাত্মিক হাসি ওঁর ঠোঁটে।

'খুঁজতে হবে না! অস্ত্র তৈরিই আছে! ...ভিকটোরিয়া!' বাইরের কারও উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন তিনি।

আপাদমস্তক শোকের কালো পোশাকে মোড়া যে-মেয়েটি লঘু পায়ে হেঁটে এসে নত হলো সম্রাটের সামনে, তাকে দেখে চমকে গেল আন্দ্রে।

'এই যে, ভিকটোরিয়া,' গর্বের হাসি মুখে বিস্তৃত করে নিজের আবিষ্কারটিকে সহকারীর সামনে পেশ করলেন সম্রাট।

'কিন্তু... ও তো... উনি তো...' কথা আটকে যাচ্ছে আন্দ্রের।

'হ্যাঁ, আন্দ্রে। ও-ই আমাদের সুঁই, আমাদের হাতিয়ার। বদলা নেয়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। ওর মাধ্যমেই অটোমান প্রাসাদে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোব আমরা!'

দরাজ গলায় হেসে উঠলেন সম্রাট।

'এই ভিকটোরিয়াই হবে আমাদের ভিকটরি!'

মুখটা হাঁ হয়ে গেছে আন্দ্রের। পানি থেকে তোলা মাছের মতো খাবি খেল বার কয়েক।

কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না কাউন্ট এরিয়েলের সুন্দরী, বিধবা স্ত্রীর উপর থেকে।

BanglaBook.org

এর কয়েক দিন পর।

ছোট এক নৌকা এসে ভিড়ল ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠ ধরে বয়ে যাওয়া বিশাল স্রোতস্বিনীর নির্জন উপকূলে।

'ভিকটর! ভিকটর!' এক মাত্র যাত্রীটির গায়ে হাত দিয়ে ডাকল মাঝি দু'জনের একজন। আদতে ওরা জেলে।

জলের ছলাত-ছল আর পাখিদের অবিশ্রান্ত চিৎকারের মাঝে ঘুম ভাঙল পুরুষের ছদ্মবেশে থাকা ভিকটোরিয়ার।

বিপর্যস্ত চেহারা হয়েছে ওর। সুদীর্ঘ যাত্রার ধকলে ভেঙে

গেছে শরীরটা। গাঁটে-গাঁটে ব্যথা। গ্রীষ্মের খরাপীড়িত মাঠের মতো ঠোঁট ফেটে চৌচির।

পাটাতনের উপরে হাতের ভর রেখে উঠে বসল। জীর্ণ-পুরানো কম্বলটা খসে পড়ল ওর গা থেকে। অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে চারপাশে দেখছে ভিকটোরিয়া।

'এই জায়গার কথাই তো বলেছিলে, তা-ই না?' জানতে চাইল ওকে ডেকে তোলা জেলে।

খরখরে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করছে মেয়েটা। যন্ত্রণায় দপ-দপ করতে থাকা মাথাটা নেড়ে বলল— হ্যাঁ।

নিজের এক মাত্র সম্বল বোঁচকাটা নিয়ে তীরে নামল ভিকটোরিয়া।

সামনে-পিছনে দুই জোড়া বইঠা মারতে-মারতে ফিরে চলল স্থানীয় জেলেরা।

মাত্র ভোর হয়েছে তখন।

BanglaBook.org

ছাপ্পান্ন

কিছু দূর হেঁটে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভিকটোরিয়া রাস্তার ধারে গাদা করে রাখা কয়েকটা চটের বস্তার উপরে।

নরম কীসে জানি ভর্তি ছিল মুখ সেলাই করা প্রমাণ সাইজের থলেগুলো।

ঝুড়ি-টুড়ি, আরও অনেক কিছু পড়ে রয়েছে আশপাশে।

ঘুম টুটে গেল কারও বাজখাঁই স্বরে।

'ওই, পোলা... ওই...' এক নাগাড়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে লোকটা, কেয়ামত আসন্ন যেন।

ঠেলার চোটে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল ভিকটোরিয়া, বস্তার গায়ে খাবলা মেরে ঠেকাল পতন।

'ওঠ, পোলা! এগুলো তো আমার জিনিস!' শেষ একটা ঠেলা মেরে জিনিসগুলোর মালিকানা বুঝিয়ে দিল লোকটা ষাঁড়ের মতো হেঁড়ে গলায়। 'লাটসায়েবের মতন ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমাচ্ছিস যে বড়! কে জানে, বাবা, ভর্তাই করে ফেললি কি না ভিতরের মাল!'

যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, এমনি ভাবে উঠে বসল ভিকটোরিয়া চোখে আতঙ্ক নিয়ে।

হোঁতকা মোটা এক লোক, নিজেই একটা ময়দার বস্তা, জোসের সঙ্গে চালাচ্ছে মুখ।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচকিত হলো মেয়েটা।

দেখে মনে হচ্ছে— বাজার; পাইকারি মালামাল মজুত করা হয় এখানে।

জন-মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

কিন্তু কেউই ওকে লক্ষ করছে না দেখে স্বস্তি ফিরে এল ভিকটোরিয়ার মনে।

তবে সেটা সামান্য সময়ের জন্য। ময়দার বস্তার দিকে খেয়াল হতে দেখল, কোমরে দু'হাত রেখে হাঁ করে আছে চর্বির ডিপো। চিড়িয়াখানার জন্তু দেখছে যেন।

'আরে, এই, লাটসায়েবের পোলা!' দম ফিরে পেল বস্তার মালিক। 'নামবি না নাকি? ...ওঠ, ওঠ, তাড়াতাড়ি ওঠ! জোহরের আগেই পৌঁছে দিতে হবে এগুলো! জলদি করে হাত লাগা!'

'আমি!'

'তবে আর কাকে বলছি!' চরম বিস্ময় দেখা যাচ্ছে

BanglaBook.org

পাইকারের চোখে-মুখে। 'এ যে দেখছি, সত্যিই লাটসায়েবের পোলা! ...তোল, বলছি, এগুলো! এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক!'

'আমি পারব না!' উদোর বস্তা বুধোর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে দেখে ইজ্জতে লাগল ভিকটোরিয়ার। ওকে কুলি মনে করছে নাকি লোকটা?

'পারবি না মানে?' খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়িতে ভরা চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল এক নিমেষে। 'লাটসায়েবের পোলা! কিন্তু আমিও সহজ মাল না! অল্পের উপর দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিলাম তোকে! রাতভর আমার মালসামানের উপর গড়াগড়ি খেয়েছিস তুই! ...হ্যাট! তোল, বলছি!'

নিজের খচ্চরকে শাসন করছে যেন লোকটা, তেড়িবেড়ি করলে লাঠির বাড়ি পড়বে পাছায়।

একটা বস্তার উপর ঝুঁকে পড়ল ভিকটোরিয়া।

জান বাঁচানো ফরজ।

ভোগান্তি দিয়ে আরম্ভ হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এক সময় ঠিকই পৌঁছে গেল ভিকটোরিয়া।

ইস্তাম্বুলের জনাকীর্ণ বাজারে ঘুরছিল একজন ইব্রাহিম।

ছদ্মবেশ নিয়েছে সে।

কর্দমাক্ত জুতো।

কাঁধে ঝোলা।

মেলায় হারিয়ে যাওয়া বালকের মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দু'চোখে। চারপাশ থেকে আসা হাঁকডাকের মাঝে স্খলিত চরণে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

দেখতে পেয়ে ডাকল এক দোকানী।

BanglaBook.org

ডাকাতের মতো গোঁফ লোকটার।

'আসুন, সাহেব... এ-দিকে আসুন...'

হারানো মানিক খুঁজে পেয়েছে যেন, এমন দৃষ্টি ফুটে উঠল ছদ্মবেশী যুবকের চোখ জোড়ায়।

দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

'বলুন, সাহেব... কী লাগবে...'

'...কাপড়... কিনব...'

'এক্কেবারে ঠিক জায়গাতেই এসে গেছেন তা হলে,' নিজের ঢোল পেটাল ঝানু ব্যবসায়ী। 'তা, কী ধরনের কাপড় চান, সাহেব?'

কাপড়ের গাঁটরির দিকে তাকাল ইব্রাহিম। দ্বিধান্বিত যেন। তারপর সহসাই যেন খুঁজে পেল উত্তর। '...সিল্ক! সিল্কের কাপড় দেখান...'

'কী রঙের সিল্ক চান, বলুন! বাজারের সেরা সিল্ক এক মাত্র আমার দোকানেই পাবেন,' ঢোল পেটাবার আরেকটা মওকা পেয়ে হেলায় হারাল না কাপড়-ব্যবসায়ী।

টান মেরে স্তূপ থেকে বের করল কয়েক রঙের কাপড়। ভাঁজ খুলে মেলে ধরল ক্রেতার সামনে।

'দেখুন, সাহেব... কত চান, বলুন! সব রকম রঙই দেখাতে পারব আপনাকে... টেকসই... এক্কেবারে আসল মাল...'

বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে যুবককে। আসলে তো কাপড় কিনতে আসেনি সে। অন্য একটা উদ্দেশ্যে আলাপ জমাতে চাইছে দোকানীর সঙ্গে

'অনভিজ্ঞ' ক্রেতাকে চিনতে বিন্দু মাত্র ভুল হয়নি দোকানদারের। ভাঁজ করা আরেকটা কাপড় টেনে বের করল সে।

'এটা দেখুন, সাহেব,' গোলাপি সিল্কটা মেলে ধরতে-ধরতে বলল। 'এর নাম হচ্ছে "বসরাই গোলাপ" ধরে দেখুন... খুবই

BanglaBook.org

উন্নত মানের কাপড়...'

দোকানদারের দাবির সত্যতা যাচাই করতে কাপড়টা আঙুলে পরখ করছে যুবক। মাথা নেড়ে একমত হলো।

উৎসাহ বেড়ে গেল দোকানীর। 'আর এটা দেখুন... "বসফরাসের নীল" কোন্‌টা চাই আপনার, বলুন না!'

নেবার নিয়ত করে ফেলেছে, এমন চিহ্ন ফুটে উঠল যুবকের মুখের চেহারায়।

'আ...' অস্থির চোখ জোড়া চকিতে দেখে নিল আশপাশটা। 'একটা প্রশ্ন ছিল...'

'জি... জি... বলুন না!'

বিক্রেতার দিকে মাথাটা কাছিয়ে আনল ইব্রাহিম।

ক্রেতা শরম পাচ্ছে বুঝে দোকানীও এগিয়ে দিয়েছে কান।

শব্দ করে ঢোক গিলল "ক্রেতা"। 'মেয়ে-মানুষ কই পাওয়া যাবে, বলবেন?' গোপনে সলা করছে, এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

মুহূর্তে বদলে গেল দোকানীর চেহারা। তোষামুদির ছাপটা সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে গিয়ে রাগ দেখা দিল চোখে।

'ভুল করছেন, সাহেব!' ঝামটে উঠল সে। 'ওই "বাজার" না এটা! ওই জিনিস পাবেন না এখানে...'

'ঠিক আছে! ঠিক আছে!' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দুটো উঠে গেছে যুবকের।

ঠিক এই সময় কাঁধে হাত পড়ায় চমকে গেল।

'এ-দিকে আসুন, সাহেব!' নিজের দিকে টানছে ওকে হাতের মালিক। ঠোঁটে সহৃদয় হাসি।

পরম বন্ধুর মতো এক পাশে টেনে নিয়ে এল লোকটা ইব্রাহিমকে।

'...হ্যাঁ... বলুন এ-বার, সমস্যাটা কী আপনার। ভরা হাটের

BanglaBook.org

মধ্যে মেয়ে খুঁজছেন কেন?'

'কই, না তো!' "লজ্জায় লাল হলো" যুবক।

সবজান্তার দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখল ওকে লোকটা।

'বণিক নাকি আপনি?' বাজিয়ে দেখতে চাইল।

'জি-জি... বণিক।'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

'ক্রিমিয়া।'

'তাজ্জব কি বাত। বণিক-টনিক মনে হয় না আপনাকে দেখে।'

'গরিব মানুষ আমি... আদার ব্যাপারী!'

'হুম, বুঝলাম। তা, কীসের আশায় এসেছেন ইস্তাম্বুলে?'

'আ... কাপড়... তামা...'

উপহাসের হাসি হাসল লোকটা। 'মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নেই বোধ হয়? ...শুনুন, ভাই-সাহেব, একটা কথা জানিয়ে রাখি আপনাকে, কাজে দেবে। আমাদের ইস্তাম্বুলে কোনও বেশ্যালয় নেই। কাজেই, বুঝে-শুনে, কেমন? না হলে, ভাই, আর কিন্তু একটাও মাটিতে পড়বে না!'

'আপনিই ভুল বুঝছেন, ভাই! ওই কাজের জন্যে মেয়ে খুঁজছি না আমি... কাজের মেয়ে লাগবে...'

'ও... তার মানে, থাকবেন এখানে?'

'জি-জি...'

'ভালো। থাকুন। কিন্তু সাবধান!' সবগুলো দাঁত বের করে যুবকের কাঁধ চাপড়ে দিল লোকটা। 'আল্লাহ চাহে তো, আবার দেখা হবে আমাদের।'

'নিশ্চয়ই হবে। ...তা, ভাই-সাহেবের নামটা কী?'

'কামরান আগা। আপনার?'

'আব্রাহাম।'

BanglaBook.org

সন্তুষ্ট ইব্রাহিম। ঠিক ভাবেই চলছে তা হলে শহরটা।

ঘোরাঘুরির এক পর্যায়ে ওর চোখে ধরা পড়ল, পথের পাশে পড়ে আছে একটা মেয়ে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধুঁকছে।

শুরুতে অবশ্য মেয়েটাকে মেয়ে বলে চিনতে পারেনি যুবক।

মেয়েটাই বলল, পুরুষের বদনজর থেকে বাঁচতে ওর এই বেশ। এখন নিরুপায় হয়ে নিজের 'আসল' পরিচয় ফাঁস করতে হচ্ছে।

ভিন দেশি মেয়েটাকে দেখে বড় মায়া হলো ইব্রাহিমের। সুলতান সুলেমানের রাজ্যে কারও এমন দুর্দশা মেনে নেয়া যায় না।

রাস্তা থেকে মেয়েটাকে তুলে আনল ও। পরিচিত এক লোকের বাড়িতে রেখে দান করল নতুন জীবন।

সুস্থ হবার পর ইব্রাহিম পারগালির সুপারিশে ভিকটোরিয়ার স্থান হলো তোপকাপি হেরেমে।

BanglaBook.org

সাতান্ন

প্রায় মরণ-দুয়ার থেকে ফিরে এসে হাফিজা এখন অনেকটাই সুস্থ।

জ্বর সেরে গেছে। ঠাণ্ডাটাও কমতির দিকে। যদিও এখনও বিছানা ছাড়তে মানা করেছে চিকিৎসক।

যদ্দিন বল না ফিরছে শরীরে; চলাফেরা, বাইরে যাওয়া একদম বন্ধ।

শুয়ে-শুয়ে কত কী ভাবে শাহজাদী!

শিশির জমে গড়িয়ে পড়ে বন্ধ জানালার কাচ বেয়ে, সে-দিকে তাকিয়ে থাকে সময়ের হিসাব ভুলে।

কল্পনার চোখে আঙুল দিয়ে কাচের গায়ে নাম লেখে একজনের।

কত দিন হয়ে গেল, চোখের দেখা দেখতে পায়নি প্রিয় মানুষটার!

ভালো আছে তো ইব্রাহিম?

এত কাছে ও, তবু কত দূরে!

হাত বাড়ালেও ছোঁয়া যায় না।

লোকটা কি বুঝতে পারছে, সুস্থ হয়ে উঠলেও আসলে সে-দিনই মৃত্যু হয়েছে ওর, যখন জানতে পারল, পরিবারের সদস্যরা তোড়জোর করছে ওর বিয়ের।

আর কিছু দিনের মধ্যেই আবারও যুদ্ধে রওনা হবেন ওর ভাই। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরলেই হয়ে যাবে বিয়েটা।

তবে ভাইজানের একান্ত ইচ্ছা— তুর্কি ছাড়বার আগেই সম্পন্ন হয়ে যাক বাগদানের ঝুটঝামেলা।

কিছুই না... কিচ্ছু করবার নেই হাফিজার। চুপচাপ শুধু চোখের পানি ফেলা ছাড়া।

শাহজাদী ও, নিয়ম-শৃঙ্খলার ঘেরাটোপে বন্দি। পরিবারের মতের বাইরে যেতে পারবে না কোনও দিন নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে।

'সুপ্রভাত, শাহজাদী!'

BanglaBook.org

অসুখ হয়ে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে হাফিজার। দিনের বেশির ভাগটা সময় ঘুমিয়েই কাটে ওর।

তার পরেও সকাল বেলায় কাউকে-না-কাউকে আসতে হয় ঘুম ভাঙাতে।

সাধারণত গুলফামই করে কাজটা।

সকালটা খুব সুন্দর আজকে। মিঠে রোদ খেলা করছে বাইরে।

শীত প্রায় শেষ।

লালচে-সোনালি এক ধরনের আভায় ভরে আছে হাফিজার কামরাটা।

ননদের কাছে নয়, জানালার দিকে হেঁটে গেল গুলফাম।

এক-একটা দিন আসে, কোনও কারণ ছাড়াই যে-দিন চনমনে হয়ে থাকে মনটা।

সে-রকমই একটা দিন আজকে।

জানালার সবগুলো পরদা সরিয়ে দিল গুলফাম।

লালচে ভাবটা কেটে গেল ঘর থেকে। কামরা জুড়ে এখন সোনা-রোদের ইকড়ি-মিকড়ি।

শার্সি উন্মুক্ত করে দিতেই বসফরাস থেকে আসা তাজা হাওয়া ঢুকে পড়ল অপ্রতিরোধ্য সৈন্যের মতো।

'আহ!' বুক ভর্তি করে টেনে নেয়া নোনা হাওয়া শব্দ করে ছাড়ল গুলফাম। মগজের ভিতরটা হয়ে উঠেছে আরও সতেজ, আরও সজীব।

জানালা থেকেই চাইল ও হাফিজার বিছানার দিকে।

'শাহজাদী! ওঠো!'

নড়াচড়ার বিন্দু মাত্র লক্ষণ নেই হাফিজা সুলতানের মধ্যে।

মাতৃভাব জেগে উঠল সন্তানহীন গুলফামের অন্তরটাতে।

কাছে গিয়ে ঝাঁকানি না দিলে আর চলছে না। অসুখ হবার

BanglaBook.org

পর থেকে শিশুর মতো হয়ে গেছে মেয়েটা।

'সকাল হয়ে গেছে,' কাছে এসে আরেক বার চেষ্টা করল হাফিজার ভাবী। 'উঠে পড়ো, সোনা!'

চেতনার সাড় নেই তবু।

অনেক রাত করে ঘুমিয়েছে নাকি? খাটের কিনারে বসতে-বসতে ভাবল গুলফাম। ঝুঁকে পড়ে হাত রাখল ঘুমন্ত তরুণীর কাঁধে। মৃদু ঝাঁকুনির সঙ্গে ডাকল, 'হাফিজা, ওঠো! ওঠো, হাফিজা!'

উঠল তো না-ই, একটু সাড়াও দিল না মেয়েটা।

রাজকুমারীর গালে হাত রাখল এ-বারে মহিলা। শিউরে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে।

বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে গা!

চেহারাটা রংহীন। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না!

আবারও কি অসুস্থ হয়ে পড়ছে মেয়েটা?

আরেকটু কাছিয়ে এল গুলফাম। একটু আগের ভালো লাগা ভাবটা আর নেই। সেটার জায়গা নিয়েছে সীমাহীন উদ্বেগ।

গালে চাপড় দিয়ে, জোরে-জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাবার চেষ্টা চালাতে লাগল মহিলা।

আর তখুনি রাজকুমারীর ডান হাতটা খসে পড়ল বিছানার বাইরে।

ভয়ার্ত চোখে দেখল গুলফাম, ছোট্ট একটা শিশি মেয়েটার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেয়।

কিচ্ছু বুঝবার বাকি নেই আর!

'শাহজাদী!' বিকট চিৎকার দিল মহিলা।

BanglaBook.org

আটান্ন

কাজের সময় বাধা পড়লে বিরক্ত হন সুলেমান।

পরবর্তী অভিযানের জন্য গোছগাছ, এক মাত্র বোনের বিয়ের আয়োজন— সব কিছু মিলে নিঃশ্বাস নেবারও ফুরসত নেই এখন তাঁর। কাজেই, হুররেম সুলতানা যখন বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ল ওঁর কাজের ঘরে, গভীর ভাঁজ পড়ল সুলতানের কপালে। জরুরি একটা চিঠি লিখছিলেন, মাঝপথে থামিয়ে দিতে হলো কলম।

'মাফ করবেন, জাঁহাপনা!' বিব্রত ইব্রাহিম। 'আমি অনেক ভাবে ওনাকে বোঝালাম যে, খুবই ব্যস্ত এখন আপনি... কিন্তু উনি...'

বুঝলেন সুলেমান।

দোষটা ওঁর সচিবের নয়। যথাসাধ্য করেছে লোকটা।

মেয়ে-মানুষ বুঝতে না চাইলে কী আর করা!

'ঠিক আছে, ইব্রাহিম,' অতটা গুরুত্ব দিলেন না সুলেমান। চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে তুলে মনোযোগ দিলেন দ্বিতীয় শাহজাদার মায়ের প্রতি।

'কী ব্যাপার, হুররেম? সকাল-সকাল?'

দরজার বাইরে ফিরে গেল ইব্রাহিম।

বিজয়ীর মনোভাব নিয়ে লোকটার বেরিয়ে যাওয়া দেখল

BanglaBook.org

হুররেম সুলতানা।

'জাঁহাপনা!' দরজার কবাট দুটো লেগে গেলে বলল সুলতানা। 'একটা খুশির খবর দিতে এলাম আপনাকে!'

আপাতত দোয়াতে গিয়ে ঠাঁই পেল কলমটা।

'তৃতীয় শাহজাদার বাবা হতে চলেছেন আপনি!' বোমা ফাটাল হুররেম। গর্বে রীতিমতো আকাশে উড়ছে ও। 'হেকিম সাহেবা এসেছিলেন আজকে। লক্ষণ দেখে এই মতই দিলেন তিনি।'

খুব একটা বিস্মিত হলেন না সুলেমান। তবু আনন্দের সংবাদ নিঃসন্দেহে।

উঠে এসে স্ত্রীকে আলিঙ্গনে বাঁধলেন তিনি। কপালে এঁকে দিলেন একটা চুমু।

'উপরঅলা মেহেরবান।'

এটুকুতে সন্তুষ্ট হতে পারল না হুররেম। আরও উচ্ছ্বাস আশা করেছিল ও। দীপ্তি হারাল গর্বিত হাসিটা।

'আপনি খুশি হননি, জাঁহাপনা?'

'কে বলল, হইনি? অবশ্যই খুশি। কিন্তু এখন একটু ব্যস্ত আছি আমি। সে-জন্যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময় দিতে পারছি না তোমাকে।'

হাসিটা এ-বার নিভে গেল পুরোপুরি।

কিন্তু সে-দিকে নজর দেবার সময় কই সুলতানের? কত্ত কাজ পড়ে রয়েছে!

স্ত্রীকে ভাগিয়ে দেবার জন্য বললেন তিনি, 'ঘরে যাও এখন। রাতে কথা হবে।'

হুররেমের মনে হলো, অসাবধানে হাত থেকে পড়ে খান-খান হয়ে গেছে ওর হৃদয়টা। কান্না পাচ্ছে ভীষণ।

এ-দিকে সুলেমানকে অধৈর্য দেখাচ্ছে।

BanglaBook.org

দরজার দিকে ফিরে চলল হুররেম।

হাঁফ ছেড়ে আবার কাজে ফিরে গেলেন সুলেমান।

বেরিয়ে যাবার আগে পিছু ফিরে চাইল একবার মেয়েটা।

কিন্তু সুলতান একবারও তাকালেন না এ-দিকে। পুরোপুরি ডুবে গেছেন কাজে।

কিন্তু বাইরে যখন বেরোল, মুখ দেখে বোঝাই গেল না, প্রত্যাখ্যানে পুড়ে খাক হচ্ছে মেয়েটা।

যাবে কী করে? বাইরে যে অপেক্ষা করছে ওর 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। ওই লোকটার কাছে ছোট হতে পারবে না ও কিছুতেই।

'শুনেছেন,' আনন্দে ভাসতে-ভাসতে বলল ও। 'আরেক জন শাহজাদা আসছে এই প্রাসাদে। আবারও মা হতে চলেছি আমি।'

'অভিনন্দন,' নিরস গলায় বলল ইব্রাহিম। সম্বোধনের ধার ধারল না।

'চলি। শাহজাদীকে বাগদানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আসি। আপনিও জানিয়েছেন নিশ্চয়ই?'

রাগে চোখে অন্ধকার দেখল যুবক। কিন্তু বলতে বা করতে পারছে না কিছুই।

মুখ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করল হুররেম। গা জ্বালানো হাসি হেসে চলে গেল সেখান থেকে।

ইব্রাহিম পারগালির ইচ্ছা করল, সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দেয়।

কিন্তু না, শুভেচ্ছা আর জানানো হলো না হুররেমের।

বিষ খেয়েছে শাহজাদী।

যমে-মানুষে টানাটানি চলছে ওকে নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত জয় হলো মানুষেরই।

BanglaBook.org

খোদার চাওয়া নয়, এত অল্প বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিক হাফিজা।

উনষাট

দিন যায়।

হামাগুড়ি দেবার মতো শক্ত-সমর্থ হয়েছে মেহমেদ। আর হয়ে উঠেছে সকলের চোখের মণি।

দেখতে-দেখতে এসে গেল বাগদানের দিনটা।

বরপক্ষের লোকজনে সরগরম হয়ে উঠল তোপকাপি। নৃত্য-গীত, হুল্লোড়ে জমজমাট। রঙ্গ-তামাশার খই ফুটছে সর্বত্র।

অনুষ্ঠানের মধ্যমণি অপূর্ব সাজে সজ্জিত হাফিজা সুলতান। সাক্ষাৎ পরী যেন।

বেশি অলঙ্কার চড়ানো হয়নি ওর গায়ে। গলা আর কানের গয়নাগুলো যেমন-তেমন, বিশেষ ভাবে নকশা করা কপালের ওই টিকলিটাই মূলত কেড়ে নিয়েছে সমস্ত মনোযোগ। আর লাল টকটকে গাউনটা। বিদেশি কারিগর দ্বারা প্রস্তুতকৃত কনের বসন থেকে ঝিলিক মারছে বহুমূল্য রত্নরাজি আর সোনার সুতোর কারচুপি— চোখ জুড়িয়ে দেয়।

একটু পর-পর সৌজন্যের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখতে হচ্ছে হাফিজাকে। কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণেই হারিয়ে যাচ্ছে ও কোথায়।

লোকে ভাবছে, বাপের বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে বলে মন খারাপ

BanglaBook.org

রাজকুমারীর।

কিন্তু যারা জানে, তারা তো জানেই, রাজবধূর মন পড়ে আছে কীসে।

শেহনাইয়ের সুর বিষাদের রাগিণী হয়ে এসেছে মেয়েটার জীবনে।

কর্মী-মৌমাছির মতো অতিথি-আপ্যায়নে ব্যস্ত দাসী-বাঁদিরা।

ভিকটোরিয়াও রয়েছে ওদের মধ্যে।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে দিনে-দিনে একজন হয়ে উঠেছে ও হেরেমের।

এখন অপেক্ষা মোক্ষম সময় আর সুযোগের।

মন বলছে ওর: সেই ক্ষণ খুব বেশি দূরে নয়। শিগগিরই প্রতিশোধের পালা আসবে।

ওই অনুষ্ঠানেই প্রথম বারের মতো সুলতান সুলেমানকে দেখল ভিকটোরিয়া।

দেখা মাত্রই ঠাণ্ডা মেরে গেল বিধবা মেয়েটার সমগ্র সত্তা। চোয়ালে এল কাঠিন্য। এরিয়েলের মরা মুখটা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে।

হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল ওর। ইচ্ছা করছে, এক দৌড়ে গিয়ে গলা টিপে ধরে খুনি ওই বদমাশটার।

কিংবা চাকুর আঘাতে-আঘাতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয় বুকের বাঁ পাশটা।

তারপর কী হবে, পরোয়া করে না। রক্ততৃষ্ণা মিটলে মরেও শান্তি।

কিন্তু তার আগেই যদি মারা পড়ে?

সুলতানের দেহরক্ষীরা সতর্ক নজর রাখছে চারপাশে। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাছির পক্ষেও কিছু করা দুঃসাধ্য।

সব দিক চিন্তা করে তখনকার মতো নিজেকে নিরস্ত করল

BanglaBook.org

ভিকটোরিয়া।

এখন নয়। সময় আরও আসবে।

কিন্তু অন্য কোনও ভাবে কি ক্ষতি করতে পারে না সুলতানের?

নিশ্চয়ই পারে।

ভাঙবার আগে ভালো মতো মচকে দিতে পারে সুলেমানকে।

অর্থাৎ, শরীরের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবার আগে দুর্বল করে দিতে পারে মনটা।

মানসিক চাপে-চাপে পর্যুদস্ত লোকটাকে তখন কাবু করা সহজ হবে।

বড়ই আনন্দের দিন আজ তোপকাপি প্রাসাদে। শুরুটা এই আনন্দোৎসব থেকে হলে কেমন হয়?

অটোমানদের খুশির রোশনাই স্তিমিত হয়ে এলে ওর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

যে-কোনও প্রকারে তুর্কিদের ক্ষতি সাধনই এখন ভিকটোরিয়ার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য।

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে গোটা হল-ঘরে নজর বুলিয়ে পরিস্থিতিটা মনে-মনে পর্যালোচনা করে নিল মেয়েটা।

নাহ, সুবিধা হবে না এখানে। অন্য জায়গা দেখতে হবে।

একটা ছুতো তৈরি করে আলগোছে সটকে পড়ল ও সেখান থেকে।

একটা সম্ভাবনার উদয় হয়েছে ওর মনে।

বাচ্চা ছেলে ভজকট পাকিয়ে বসতে পারে, বেফাঁস কোনও কথা বলে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে কনেপক্ষের লোকজনকে—এটা চিন্তা করে মূল অনুষ্ঠান থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে মেহমেদ আর মুস্তফাকে।

BanglaBook.org

দূরবর্তী এক কামরায় অল্প বয়সী এক আয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে শাহজাদারা।

মুস্তফা আবদার জুড়েছে, গল্প শুনবে।

বাচ্চা ছেলেটার বায়না মেটাতে হচ্ছে তরুণী আয়াকে।

এ কাজে একেবারেই যাচ্ছেতা-ই মেয়েটা। কোত্থেকে এক আজগুবি কাহিনি এনে ফেঁদেছে শাহজাদার সামনে।

কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলে মুস্তফা। ওকে ভুলভাল বোঝানো অত সহজ নয়।

একের পর এক জেরায় নাভিশ্বাস তুলে দিল সে গল্প বলায় অনভিজ্ঞ তরুণীর।

কিছু কইতেও পারছে না, সইতেও পারছে না আয়া। বার-বার চোখ চলে যাচ্ছে ওর দরজার দিকে। কখন অনুষ্ঠান শেষ হবে, কখন নিস্তার মিলবে খুদে 'ইবলিস'-টার হাত থেকে; সেটারই প্রার্থনা।

তলপেটে চাপ অনুভব করায় বাঁচোয়া।

পিশাবের বেগ চেপেছে।

কিছুক্ষণের জন্য অন্তত রেহাই পাওয়া যাবে বাচ্চা দুটোর হাত থেকে।

কিন্তু সমস্যা এখানেও।

সুলতানজাদাদের একা রেখে যাবে?

কেউ যদি এসে পড়ে এর মধ্যে? ফাঁকিবাজির দায় চাপবে না গর্দানে?

কিন্তু না গিয়েও তো উপায় দেখছে না কোনও। অনেক রকম অসুবিধা থাকে মেয়েদের।

বাচ্চার অভিভাবকরা কতক্ষণে ফেরে, কে জানে।

ধারে-কাছে কোনও বাঁদি-টাদি আছে বলেও মনে হচ্ছে না—সাড়া-শব্দ নেই কারও। সে-রকম কাউকে পেলেও হতো। কয়েক

BanglaBook.org

মিনিটের জন্য তার ঘাড়ে গছিয়ে দেয়া যেত সুলতানের ছেলেগুলোকে।

'মুস্তফা, সোনা,' গল্প থামিয়ে বলে উঠল হালিমা। 'একটু বাইরে যাচ্ছি আমি... এক্ষুণি চলে আসব...'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই... একটু কাজ আছে... এক্ষুণি—'

'কী কাজ, বলো না!' নাছোড়বান্দা মুস্তফা।

'জরুরি কাজ, সোনা... যেটা না করলে চলে না...

'বলো আমাকে!' আসলেই ইবলিস বাচ্চাটা। 'নইলে কিন্তু বলে দেব আম্মুকে, আমাদেরকে রেখে বাইরে গিয়েছিলে তুমি!'

'বজ্জাত ছোঁড়া!' বিড়বিড় করে গালি দিল হালিমা। 'যেমন মা, তেমনি তার পোলা!' শুনিয়ে-শুনিয়ে বলল, 'মুততে যাচ্ছি, বুঝলে? পিশাব করব! খায়েশ মিটল তো এ-বার? ...ফাজিলের বাসা!' শেষ বাক্যটাও বিড়বিড়িয়ে।

'হি-হি...'

'দুষ্টুমি করবে না, কেমন? আমি এই যাব আর আসব।'

ঘাড় কাত করল মুস্তফা, যেন কত ভদ্র।

'ভাইয়ের দিকে খেয়াল রেখো...'

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিশাবখানার উদ্দেশে চলে গেল আয়া।

ঠিক তার কয়েক সেকেণ্ড পরেই কামরার সামনে উদয় হলো ভিকটোরিয়া।

দরজাটা আবার নড়ে উঠতে দেখে ভাবল মুস্তফা: এত তাড়াতাড়ি পিশাব করে ফিরে এল হালিমা বুয়া?

না তো! দরজায় যাকে দেখতে পাচ্ছে, সে আরেক জন। চিনতে পারল না, কে। ওড়নায় মুখ ঢাকা।

ভাবল, বুয়াই নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে।

BanglaBook.org

ভিতরে ঢুকে পড়ল ভিকটোরিয়া।

শান্ত ভাবে দৃষ্টি বোলাল ঘরের মধ্যে। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে মগজে।

এই তো, পাওয়া গেছে একটা রাস্তা!

'তোমার নাম কী?'

বাচ্চাদের না, ওদের পরনের পোশাকগুলো দেখছে ভিকটোরিয়া। যে-শতরঞ্চিটায় বসে খেলছে দু'জনে, সেটাও ওর দৃষ্টি কাড়ল।

দাহ্য জিনিস। অগ্নি-সুপরিবাহী।

শাহজাদার প্রশ্নের জবাব দিল না মেয়েটা।

যে-দিন থেকে স্বামীহারা হয়েছে, মায়া-মহব্বত চির-তরে মুছে গেছে ওর মন থেকে।

মোমের আলোয় আলোকিত ঘরটা। মেঝের এখানে-ওখানে দণ্ডায়মান বিরাট সব বাতিদানে পুড়ছে থামের মতো মোটা-মোটা মোমবাতি।

ওগুলোর কোনও একটা শতরঞ্চিটার উপর ফেলে দিলেই কেল্লা ফতে।

পুড়ুক সব! পুড়ে কয়লা হয়ে যাক অটোমানদের স্বপ্ন-সাধ!

এরিয়েলকে হারিয়ে ও যে-রকম কষ্ট পাচ্ছে; ওরাও বুঝুক, স্বজন হারালে কেমন লাগে!

BanglaBook.org

কাজটা করেই বেরিয়ে গেল ভিকটোরিয়া কোনও দিকে না তাকিয়ে।

তাড়াতাড়িই জলবিয়োগ করেছে হালিমা।

ফিরে আসবার সময় মনে করল, এত তাড়াতাড়ি গিয়ে করবেটা কী! গেলেই তো পড়বে আবার সিন্দাবাদের ভূতের

খপ্পরে।

তার চেয়ে একটু পরেই যায়।

এক খানসামাকে পেয়ে রগড় শুরু করল মেয়েটা তার সঙ্গে।

এতটা সময় মেহমেদকে কখনও চোখের আড়াল করেনি হুররেম। এতক্ষণ কনের আশপাশে থাকলেও এ-বারে আর পারল না।

মায়ের মন তো! কেমন অস্থির-অস্থির লাগছে অনেকক্ষণ থেকে।

লাগছিল বলেই রক্ষা।

না হলে দুই নিষ্পাপ বাচ্চার জ্যান্ত কাবাব হওয়া ঠেকাতে পারত না কেউ।

তো, হুররেম পৌঁছল ওখানে।

তারপর যে কী একটা নরক গুলজার হলো, সেটা বোধ হয় না বললেও চলে।

আগুন, পানি, ধোঁয়া...

কান্না আর চিৎকার...

হাঁক-ডাক, খিস্তি-খেউড়...

পাগলা ছুটোছুটি আর খোদার কাছে আরজি...

মৌমাছির চাকে ঢিল পড়েছে যেন।

স্রষ্টার অশেষ কৃপা, অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছে দুই শাহজাদা।

ব্যর্থ হয়েছে ভিকটোরিয়ার প্রথম অপচেষ্টা।

অবশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যাবে না।

ঠিক যা করতে চেয়েছিল, তা না ঘটলেও পরোক্ষ ভাবে সফলও।

কী যে হলো, আর কী যে হতে পারত, চিন্তা করলে আত্মা নড়ে যাচ্ছে সবার।

BanglaBook.org

আরও এক দিক থেকে ভিকটোরিয়ার পক্ষে গেছে 'দুর্ঘটনা'-টা।

শাহজাদাদের বাঁচাতে সব থেকে বেশি ভূমিকা রাখল সে-ই।

জানটা হাতে নিয়ে উদ্ধার করে আনল সে ওদের।

দুই ভাইকে দুই কোলে নিয়ে মেয়েটা যখন বেরিয়ে আসছে দুর্ঘটনা-কবলিত কামরা থেকে, সাক্ষাৎ দেবদূত মনে হলো ওকে সবার।

বাচ্চাগুলোকে নিরাপদ হেফাজতে বুঝিয়ে দিয়েই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাশতে-কাশতে বসে পড়ল এক পাশে। গায়ে-মুখে কালি, চোখ দিয়ে দরদর গড়াচ্ছে জল। ঝলসে গেছে শরীরের এখানে-ওখানে।

অতএব, শাহজাদাদের পর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল উদ্ধারকারী এই দাসীই।

পণ্ড হয়ে গেছে বাগদান।

ও, হ্যাঁ... পরিস্থিতি যখন শান্ত হলো, খোঁজ পড়ল হালিমার।

যাবে আর কোথায় মেয়েটা!

কোনও কৈফিয়তই খাটল না, দায়িত্বে অবহেলার অপরাধে গর্দান গেল মেয়েটার।

ওই ঘটনার পর কপাল খুলে গেল ভিকটোরিয়ার।

বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ওকে রাজপরিবারের সদস্যরা।

হাফসা সুলতান নিজে ডেকে এনে পদোন্নতি দিলেন ওকে।

মহিলার খাস বাঁদিদের একজন এখন ও। চলাফেরায় অবাধ স্বাধীনতা।

BanglaBook.org

ষাট

বসন্তের শুরুতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে রাজ্য ছাড়লেন সুলেমান। লক্ষ্য: ভূমধ্যসাগরের বুকে ছোট-কিন্তু-গুরুত্বপূর্ণ সেই দ্বীপ— রোডস।

আঠারোই জুন, পনেরো শ' বাইশ।

শান্ত সাগরের বুকে পাল তুলে ভেসে চলেছে জাহাজ।

ডেকের রেলিং-এ হাত রেখে উন্মনা সুলতান আর ইব্রাহিম।

দূর আকাশে মেঘেদের গায়ে অস্তরাগ। বাতাসটা এমন যে, সহজেই স্মৃতিকাতর করে দেয়।

'সমুদ্র জাদু জানে, তা-ই না, ইব্রাহিম?' কেমন ঘোর লাগা গলায় বললেন সুলেমান। চোখ সরাচ্ছেন না ফেনায়িত তরঙ্গ থেকে।

'সত্যিই, জাঁহাপনা...'

'কী হলো, ইব্রাহিম?' যুবকের দিকে চাইতে বাধ্য হলেন সুলেমান। 'গলাটা এমন লাগছে কেন তোমার? ...এ কী! কাঁদছ নাকি?'

চট করে তর্জনির গাঁট দিয়ে চোখের পাপড়ি মুছে নিল ইব্রাহিম। অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'নাহ, জাঁহাপনা! চোখে কী জানি পড়ল!'

BanglaBook.org

'কী হয়েছে তোমার?' ব্যাখ্যায় ভোলেননি সুলেমান। একটা হাত রাখলেন "ভাই"-এর কাঁধে। 'বলো আমাকে!'

সাগরের দিকে চেয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়ল ইব্রাহিম মুখ দিয়ে। সুলতানের দিকে ফিরে করুণ হাসি হাসল।

'আসলে... বহু বছর আগে এই সমুদ্রই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল আমাকে...'

সত্যিটা জানতেন না সুলেমান। মনটা খারাপ হলো তাঁরও।

'মনে পড়ছে ওদের কথা?' সুলতানের কণ্ঠ কোমলতায় আর্দ্র।

গলার কাছে গিঁট পাকিয়ে আছে কী যেন। নীরবে মাথা ঝাঁকাল ইব্রাহিম।

ওকে সামলে নেবার সময় দিলেন সুলেমান।

'বাড়ি ফেরার ইচ্ছা হয়নি কখনও?'

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ইব্রাহিম।

কী যেন ভাবছেন সুলতান।

'রোডস জয় করে ফিরে আসি। তারপর পারগা থেকে ঘুরে এসো তুমি।'

কেমন একটা হাসি ফুটে উঠল ইব্রাহিমের অবাক চেহারায়। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

BanglaBook.org

হামলাটা এল আচমকা।

শত্রুপক্ষের মুহুর্মুহুঃ কামানের গোলায় প্রকম্পিত হলো নীরব রাত্রি।

জেগেই ছিলেন সুলেমানরা।

কল্পনাতেও ছিল না, প্রতিপক্ষ আক্রমণ করে বসবে এ-ভাবে।

প্রথমে মনে হয়েছিল— ভূমিকম্প। পরক্ষণেই খেয়াল হলো, ওঁরা তো রয়েছেন সমুদ্রে। কিন্তু দুলুনিটা এতই অস্বাভাবিক যে, কিছুতেই ঢেউয়ের হতে পারে না।

একটা জিনিসই শুধু হতে পারে। আর সেটা হলো—

প্রস্তুতি একদমই ছিল না।

ছুটে গিয়ে পোর্টহোলে চোখ রাখল ইব্রাহিম। যা দেখল, তাতে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল চোখ দুটো।

চিৎকার করে কী যেন বলল, বুঝতে পারলেন না সুলেমান।

মইয়ের দিকে দৌড় লাগল যুবক। উপরে উঠে নির্দেশ দিতে হবে সৈন্যদের।

কামানের গর্জনে কেঁপে-কেঁপে উঠছে জাহাজ।

গোল ফোকরটা দিয়ে চেয়ে দেখলেন সুলেমান, গোলার আঘাতে ডুবে যাচ্ছে ওঁদের একটা যুদ্ধজাহাজ।

কপালের একটা রগ লাফাতে শুরু করল তাঁর। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ।

একটু পরেই নিচে এসে চরম দুঃসংবাদটি দিল ইব্রাহিম। ওদের জাহাজটারও সলিল-সমাধি ঘটছে।

অসহায়, আতঙ্কিত চোখে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

শেষ বারের মতো বাইরে চাইলেন সুলেমান।

টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে তাঁর এত দিনের স্বপ্নের সৌধ।

'মাফ করে দিয়ো, ইব্রাহিম!' এটাই ছিল সুলতানের শেষ কথা।

যাত্রা শুরুর দুই মাস পরের ঘটনা এটা।

সেই কালরাতে অটোমানদের গোটা নৌ-বাহিনীই পরাস্ত হয়েছিল রোডসের শত্রুদের হাতে।

প্রতিরোধ কিংবা পালটা-আক্রমণের কোনও সুযোগই পেল না তারা।

BanglaBook.org

দায়া এসে জানাল, 'বেগম সাহেবা, ফরহাত পাশা আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছেন।'

'সুলেমানের খবর নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই!' খুশি হয়ে উঠলেন রাজমাতা। 'চলো, যাচ্ছি।'

একটু পরে।

পরনের কাপড়টার উপরে হিজাব চড়িয়ে অপেক্ষা করছেন হাফসা। খবরটা শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন তিনি।

টোকার শব্দ হলো দরজায়।

দ্বাররক্ষক কবাট উন্মুক্ত করে দিলে, অভ্যর্থনা-কক্ষে প্রবেশ করল ফরহাত পাশা।

ঘাড় নুইয়ে সালাম জানাল দরবারের এই কর্মকর্তাটি। মেঘ থমথম করছে লোকটার চেহারায়।

সালামের জবাব দিয়ে ছেলের খবর জানতে চাইলেন হাফসা। যুদ্ধ খতম হয়েছে কি না, জিজ্ঞেস করলেন।

চুপ করে আছে পাশা। কীভাবে বলবে, ভাবছে।

লোকটার ভাবগতিক দেখে অমঙ্গলের ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগল রাজমাতার বুকের মধ্যে।

'কই, বলুন!'

'নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি, বেগম সাহেবা।' বলতে সময় নিচ্ছে পাশা। 'তবে... ধারণা করা হচ্ছে...'

'বলুন, ফরহাত পাশা! চুপ করে থাকবেন না!'

'হেরে গেছি আমরা, বেগম সাহেবা!' দরবারীর কণ্ঠে পরাজয়ের গ্লানি। 'শত্রুপক্ষ... ডুবিয়ে দিয়েছে আমাদের জাহাজ!'

হায়-হায় করে উঠলেন হাফসা। 'আর আমার ছেলে! সুলেমান... সুলেমানের কী হলো!'

'বেগম সাহেবা...' থমকে গিয়ে ভাবল পাশা, সত্য যত নির্মমই হোক না কেন, জানাতে তাকে হবেই।

BanglaBook.org

'কী হলো! কিছু বলছেন না কেন?' কান্নার মতো শোনাল হাফসা সুলতানের কথাগুলো। 'ভালো আছে তো আমার সুলেমান?'

'জাহাজের... সাথে...' ফরহাত পাশার চোখেও জল। 'জাহাজের সাথে... তলিয়ে গেছেন... জাঁহাপনা!'

সুলেমান আর নেই— এই নির্মম সত্যটা সহ্য করা সম্ভব হলো না মমতাময়ী মায়ের পক্ষে। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি।

একষট্টি

খোদার কুদরতি বুঝতে পারে, এমন সাধ্য কার?

রোডস দুর্গ থেকে হামলা চালিয়ে বিরুদ্ধ-শিবির অটোমানদের সব ক'টি জাহাজ ডুবিয়ে দিলেও প্রাণে বেঁচে গেল অনেকে।

সুলতান সুলেমান আর ইব্রাহিমও ছিলেন তাদের মধ্যে।

ভূমধ্যসাগর সাঁতরে মারমারা-তে গিয়ে পৌঁছোলেন তাঁরা কোনও রকমে।

বাহিনীর একাংশ আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল সেখানে।

দলটির নেতৃত্বে ছিলেন উজিরে আজম পিরি মাহমেদ পাশা।

'এটা কী হলো, বলুন তো, উজির সাহেব!' চিরতার তেতো ঝরল সুলতানের কণ্ঠ থেকে। 'এত গর্বের পরিকল্পনা আপনার! এত যে আশার বাণী শোনালেন— কী হলো? সব তো ভূমধ্যসাগরের

BanglaBook.org

তলায় তলিয়ে গেল! কী বলবেন একে? কোনও ব্যাখ্যা আছে?'

কী বলবেন?

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে দলের সবচেয়ে বয়স্ক এ সদস্যটির।

জরুরি বৈঠক বসানো হয়েছে সেনা-শিবিরে। সুলতানের তাঁবুতে একত্র হয়েছেন তাঁরা গুটি কয় কর্মকর্তা।

কারও মুখের দিকে চাইতে পারছেন না পিরি পাশা। আত্মগ্লানিতে পুড়ছেন তিনি। স্পষ্ট অনুভব করছেন, করুণার দৃষ্টিতে দেখছে ওঁকে সবাই।

ইয়া, আল্লাহ! মাটি যদি এখন দু'ভাগ হয়ে যেত!

সুলতানও সরাসরি চাইছেন না তাঁর দিকে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন। স্পষ্ট অবজ্ঞা।

শত্রুদের দিকে কীভাবে অগ্রসর হবেন, পুরো ছক ওঁর একার।

দু'-একজন যারা এই পরিকল্পনায় ফাঁক দেখতে পেয়েছিল, তাদের সমস্ত সন্দেহ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে। বলা উচিত, গোয়ার্তুমিই করেছেন এ ক্ষেত্রে। সন্দেহবাদীদের দিকে ছুঁড়েছেন শ্লেষের তীর— আপনি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝেন?

পিরি পাশার এক কথা: সুলতান সেলিম খানের সময় কত বারই এসেছেন তিনি এ-দিকটায়। এখানকার সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। শত্রুপক্ষের অভ্যাস, চিন্তাধারা— সব। সেই মোতাবেক সাজিয়েছেন হামলার ছক। পালটা প্রশ্ন ছুঁড়েছেন: তাঁর এত বছরের অভিজ্ঞতার কি কোনও দাম নেই?

চক্ষুলজ্জার খাতিরে বলতে পারেনি কেউ— বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। ভীমরতি হয়েছে বয়স্ক মানুষটার। আবেগকে মূল্য দিতে গিয়ে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তারুণ্য বনাম অভিজ্ঞতা— এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে সুলতানও

BanglaBook.org

প্রাধান্য দিয়েছিলেন উজির মশাইকে।

কিন্তু এখন?

কেউই তো ভাগীদার হবে না চরম এই ব্যর্থতার। পুরো দায়ভার পিরি পাশার একার।

'নিখোঁজ আর নিহতদের তালিকা তৈরি করুন,' আহমেদ পাশাকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিলেন সুলেমান। 'কতগুলো জাহাজ আর কামান ধ্বংস হয়েছে— হিসাব করেছেন?' শেষ কথাটা পিরি পাশার উদ্দেশে।

সীমাহীন বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন সুলেমান। দোষ তাঁরও আছে। একা এই লোককে এতটা গুরুত্ব দেয়া ঠিক হয়নি তাঁর। একটা সময় আসে, যখন দুনিয়াকে দেবার আর কিছুই থাকে না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, ফুরিয়ে গেছেন বৃদ্ধ উজির। ওঁর জায়গা নেবার সময় এসেছে অন্য কারও।

উজিরে আজমের উপর এতটাই আস্থা হারিয়েছেন সুলেমান যে, ওঁর ছেলের সঙ্গে নিজের এক মাত্র বোনটির বিয়ের ব্যাপারে দ্বিতীয় বার ভাবতে হচ্ছে তাঁর। ছেলে আর বাপ, তো একই রক্তের। মাহমেদ জেলেবিও যদি ওর বাপের মতো হয়? কাণ্ড আর দায়িত্বজ্ঞানহীন?

পণ্ডিত লোক হলে হবে কী; ব্যবহারিক জ্ঞান যদি না থাকে, তত্ত্ব ও তথ্য তবে কোনও কাজেই লাগে না। প্রাপ্তবয়স্ক এক মেয়ের, নিজের একটা সংসারের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা পণ্ডিতপ্রবরের আছে কি না, অবশ্য-বিবেচনার বিষয় এটা।

হাফিজার এটা দ্বিতীয় বিয়ে। দায়িত্ববান ভাই হিসাবে কোনও ভুল করা চলবে না ওর ব্যাপারে। যত ঝামেলাই হোক, সঠিক পাত্রের হাতে দেখে-শুনে পাত্রস্থ করতে হবে ওকে।

ইব্রাহিমের মতো কাউকে যদি পাওয়া যেত...

'শাপে বর' বলে একটা কথা আছে। আজকের এই মহা

BanglaBook.org

দুর্যোগ শাপে বর হয়ে এসেছে সুলতানের জীবনে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অনেক কিছু।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন পিরি পাশা। নিজের সম্মান রক্ষার এই একটা পথই খোলা এখন তাঁর সামনে।

'জাঁহাপনা!' কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামি যে ভঙ্গিতে কথা বলে, তেমনই সুর বৃদ্ধ উজিরের কণ্ঠে। 'গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযানে জানমালের যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হলো, তার জন্যে আমি ব্যথিত ও লজ্জিত। এর সম্পূর্ণ দায় আমার একার। এই ক্ষতি এতটাই অপূরণীয় যে, ক্ষমা চাইবার মুখ পর্যন্ত নেই আমার। আমি আমার ভুলগুলো নিয়ে কবরে যাব। কিন্তু এখন... এই অবস্থায়... আমার পদত্যাগ করাটাই আপনাদের সবার জন্যে... গোটা অটোমান সাম্রাজ্যের জন্যে হিতকর। অতএব, স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে প্রধান উজিরের পদ থেকে অব্যাহতি চাইছি আমি।'

একজন আরেক জনের দিকে তাকাচ্ছে দরবারীরা।

সুলতানের তুগরা[২] খোদাই করা আংটিটি আঙুল থেকে খুলে ফেললেন পাশা। নতজানু হয়ে বাড়িয়ে ধরলেন সেটা সুলেমানের উদ্দেশে।

এমন মেজাজ খারাপ হলো সুলতানের যে, বলবার নয়।

ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। তাই বলে এমন স্পর্শকাতর সময়েও সমষ্টির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে আত্মাভিমান?

কোথায় একটু বুদ্ধি-পরামর্শ দেবেন, তা না, 'এ-বার অন্য কাউকে দেখুন' বলে খোদা হাফেজ জানাচ্ছেন।

নাহ... ভুল করতে যাচ্ছিলেন তিনি এই লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতানোর ব্যাপারে।

এক বুক বিতৃষ্ণা নিয়ে পলায়নপর উজিরের দিকে তাকিয়ে

---

[২] বাদশাহি স্বাক্ষর।

BanglaBook.org

রইলেন সুলেমান।

অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় বারের মতো বেগম সুলতানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন ফরহাত পাশা।

গত সাক্ষাতের শুরুতে হাফসা সুলতান ছিলেন উত্তেজনায় টইটুম্বুর, এ-বারে যেন জীবন্মৃত প্রাণী।

কিন্তু সংবাদ-বাহক পাশাকে দেখাচ্ছে গত বারের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কারণটা জানা গেল অচিরেই।

সুলতান সুলেমান জীবিত!

মরা মানুষ প্রাণ ফিরে পেল যেন। অশ্রুর ঢল নামল রাজমাতার দুই নয়ন বেয়ে।

দুঃখের কান্না নয় এ, এ অশ্রু আনন্দের, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতার।

'আপনি নিশ্চিত তো?' ফোঁত-ফোঁত করে ফোঁপাচ্ছেন মহিলা।

'এক শ' ভাগ, বেগম সাহেবা। খবরটা জানিয়ে চিঠি এসেছে মারমারা থেকে। জাঁহাপনার দস্তখত রয়েছে ওতে।'

'ইয়া, আল্লাহ! ইয়া, রহমানুর রহিম!'

ফরহাত পাশারও চোখে পানি, মুখে হাসি।

চোখের পলকে পেরিয়ে গেল যেন কয়েকটি মাস।

যথা সময়ে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিল হুররেম।

এ-বারে মেয়ে হয়েছে ওর।

রাজমাতা হাফসা বাচ্চার নাম রাখলেন মিহরিমা সুলতান।

BanglaBook.org

অন্য কেউ হলে হয়তো সেখানেই পাততাড়ি গোটাত।

কিন্তু সুলেমান অন্য ধাতুতে গড়া।

বৈঠকের পর বৈঠকে বসলেন তিনি সবাইকে নিয়ে।

এ-বারে ব্যক্তি বিশেষের হাতে হাল ছেড়ে দেবার মতো বোকামি করেননি।

সব রকম প্রস্তাব বিবেচনা করে ঠিক হলো, সুড়ঙ্গ খোঁড়া হবে মারমারা থেকে রোডসের প্রধান শহর অবধি।

কিন্তু তুখোড় এক সমরবিদ ছিল দুশমনদের আস্তিনে। তার কল্যাণে অটোমানদের ঘুরে দাঁড়ানোর খবর এবং তৎপরতা সম্বন্ধে অজানা রইল না রোডসের।

অবশ্য তত দিনে রোডসের দুর্গ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তুর্কি সেনাদল।

সুড়ঙ্গমুখে বারুদ ভরে দিয়েও অটোমানদের আটকাতে পারল না দুর্গের প্রতিরক্ষা-বাহিনী।

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল তুর্কিরা।

শেষে শত্রু-সৈন্যরা নিজেরাই ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।

ফলটা আরও খারাপ হলো তাদের জন্য।

এমন কিছু যে ঘটতে পারে, সে-জন্য আগেভাগেই তৈরি ছিল সুলতানের সৈন্যরা।

BanglaBook.org

শত্রুরা যখন কাছাকাছি চলে এসেছে, ঠিক তখনই আধভেজা পশমে আগুন ধরিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল সুড়ঙ্গ খননকারীরা। তারপর খুব দ্রুত সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে বন্ধ করে দিল মুখ।

ফলাফল?

প্রচুর ধোঁয়া তৈরি হলো।

গলগল করে বেরোনো বিষাক্ত ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল অপরিসর সুড়ঙ্গে।

কিন্তু বেরোবার রাস্তা বন্ধ।

যেটুকু অক্সিজেন ছিল ভিতরে, ধোঁয়ার কারণে নিঃশেষ হয়ে গেল দ্রুত।

অবর্ণনীয় কষ্ট পেয়ে মরল শত্রুপক্ষের সৈন্যরা।

বুদ্ধিটা সুলেমানের।

শিকার করবার সময় অসংখ্য বার এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছেন তিনি।

আখেরি আঘাতও হলো অভিনব কায়দায়।

দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা হলো তুর্কি সেনাদের।

এক দল রাতের অন্ধকারে অবস্থান নিল দুর্গের মুখোমুখি।

শত-শত ফানুস জ্বেলে উড়িয়ে দিল তারা।

দুর্গের ছাতে টহল দিচ্ছিল যে-সব প্রহরী, কালিগোলা আঁধারে দূর থেকে প্রায় অপার্থিব এই দৃশ্যটা দেখে সংবিৎ হারিয়ে ফেলল।

এমন কিছু ওদের দূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

আর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে ওরা ধরেই নিল যে, হাওয়াই যান নিয়ে হামলা চালিয়েছে অটোমান বাহিনী।

এরই অপেক্ষায় ছিল দ্বিতীয় দলটি।

অন্য দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব সহজেই জালে বন্দি করল তারা অপ্রস্তুত সৈন্যবাহিনীকে।

BanglaBook.org

প্রতিরোধ যে একেবারেই এল না, তা নয়। হতাহত একেবারে কম হলো না রোডসের যুদ্ধে।

বড়-বড় চাঁইদের অনেকেই আত্মসমর্পণ করেছে।

যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল তারা।

গুপ্তঘাতক পাঠানো হলো সুলেমানকে হত্যা করতে।

তুর্কি সেনার ছদ্মবেশে অটোমানদের দলে ভিড়ে গেল লোকটা।

তখন নামাজে মগ্ন সুলেমান। জগৎ-সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

এ কারণেই এ সময়টা বেছে নিয়েছে কাপুরুষ ঘাতক। দূর থেকে চাকু ছুঁড়ে নিকেশ করে দেবে লক্ষ্যবস্তুকে।

কিন্তু অলৌকিক সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন সুলেমান।

বিধাতা ওঁর ত্রাণকর্তা হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন ইব্রাহিম পারগালিকে।

চাকু ছুঁড়বার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রিক যুবকের চোখে ধরা পড়ে গেল 'হন্তারক'। সুলতানের দিকে নিশানা করে আছে চাকু।

ইব্রাহিমও দেখল, চাকুটাও ছুটে গেল ঘাতকের হাত থেকে।

'সাবধান, জাঁহাপনা!' বলেই সুলতানের দিকে ঝাঁপ দিল ইব্রাহিম।

চমকে ঘুরে চাইলেন সুলেমান।

মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে ওঁর একান্ত বিশ্বস্ত সঙ্গীটি। চোখ জোড়া ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন কোটর ছেড়ে।

মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেছে সুলতানের দেহরক্ষীরা। তাদের একজনের গুলিতে ঘায়েল হলো আক্রমণকারী।

ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়া যুবকের দেহটা কোলের উপর তুলে নিলেন সুলেমান।

BanglaBook.org

বাঁকা হাতলের বড় একটা ছোরা গাঁথা ইব্রাহিমের পিঠে।

সর্বশক্তিতে টেনে বের করলেন সেটা।

মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়েছে ইব্রাহিম পারগালির চোখে। সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। এত বাতাস পৃথিবীতে, তবু অক্সিজেনের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে ওর ফুসফুস।

'জাঁহ... জাঁহাপনা... আমি...' চোখ বুজল পারগালি। জিভের সঙ্গে জড়িয়ে গেল ওর বাকি কথাগুলো।

'ইব্রাহিম! ভাই আমার!' স্বজন হারাবার ব্যথায় কাঁদছেন সুলেমান। 'নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসি আমি তোমাকে!'

BanglaBook.org

তেষট্টি

যমে-হেকিমে দড়ি টানাটানি চলল।

সে এক প্রাণান্ত প্রচেষ্টা!

অবশেষে আজরাইলের হাত ফসকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো ইব্রাহিম পারগালি।

ইতোমধ্যে তিক্ত এক সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন সুলেমান। জানা গেছে, হত্যা-চেষ্টার নাটের গুরুটি কে।

মুরাদ সুলতান নাম তাঁর। সরষের মধ্যে ভূত।

তুর্কি হয়েও গ্রিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে লোকটা। তাদের নিমক খাচ্ছে।

যে-কোনও মূল্যে মুরাদ সুলতানকে জীবিত গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন সুলেমান।

কিন্তু গরু-খোঁজা করেও হদিস পাওয়া গেল না বিশ্বাসঘাতকটার।

হাল ছাড়ল না সুলতানের গুপ্তচরেরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মালটা থেকে পাকড়াও করা হলো ও আর ওর দুই কিশোর পুত্রকে।

ওই মুহূর্তে পরিবার সহ ওই জায়গা ছেড়ে যাবার তোড়জোর করছিল মুরাদ। স্ত্রী, তৃতীয় শিশু পুত্রটি, এক চাকর আর এক দাসীও সঙ্গী ছিল তার।

ছোট এক নৌকায় মালটা ত্যাগের মতলব করছিল দলটা।

নৌকার দড়ি মাত্র খুলেছে, ঠিক এই সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল ওরা।

সুলতানের লোকদের দূর থেকে আসতে দেখেই বাচ্চাটিকে দাসীর কোলে তুলে দিল মুরাদের স্ত্রী। অনুনয় করল, সে যেন বলে, এটা ওর বাচ্চা।

তা-ই করল মেয়েটি।

এ-ভাবেই গ্রেফতার এড়াল মা আর ছেলে।

BanglaBook.org

চৌষট্টি

দরজার শব্দে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটল গুরু ও শিষ্যের।

বিনীত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়েছে ভিকটোরিয়া।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল মাহমেদ জেলেবি।

'জি, জনাব। বেগম সাহেবা ডেকেছেন শাহজাদাকে। বলেছেন সাথে করে নিয়ে যেতে...'

'বেশ তো। একটু দাঁড়াও তুমি। আজকের পালা প্রায় শে-হ।'

কাশি এসে যাওয়ায় 'শেষ' শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না মাহমেদ। ডান হাতটা মুঠো হয়ে চলে এল মুখের কাছে।

'মাফ...' ক্ষমা প্রার্থনার জন্য শুরু করেছিল আবার। কিন্তু এ-বারেও, 'খক্কর-খক্কর-খক... খক্কর... খক্কর-খক্কর-খক্কর-খক্কর...'

'জনাব... ঠিক আছেন তো আপনি?' ভদ্রতার খাতিরে বলতে হলো ভিকটোরিয়াকে।

জবাব দেবার মতো অবস্থায় নেই মুস্তফার ওস্তাদ। থামছেই না ওর কাশি। এ-বারে বাম হাতটা উঠে এল গলায়। প্রচণ্ড খুসখুস করছে ভিতরটায়।

কাশতে-কাশতে কুঁজো হয়ে গেল মাহমেদ জেলেবি। পানি বেরিয়ে এসেছে চোখ দিয়ে।

'ওস্তাদ...'

এ অভিজ্ঞতা নতুন নয় মুস্তফার জন্যও। প্রায়ই কাশে ওর শিক্ষক। তবে আজকের মতো এতটা খারাপ অবস্থা আর কখনওই হয়নি।

'খক্কর... খক্কর-খক... খক্কর-খক্কর-খক...

ভয় পেয়ে গেল ভিকটোরিয়া।

দৌড়ে এসে বাচ্চাটার হাত ধরল ও। 'চলো, মুস্তফা! লোকজনকে খবর দিতে হবে!'

ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে গেল ও মুস্তফাকে নিয়ে।

পিছনে কাশির দমক সামলাতে না পেরে বসা থেকে ভূমিশয্যা

BanglaBook.org

নিয়েছে জেলেবি।

'বলো, সুমবুল! কী হয়েছে? কেমন আছে ও?'

হাফিজার হবু বরের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হাফসা। ভিকটোরিয়া মারফত খবরটা পেয়েছেন তিনি। শুনলেন নাতির মুখ থেকেও।

'এখন পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না, বেগম সাহেবা। হেকিম সাহেব বললেন, একটু সময় লাগবে... আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে... ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে ওঁকে...'

'নিয়েছে?'

'জি-না, বেগম সাহেবা। ওস্তাদ সাহেবই মানা করলেন। ওনার ধারণা, বাসায় কয়েক দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে...'

'কী যে শুরু হলো!' স্নায়ুচাপ অনুভব করছেন হাফসা। দুশ্চিন্তা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তাঁর। একটা-না-একটা ঝামেলা লেগেই আছে এই প্রাসাদে। 'ব্যাপারটা একদমই ভালো লাগছে না আমার! প্রথমে বরবাদ হলো বাগদান... তারপর এই অসুখ...'

'হঠাৎ করেই জ্বর এসে গেছে আকাশ-পাতাল! আর... ঠাণ্ডাও লেগেছে... অনবরত পানি গড়াচ্ছে নাক দিয়ে... চোখ-মুখ লাল...'

'রক্ষা করুন, আল্লাহ!' জপলেন রাজমাতা।

মাহমেদ জেলেবির চোখ চলে গেল দরজার দিকে।

ওদের এক পরিচারিকা এসে ঢুকেছে ঘরে।

'এক ভদ্রলোক এসেছেন প্রাসাদ থেকে... নাম বললেন—ইব্রাহিম...'

'ও, উনি!' অস্বস্তি আর সতর্কতা যুগপৎ ছায়া ফেলল মুস্তফার ওস্তাদের চেহারায়। 'উনি তো সুলতানের খুব কাছের লোক...

BanglaBook.org

ওনার একান্ত সচিব!'

'নিয়ে আয় ওঁকে,' অনুমতি দিলেন মাহমেদের মা।

মেয়েটা চলে যাবার তিন সেকেণ্ড পরেই কামরায় প্রবেশ করল ইব্রাহিম।

প্রথমেই মা ও ছেলেকে সালাম দিল ও। তারপর, 'কেমন আছেন, মাহমেদ সাহেব?' বলতে-বলতে এগিয়ে গেল অসুস্থ যুবকের শয্যার দিকে।

'এই তো, ভাই...'

বিছানা থেকে উঠতে যাচ্ছিল মাহমেদ, অতিথি ব্যস্ত হতে বারণ করায় বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিল আবার।

'বসুন।' ছেলের মাথার পাশে বসে ছিলেন মহিলা। উঠে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ছেড়ে দিলেন মেহমানের জন্য।

'ধন্যবাদ।' খাটেই বসল ইব্রাহিম।

'তা, কবে ফিরলেন, ভাই?' মাহমেদ জেলেবির জিজ্ঞাসা।

'গত পরশু।'

'খবর ভালো তো সব? সুলতান কেমন আছেন?'

'জি, সবাই ভালো। কিন্তু আপনি তো, ভাই, বিছানার সাথে মিশে গেছেন একেবারে! এত খারাপ অবস্থা কী করে হলো?' নিগারের কাছ থেকে জেনেছে ইব্রাহিম তরুণ শিক্ষকের অসুস্থতার ব্যাপারে।

চোখ দুটো বসে গেছে ছেলেটার, কিন্তু চকচক করছে। তলায় কালি দেখে অনুমান করা যায়, রাতে ঘুম হয় না ভালো। মরা মানুষের মুখের মতো ফ্যাকাসে চেহারা। ঠোঁট দুটো সাদা হয়ে আছে কাগজের মতো। হালকা রঙের চাদরে বুক পর্যন্ত ঢাকা।

'ও কিছু না।' লজ্জিত হাসল জেলেবি। 'সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছিল। আর জ্বর। এখন অনেকটাই সুস্থ আছি।'

'দেখি!' রোগীর কপালে হাত রাখল ইব্রাহিম। 'না। জ্বর

BanglaBook.org

নেই।'

'আপনারা কথা বলুন। আমি মিষ্টি-শরবতের ব্যবস্থা করছি।' সুলতানের খাস লোকের আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ জেলেবির মা।

'খামোখাই ব্যস্ত হচ্ছেন।' আপত্তির সুর ইব্রাহিমের কণ্ঠে। 'আপনি এখানেই থাকুন।'

শুনলেন না মহিলা। ভিতরের ঘরে চলে গেলেন তিনি।

'ইচ্ছা ছিল, নিজেই গিয়ে শুভেচ্ছা জানাব জাঁহাপনাকে... কিন্তু...'

নিজেই নিজেকে করুণা করছে যেন অসুস্থ যুবক। কাশল দু'বার।

'অত ব্রিবত হওয়ার কিছু নেই,' সান্ত্বনা দিল ইব্রাহিম। 'অসুখ-বিসুখের উপর তো হাত নেই কারও।'

কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেলেবি।

'তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন,' যুবকের মঙ্গল কামনা করল ইব্রাহিম। 'শিগগিরই মক্তবে দেখতে চাই আপনাকে।'

হাসল জেলেবি। চেহারাটা ধসে গেলেও হাসিটা উজ্জ্বল।

'ইস... এ কয় দিনে অনেক ক্ষতি হলো শাহজাদার পড়াশোনার...'

'কিচ্ছু ক্ষতি হয়নি। বললাম না, ও নিয়ে ভাববেন না! পুরোপুরি সুস্থ হয়েই মক্তবে যোগ দেবেন আপনি।'

'আশা করছি, আর হপ্তা খানেকের মধ্যেই— খক-খক-খহ...' মুখে রুমাল চাপা দিল জেলেবি।

কাপড়টা সরাতেই লাল ছোপ দেখতে পেল ইব্রাহিম ওর মধ্যে।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর। কুঁচকে গেছে ভুরু।

তাজা রক্ত মনে হচ্ছে রুমালে!

রুমালটার দিকে একটা বার চেয়ে নিয়েই ঝটিতি মুঠো করে

BanglaBook.org

ফেলল ওটা জেলেবি। লাল ছোপটা হারিয়ে গেল ভাঁজের আড়ালে।

অসহায় একটা আর্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটা ইব্রাহিম পারগালির দিকে। ভিতরে-ভিতরে ঘেমে উঠেছে।

কিছুই বোঝেনি যেন, ভান করল ইব্রাহিম।

ঘরের চারদিকে নজর বোলাল ও।

পরদা টেনে দেয়া, জানালাগুলো বন্ধ।

কেমন একটা গুমট পরিবেশ।

নিচু এক টেবিলের উপর রাখা ওষুধ-পথ্য, ফলমূল।

বুকটা আইঢাই করে উঠল ওর।

আলাপটা চালিয়ে যাবার জন্য বলল, 'কাশিটা সারেনি, মনে হচ্ছে...'

'আগের চেয়ে কম,' সুযোগ লুফে নেবার মতো করে দ্রুত বলে উঠল মাহমেদ।

কিন্তু শরীর বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সঙ্গে।

খক-খক করে আবারও কাশতে শুরু করেছে সে।

আর কোনও সন্দেহ নেই।

ইব্রাহিম পারগালির ভুরুর ভাঁজ সমান হয়ে এল।

আসলেই রক্ত যাচ্ছে কাশির সঙ্গে। ওই তো লেগে আছে ঠোঁটের কোনায়! রুমালের ঘষায় কাজ হয়নি। পুরোপুরি মোছেনি রক্ত।

শঙ্কিত হলো ইব্রাহিম।

এবং— ওর মনই কেবল জানে— কী জন্য আনন্দিত।

কোত্থেকে যেন স্বস্তির এক পশলা বাতাস বইছে বদ্ধ ঘরের মধ্যে।

'অসম্ভব!'

BanglaBook.org

আর সম্ভব নয় বলেই যেন অস্থির পায়চারি শুরু করল হাফিজা। দুই হাতের পাঞ্জা এক করে ঠেকিয়ে রেখেছে ঠোঁটে।

'আজ বাদে কাল বিয়ে... এ অবস্থায় কীভাবে দেখা করব ইব্রাহিমের সাথে?'

ও-সব কিছু জানে না গুলফাম। তাকে বলা হয়েছে, আজ রাতে বাগানে থাকবে ইব্রাহিম। শাহজাদীকে নিয়ে সে যেন সময়মতো হাজির হয়ে যায়। দেখা করাটা বিশেষ জরুরি।

সে-কথাই বলল মেয়েটা রাজকুমারীকে।

পায়চারি থামিয়ে দিয়েছে হাফিজা।

'কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে?'

ঝুঁকিটা নিল মেয়েটা।

সন্ধ্যার পর হাজির হয়ে গেল সেই জায়গাটাতে, যেখানটায় প্রত্যেক বার অভিসারে মিলিত হয়েছে তারা।

আগেই এসে অপেক্ষা করছিল ইব্রাহিম ঝোপটার পিছনে। ধরা পড়বার আশঙ্কায় ইতিউতি চাইছিল।

অপেক্ষার অবসান হতেই ভয়ডর সব উবে গেল ওর মাথার ভিতর থেকে।

এখন পৃথিবীতে শুধু সে আর হাফিজা।

হাফিজা আর সে।

প্রেমিক পুরুষটির সামনে এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারল হাফিজা, লোকটাকে এক নজর দেখবার জন্য কতটা উচাটন ছিল ওর মন।

ভাইজানের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আরেকটু হলেই মরতে বসেছিল ইব্রাহিম, এটা জানতে পেরে একই সঙ্গে গর্ব আর শঙ্কায় বুকটা ভরে গিয়েছিল ওর।

আজ রাতে আসতে পারাটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

BanglaBook.org

মেয়েকে নিয়ে বিয়ের পোশাক আর গয়না বাছাই করতে বসে ছাড়বার আর নাম নেই হাফসার।

কায়দা করে তুলে এনেছে ওকে গুলফাম। এখন পাহারা দিচ্ছে অদূরে দাঁড়িয়ে।

মাথার উপরে চাঁদ। দুনিয়ার বুকে থই-থই করছে জোছনা।

কত কথা জমে ছিল দু'জনের মনে। অথচ কিছুই বলতে পারছে না। কেবল আশ মিটিয়ে দেখছে পরস্পরকে। চোখের পলক যেন পড়ে না।

হাফিজারই টনক নড়ল প্রথমে।

'জরুরি কী যেন বলবেন, বলছিলেন?'

'ইব্রাহিম!'

ঘরের ভিতরে ঢুকে ফক্কা খেলেন সুলেমান।

কই! নেই তো!

তবে যে ওঁর রক্ষী বলল, নিজের ঘরেই আছে ইব্রাহিম।

এই মাত্র বেরিয়ে যায়নি তো?

বাগানে হাঁটতে বেরিয়েছে নাকি?

আচ্ছা, ফিরুক। পরে খোঁজ নিয়ে ডেকে পাঠাবেন ওকে।

ফিরে যাবার আগে আলগা দৃষ্টি বোলালেন ঘরে।

এক পাতা কাগজ পড়ে আছে টেবিলে।

কিছু লেখা মনে হচ্ছে কাগজটায়।

নিজের অজান্তেই সে-দিকে চললেন সুলেমান।

টেবিলটার পাশে এসে থেমে গেল পা দুটো।

মনে হচ্ছে— কবিতা।

হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন কাগজটা।

সে-রাতের কথা মনে পড়ায় মুচকি হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে।

BanglaBook.org

তাঁর চোখে পড়ুক— তা চায়নি বলে সদ্য লেখা শায়েরি পুড়িয়ে ফেলেছিল ইব্রাহিম।

ছেলেমানুষ... একেবারেই ছেলেমানুষ!

কাগজটা ধরলেন তিনি মোমের আলোয়।

পড়তে-পড়তে ঝিমঝিম করে উঠল মাথা।

এ-সব কী!

এত কিছু ঘটে গেছে তলে-তলে?

কবিতা তো নয়, চিঠি।

বিশেষ একজনকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে চিঠিটা। শেষ করেনি ইব্রাহিম। লেখা অসমাপ্ত রেখে উঠে গেছে।

বিশেষ একজনটা আর কেউ নয়! ওঁরই এক মাত্র বোন হাফিজা!

মনের সমস্ত আবেগ ঢেলে মেয়েটাকে প্রেমপত্র লিখছে ইব্রাহিম!

এত বড় সাহস!

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন!

কিন্তু সে-জন্য নয়। নিজেকে স্রেফ প্রতারিত মনে হচ্ছে সুলতানের।

ঢেউ খেলে যেতে লাগল চোয়ালের পেশিতে।

বিশ্বাসের প্রতিদান এ-ভাবেই দিল লোকটা!

BanglaBook.org

পঁয়ষট্টি

হাফিজা সুলতানকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসবার সময় ইব্রাহিমের কলিজায় হাত দিল যেন কেউ।

মাহমেদ জেলেবিকে নিয়ে ওর সন্দেহের কথাটা জানিয়েছে শাহজাদীকে কোনও রকম রাখঢাক না করে।

শুনে হাফিজাও বলল যে, মক্তব থেকে মুস্তফাকে আনবার সময় ও নিজেও বেশ কয়েক বার কাশতে দেখেছে তরুণ ওস্তাদকে।

দু'জনেই এই ধারণায় একমত হলো যে, লোকটা হয়তো নিরাময়-অযোগ্য কোনও ব্যাধিতে আক্রান্ত। বিষয়টা গোপন রাখতে চাওয়া, চিকিৎসালয়ে ভর্তি না হওয়া— এই জিনিসগুলো আরও এক দিকে সন্দেহের তীর ছুঁড়ছে। আর তা হলো, কালব্যাধির ব্যাপারে আগে থেকেই জানত মাহমেদ। এটাকে প্রকাশ্যে আনতে না চাওয়ার একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে— সে চায় না যে, এই কারণে বিয়েটা ভেঙে যাক।

তার মানে, শাহজাদীকে বিয়ে করে অন্যায় ভাবে লাভবান হতে চাইছে সে।

সব কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেও মেয়েটার চেহারায় স্বস্তির চিহ্ন দেখতে পেয়েছে ইব্রাহিম।

অভাবনীয় এই আবিষ্কার ওদের দু'জনের জন্যই শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছে। সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত দেখতে পাচ্ছে ওরা।

BanglaBook.org

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই প্রসন্ন ভাবটুকু গায়েব হয়ে গেল ইব্রাহিমের মন থেকে।

ওর দিকেই আসছে দু'জন রক্ষী।

আরেকটু হলেই তো জানাজানি হয়ে যেত ওদের গোপন অভিসারের কথা!

'কী ব্যাপার!' পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিতে চাইল ইব্রাহিম। 'এখানে কেন তোমরা?'

কাছাকাছি হতে সম্মান প্রদর্শন করল দু'জনে।

'মাফ করুন, সাহেব,' ওদের একজন নিল কথা বলার ভার। 'জাঁহাপনা এই মুহূর্তেই দেখা করতে বলেছেন আপনাকে।'

কী ব্যাপার! প্রশ্নটা এ-বার নিজেকে করল ইব্রাহিম। আশা করল, তৎক্ষণাৎ জানতে পারবে কারণটা।

কিন্তু দুই প্রহরীর দিকে চেয়ে সদুত্তর মিলল না কোনও।

'ঠিক আছে। তোমরা যাও। আমি আসছি,' আশ্বস্ত করল ওদের।

চোখে-চোখে কী কথা হলো দু'জনের মধ্যে, ঠাহর করতে পারল না ইব্রাহিম। তবে সহযোগিতার বিন্দু মাত্র লক্ষণ নেই ওদের চোখের ভাষায়।

ওর তো জানবার কথা নয়, সুলতানের হুকুম কানে বাজছে রক্ষীদের: 'যেখানেই পাবে, ধরে নিয়ে এসো!'

'কী বললাম!' রেগে উঠবার ভান করল ইব্রাহিম। 'বললাম তো, আসছি!'

জবাবে বাঘের থাবা পড়ল ইব্রাহিমের দুই কাঁধে।

'অ্যাই! কী করছ তোমরা!' স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় চেঁচিয়ে উঠল যুবক। 'ছাড়ো! ছাড়ো আমাকে।' কাঁধ ঝাড়া দিয়ে ছুটিয়ে নিতে চাইল ও নিজেকে।

কাজে এল না ইব্রাহিমের আস্ফালন। দুই জোড়া সাঁড়াশি-

BanglaBook.org

হাতের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে যুবক। বাধা দেবার কোনও সুযোগই নেই।

কোরবানির পশুর মতো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওরা ইব্রাহিমকে।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেখল ইব্রাহিম, সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে আছে সে।

ঘাড়টা চেপে ঠেসে ধরে রেখেছে প্রহরীরা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। সুলতানের জন্য কাউকে হুমকি মনে করা হলে এ আচরণ করা হয় তার সঙ্গে।

তার মানে...

ঢোক গিলল ইব্রাহিম।

সুলতান হুমকি মনে করছেন ওকে!

কেন? কী কারণে?

ওঁর বোনের সঙ্গে গোপন প্রণয়ের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন? জেনে ফেলেছেন সব কিছু?

সর্বনাশ!

শিরশ্ছেদ তা হলে ঠেকাতে পারবে না কেউ! ও তো ভালো করেই জানে, সুলতান কেমন 'ভালোর ভালো, খারাপের খারাপ'।

পাথুরে চেহারা নিয়ে ওকে দেখছেন সুলেমান। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির দিকে এ দৃষ্টিতে তাকায় বিচারক।

নিশ্চিত হলো ইব্রাহিম, মরণ ঘনিয়েছে ওর।

কিন্তু নিশ্চুপ থেকে আত্মসমর্পণ করা সাজে না। মৌন থাকা মানে, দোষ স্বীকার করে নেয়া।

'জ্-জাঁহাপনা...' বলতে গিয়ে অনুভব করল ইব্রাহিম, ভারী হয়ে গেছে ওর জিভটা। বাকি কথাগুলো মুখেই মরে গেল।

জান্তব ভয় নিয়ে তাকিয়ে রইল ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তার দিকে।

BanglaBook.org

ছেষট্টি

'অনেক আগে চলে গেছ তুমি... অনেক দূর...' এ পর্যন্ত বলে থামলেন সুলেমান। চেহারা আগের মতো গম্ভীর। ইব্রাহিমের দুঃসাহসের নমুনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন তিনি।

গ্রিক যুবকের অ্যাডাম'স অ্যাপল উঠল-নামল।

'সারা জীবন ধরে বন্ধু ভেবে এসেছি তোমাকে... যাকে বিশ্বাস করা যায়... সব কথা বলা যায়... আপন ভাইয়ের সম্মান দিয়েছি আমি তোমাকে... আর তুমি!' নির্জলা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কুঁচকে উঠল সুলেমানের চেহারা। 'নিদারুণ সমাপ্তি টেনে দিলে আমার সব আশা-ভরসার...'

'জাঁহাপনা...আ-আমি...'

'কীভাবে পারলে তুমি এটা?'

কোনও জবাব নেই ইব্রাহিম পারগালির কাছে।

'নিমকহারামি করেছ তুমি আমার সাথে!'

'কখনওই না, জাঁহাপনা!' এ অপবাদ মানতে পারছে না সুলতানের সহকারী। 'এক দিনের জন্যেও না... এক মুহূর্তের জন্যেও না!'

সহকারীর মানা-না মানায় কিছু এসে যায় না সুলতানের। প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। চোখের দেখার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

BanglaBook.org

'সব সময় আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি, জাঁহাপনা!' আবার বলল ইব্রাহিম। 'আপনাকে ধোঁকা দেব! এর চেয়ে মরণও ভালো!'

মুখটা ফিরিয়ে নিলেন সুলেমান।

'জাঁহাপনা!' বুকটা ভেঙে যাবে যেন ইব্রাহিমের। 'দয়া করে বলুন, আমার অপরাধ কী! কী অন্যায় করেছি আমি আপনার সাথে?'

'তুমি যা করেছ, তা ক্ষমাহীন। তুমি যা করেছ, সে-কথা উচ্চারণ করতেও ঘৃণা হয় আমার!'

বাক্যহারা হয়ে গেল ইব্রাহিম।

ভালোবাসা তবে এত বড় অপরাধ সুলতানের কাছে! ভালোবাসা তা হলে এত বড় পাপ!

কিন্তু নিজেও তো প্রেমিক তিনি! তা হলে অন্যের বেলায় এ বৈষম্য কেন?

'একে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো! আর কক্ষণো এর মুখ দেখতে চাই না আমি!'

'জাঁহাপনা! জাঁহাপনা!' ইব্রাহিমকে টানছে দুই প্রহরী। কিন্তু কিছুতেই যাবে না বলে পণ করেছে যেন যুবক... কিছুতেই উঠবে না মাটি থেকে। 'এর চেয়ে আমাকে প্রাণদণ্ড দিন! তা-ও হাসি-মুখে গ্রহণ করব... কিন্তু ও-ভাবে বলবেন না, জাঁহাপনা... ও-ভাবে ত্যাজ্য করবেন না...'

কিছু বলছেন না সুলতান।

মানসিক ভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়ল ইব্রাহিম। কিন্তু শরীরটা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তখনও। 'আমি মরতে চাই, জাঁহাপনা... মরতে চাই আমি...'

'তবে তা-ই হোক,' হঠাৎই ইব্রাহিমের চাওয়া মঞ্জুর করলেন সুলেমান।

'কিন্তু একটা আরজি আছে, জাঁহাপনা... আমার দোষটা

BanglaBook.org

জেনে মরতে চাই আমি... খুব কি বেশি চাওয়া হয়ে গেল এটা?'

হাত তুলে প্রহরীদের নিরস্ত করলেন সুলেমান।

'জানতে চাও, না? বেশ, জানাচ্ছি। ...ওকে ছেড়ে দাও তোমরা।'

নির্দেশ পালন করে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল রক্ষীরা। সতর্ক রয়েছে। একটু বেচাল দেখলেই খবর করে দেবে ইব্রাহিম পারগালির।

নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত নন সুলেমান। হেঁটে লেখার টেবিলের কাছে চলে গেলেন তিনি। বাঁকা ফলার একটা ছোরা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে খাপমুক্ত করলেন সেটা।

এক পৃথিবী প্রশ্ন নিয়ে সুলতানের চোখে তাকিয়ে আছে ইব্রাহিম।

এই সুলতানকে ও চেনে না! হঠাৎ করেই দুর্বোধ্য একটা গ্রন্থে পরিণত হয়েছেন তিনি।

এক পা, এক পা করে ওর দিকে কাছিয়ে আসছেন সুলেমান। ছোরাটার হাতলে শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে ওঁর হাত।

নিয়তিকে মেনে নিয়ে চোখ বুজল ইব্রাহিম।

'ইব্রাহিম...'

অচেনা হয়ে যাওয়া মানুষটির দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে যুবক, চোখ খুলল না।

'ইব্রাহিম... তাকাও আমার দিকে!'

আশায় চাইল ইব্রাহিম।

'তুমি কি জান্নাত চাও? নাকি জাহান্নাম?' হেঁয়ালি করছেন সুলেমান।

অস্ফুট একটা ধ্বনি সৃষ্টি হলো ইব্রাহিমের গলার ভিতরে।

BanglaBook.org

'আমার এক হাতে জান্নাত... আর আরেক হাতে জাহান্নাম... বেছে নাও, কোন্‌টা...'

সুলতানের এক হাতে চাকু, অন্য হাতে বাঘের চামড়ার থলে। দুটোর যে-কোনও একটা নির্বাচন করবার জন্য আহ্বান করছেন তিনি ইব্রাহিমকে।

কিছু বুঝল না যুবক। থলের মধ্যে কী আছে?

খোলসা করলেন সুলেমানই। 'চাকু? নাকি রাজকীয় সিলমোহর?'

এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ইব্রাহিমের। কীসের সিলমোহর!

'দুটোর যে-কোনও একটা... একসাথে দুটোই নিতে পারবে না তুমি...' শর্ত জানিয়ে দিলেন সুলেমান। 'বলো।'

'জাঁহাপনা...' আদতে কী ঘটছে, সেটা মাথার উপর দিয়ে গেলেও জবাব খুঁজে পেয়েছে ইব্রাহিম। 'যেটা আপনি ভালো মনে করেন...'

নির্লিপ্ত মুখখানা উপর-নিচ করলেন সম্রাট। চাকুর মাথায় ফিতে-টানা থলেটা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি চাই, রাজকীয় সিলমোহরটা নাও তুমি। ওটাই তোমাকে মানায়।'

কথা সরছে না ইব্রাহিম পারগালির মুখে। একবার সুলতানের দিকে, আরেক বার থলেটার দিকে তাকাচ্ছে।

'ভয় পাচ্ছ? ভয়ের কিছু নেই। নাও ধরো।'

এই আশ্বাসবাণীতেও সংশয় দূর হচ্ছে না ইব্রাহিমের।

কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে, সেই চির-চেনা রূপে ফেরত এসেছেন সুলেমান। তা হলে এতক্ষণ যা বললেন, এ-সব কী ছিল? ইয়ারকি? মজা করেছেন ওর সঙ্গে?

খুব করে চাইছে ইব্রাহিম, সম্ভাবনাটা সত্যি হোক। নিছকই কৌতুক হোক তা।

দ্বিধাজড়িত হাতে রহস্যময় থলেটা নিল ও চাকুর আগা

BanglaBook.org

থেকে।

'খোলো।'

খুলে কী দেখবে?

আরেকটা তামাশা?

নাকি আরেকটা পরোয়ানা অপেক্ষা করছে ওর জন্য?

থলের মুখ ফাঁক করে ভিতরে চাইল ও।

ছোটখাটো কোনও জিনিস রয়েছে ভিতরে। থলের ওজনও তা-ই বলছে। কিন্তু সেটা যে কী, ধরতে পারল না ইব্রাহিম। রাজকীয় সিলমোহর— বলেছেন সম্রাট। তার মানে তো দাঁড়ায়...

বের না করে বোঝা যাবে না আসলে। সুলতানের দিকে তাকিয়ে বুঝল ইব্রাহিম, তা-ই করতে বলছেন ওকে সম্রাট।

একটা আংটি। সিলমোহরই। আংটির যেখানে রত্নপাথর বসানো থাকে, সে-জায়গাটা চ্যাপটা। পাথরের বদলে সুলতান সুলেমানের স্বাক্ষর খোদাই করা ওখানে।

এ আংটি ওর চেনা। ভালো মতো। কিন্তু যেটা বুঝতে পারছে না, তা হলো, ওকে দেয়ার মানে কী এটা?

'এটা এখন থেকে তোমার,' সহকারীকে ধন্দ থেকে মুক্তি দিতে বলে উঠলেন সুলতান।

ঠিক শুনেছে তো ইব্রাহিম?

সুলতানের পরে রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদের পরিচয়বাহী আংটি দিয়ে দিচ্ছেন তাকে অবলীলায়— মানে?

তা হলে পিরি পাশা?

'যত্ন করে রেখো আংটিটা,' বললেন সুলেমান। 'বুঝতেই পারছ, কী বলছি। আজ থেকে তুমিই আমার প্রধান উজির। জনাব পিরি মাহমেদ পাশার স্থলাভিষিক্ত হয়েছ তুমি।'

হ্যাঁ... ভাবছে ইব্রাহিম। যুদ্ধের সময় আংটি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পিরি পাশা। তখন সিদ্ধান্ত হয়নি, কাকে অর্পণ করা

BanglaBook.org

হবে উজিরে আজমের দায়িত্ব। সেই গুরুভার একান্ত সচিবের হাতে তুলে দিচ্ছেন— মাথার ঠিক আছে তো সুলতানের?

না, মাথা ওঁর ঠিকই আছে। সেটা বোঝা গেল পরের কথায়।

'আমার ইচ্ছা ছিল,' বললেন তিনি। 'এমন কেউ নিক এ পদের ভার, যে আমার খুব কাছের মানুষ... এমন কেউ, যার কাজকর্মে আমি সন্তুষ্ট... রাজ্যের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ। কাকে দেয়া যায়... কাকে দেয়া যায়! খুব বেশি ভাবতে হলো না। তোমার কাজে আমি আগে থেকেই সন্তুষ্ট। আর সে-দিন জানের মায়া তুচ্ছ করে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ আমাকে। নিজেকে প্রমাণ করবার জন্যে এর চেয়ে বেশি আর কী থাকতে পারে? ...ওঠো, ইব্রাহিম। তুমিই এ পদের যোগ্য।'

সঙ্গে-সঙ্গেই উঠতে পারল না হতবিহ্বল পারগালি।

সুলতানের লম্বা পোশাকটার প্রান্তদেশ দু'হাতে তুলে নিল ও। দীর্ঘ চুম্বনের মাধ্যমে অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা প্রকাশ করল।

স্নেহের চোখে তাকিয়ে আছেন সুলেমান।

'জীবন দিয়ে হলেও এই আংটির মর্যাদা সমুন্নত রাখব আমি, জাঁহাপনা!' আবেগে গলাটা কাঁপছে ইব্রাহিমের। চোখের কোণে জল জমছে।

'আমি জানি, তুমি তা করবে।'

'শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত... শেষ রক্তবিন্দু শরীরে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকব আমি, জাঁহাপনা! বিশ্বস্ততার সাথে সেবা করে যাব আপনার...'

'হয়েছে... এ-বার ওঠো।'

আংটির গায়ে দৃঢ় ভাবে সেঁটে গেল ইব্রাহিমের ঠোঁট জোড়া। কপালে ঠেকাল এরপর রাজকীয় সিলমোহরখানা।

কী ছিল মনে, কে জানে, হাফিজার প্রসঙ্গে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না সুলেমান!

BanglaBook.org

উপসংহার

পর-পর কয়েকটি ঘটনা ঘটল এরপর।

মাহমেদ জেলেবি যক্ষ্মায় আক্রান্ত— এ সন্দেহ চেপে রাখা সমীচীন মনে করল না ইব্রাহিম। যতটা না নিজের জন্য, তার চেয়ে বেশি রাজপরিবারের ভালো চায় বলে। তা ছাড়া প্রধান উজির এখন সে। সুলতান ও তাঁর পরিবারের সুখী ও সুন্দর জীবন নিশ্চিত করাই ওর এক মাত্র ব্রত। সুলতানের মনে সুখ থাকলেই দেশের মানুষ ভালো থাকবে।

অবশ্য উজির যদি না-ও হতো সে, তার পরও রাজরোগের আশঙ্কার কথাটা গোপন রাখা সম্ভব হতো না ওর পক্ষে। ক্ষয়রোগের ব্যাপারটা লুকিয়ে মহা অন্যায় করেছে মুস্তফার ওস্তাদ। হাফিজার সঙ্গেও, সুলতানের সঙ্গেও।

শঙ্কার কথাটা প্রেমিকাকে জানালেও ওর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় গুলফামের পক্ষেও।

ওদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কোত্থেকে পেল ওরা ভয়াবহ খবরটা, কী জবাব দেবে?

যতই প্রধান উজির হোক, অন্তঃপুরের মেয়েদের তো অনুমতি ছাড়া কোনও পুরুষের সঙ্গে একাকী দেখা-সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ।

কাজেই, সুমবুল আগাকে দিয়ে খবর পাঠাল ইব্রাহিম হাফসা

BanglaBook.org

সুলতানের কাছে।

ইচ্ছা করেই সম্রাটকে অবহিত করল না আগে। কারণ, ভুলও তো হতে পারে ওর সন্দেহ।

খবরটা শুনে বিরাট ধাক্কা খেলেন রাজমাতা।

এমন কিছুর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।

সামলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দিতে বললেন রাজপরিবারের প্রধান চিকিৎসককে, পরীক্ষা করে যাতে নিশ্চিত হয় মাহমেদ জেলেবির রোগটা সম্পর্কে।

বিবরণ পেতে সময় লাগল না।

যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা-ই।

যথাযথ চিকিৎসা না নেয়ায় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যক্ষ্মা। সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, বরং যখন-তখন একটা কিছু হয়ে যেতে পারে...

মন্দের ভালো হিসাবে দুঃসংবাদটা মেনে নিলেন হাফসা। ভালো এই জন্য যে, বিয়ের আগেই ধরা পড়েছে রোগটা।

আবারও যদি বিধবা হতো হাফিজা?

অসুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর তো না জানিয়ে উপায় নেই সুলতানকে।

হাফসাকেই করতে হলো অপ্রীতিকর কাজটা।

এক ধরনের স্বস্তি নিয়ে খবরটা হজম করলেন সুলেমান। বিয়েটা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। এ-বারে আর কোনও বাধা থাকল না।

আরেকটি নাটকের পরিকল্পনা করেছেন তিনি মনে-মনে। কেবল বাস্তবায়নের অপেক্ষা। প্রেমিক যুগলের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে তারপর দুটো হাত এক করে দিতে চান সুলেমান...

শুকনো কাশি দেখা দিয়েছে মুস্তফার। সেই সঙ্গে জ্বর, মাথা-

BanglaBook.org

ব্যথা।

ওষুধ খেয়েও যখন কমল না, শঙ্কিত হয়ে পড়ল সকলে।

ওস্তাদের রোগে ধরল না তো শিষ্যকে!

না, ভয়ের কোনও কারণ ঘটেনি।

ভালো মতো দেখে রায় দিল হেকিম, খারাপ কিছু হয়নি মুস্তফার। ছোট মানুষ বলে রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা সে-ভাবে গড়ে ওঠেনি, তাই হয়তো ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি শরীর।

ঠাণ্ডাজ্বর— আর কিছু না।

আরও একবার মা হলো হুররেম।

এ-বারে পুত্র।

নিজের বাপের নামে ছেলের নাম রাখলেন সুলেমান— সেলিম।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইব্রাহিমকে ওর জন্মভূমি আয়েগায় যাবার অনুমতি দিলেন সুলেমান।

যতটা কঠিন হবে, ভেবেছিল; ততটা কঠিন হলো না— প্রায় সহজেই নিজের পরিবারকে খুঁজে পেল ইব্রাহিম, দীর্ঘ সতেরো বছর পর!

তারপর সে এক আবেগঘন দৃশ্য! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে— এই আনন্দ কাঁদাল সবাইকে।

একজন কিন্তু সামিল হতে পারল না সেই আনন্দে। ইব্রাহিমের জন্মদাত্রী মা। বছর দশেক আগেই স্বর্গবাসী হয়েছে জনমদুখী এ মহিলা।

এই একটা কারণে পুরোপুরি মিলনাত্মক হলো না ইব্রাহিম

BanglaBook.org

পারগালির বাড়ি ফেরা।

শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত পারগায় ক'টা দিন কাটিয়ে দিল থিয়ো, ধর্ম বদলে যে আজ ইব্রাহিম।

ইস্তাম্বুলে ফিরল বাপ আর যমজ ভাই নিকোকে নিয়ে। আর ধীবরবৃত্তি করতে দেবে না সে ওদের।

প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয় আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হাত ফসকে গেল ভিকটোরিয়ার। তা না হলে ছুরির ঘায়ে জীবন-প্রদীপ নিভে যেতে পারত সুলেমানের।

আবারও অপেক্ষা।

কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না মেয়েটা।

ইব্রাহিমের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে হাফিজার।

প্রথমে একটু বাধো-বাধো ঠেকলেও মেয়ের সুখের জন্য জামাইকে মেনে নিয়েছেন হাফসা। ঠিক করলেন, বিয়ের পর খাস বাঁদি ভিকটোরিয়াকে পাঠিয়ে দেবেন মেয়ে-বাড়িতে।

অনেক ভাবে চেষ্টা করল ভিকটোরিয়া যাওয়াটা ঠেকাতে।

কিন্তু ওর কোনও ওজর-আপত্তিই শুনলেন না রাজমাতা।

যাওয়া অবশ্য হলোও না মেয়েটার।

একা পেয়ে প্রাসাদের এক রক্ষী ধর্ষণ করল ভিকটোরিয়াকে।

এতে রক্ষীর গেল গর্দান, আর ধর্ষিতা হলো বাড়ি থেকে বিতাড়িত।

একেবারে নিষ্ঠুর নন হাফসা। বুলগেরিয়াগামী (হাঙ্গেরিয়ান নয়, সবার কাছে বরাবরই নিজেকে বুলগেরিয়ান বলে পরিচয় দিয়েছে ভিকটোরিয়া) এক জাহাজে তুলে দেবার নির্দেশ দিলেন তিনি মেয়েটাকে।

দূর হলো সুলেমানের পথের কাঁটা।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মহা ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল ইব্রাহিম আর হাফিজার।

টানা পনেরো দিন ধরে চলল বিয়ের অনুষ্ঠান।

এমন আয়োজন লোকে দেখেনি এর আগে। রাজ্যের প্রতিটি লোক নিমন্ত্রণ পেল।

বিয়ের পর সুলতানের উপহার দেয়া নতুন প্রাসাদে গিয়ে উঠল বর-কনে।

অতঃপর...

অতঃপর তাহারা সুখে-শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

♦♦♦